ভারতবর্ষ

আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি বই :—

মেবার কাহিনী	....	১॥০
যান্ত্রিক আবিষ্কার	....	১॥০
জীবন ও সাহিত্য	...	১॥০
বাংলার বীর	...	১৸০
বাংলার বিপ্লবী	...	১॥৵০
বাংলার নবরত্ন	...	১।০
বাংলার বীরাঙ্গনা	...	১৲
আচার্য্য শঙ্কর	...	১৲
জ্ঞান বিজ্ঞানের গোড়ার কথা		৸০
সরল বাংলা শিক্ষা	....	১৲

ভারতবর্ষ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম অভিনয় রজনী নাট্যনিকেতনে

৯ই এপ্রিল, ১৯৪১

পরিচালক—শ্রীনরেশ মিত্র

গান ও সুর—শ্রীসুরেশ চৌধুরী

নৃত্য—নীহারবালা

প্রথম অভিনয়ে অভিনেতৃবৃন্দ

ভারতচন্দ্র	...	...	নরেশচন্দ্র মিত্র
সুবোধ	...	...	ছবি বিশ্বাস
বিনয়	...	...	শৈলেন চৌধুরী
মলিনা	...	...	ছায়া দেবী
বিজলী	...	...	রাধারাণী
পরেশ	...	...	রবি রায়
ব্যানার্জ্জি	...	...	জিতেন গাঙ্গুলী
রায়	...	...	সূর্য্য সেন
অমিয়া	...	...	উষারাণী
লতিকা	...	...	বীণাপাণি

ভারতবর্ষ

প্রথম অঙ্ক

ভারতচন্দ্রের বৈঠকখানা। ঘরটি বেশ বড়। ঘর হইতে দেখা যায় সামনের বাগানে প্রবেশ পথ। একটা করিডোর দিয়া ঘরে ঢুকিতে হয়। ঘরের ডাইনে ও বাঁয়ে দুটী দরজা। বাঁদিকের কোন হইতে একটা সিঁড়ি দোতালায় উঠিয়া গিয়াছে। ঘরের মাঝখানে কাঠের বড় জানালার কাছে একখানি আরামদায়ক আসনে ভারতচন্দ্র বসিয়া একখানা ওয়ার ম্যাপ দেখিতেছিলেন। তাহার মাথার পিছনে সবুজ শেড দেওয়া একটি ষ্টাণ্ডিং ল্যাম্প। ঘরে আর কোথাও আলো নাই। যবনিকা উঠিবার পর দেখা যাইবে ভারতচন্দ্র নিবিষ্ট মনে ম্যাপ দেখিতেছেন। ডান দিকের দরজা দিয়া মলিনা প্রবেশ করিল। সতের আঠার বছর বয়স। পরণে একখানা নীলম্বরী, গলায় সরু হার, হাতে শাঁখা ও কয়েকগাছা সোনার চুড়ি। কপালের সিন্দুর টিপটি বেশ বড়। মলিনা নিঃশব্দে ভারতচন্দ্রের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

ভারত। ডানকার্ক! ক্যালে! শেরবুর্গ! ব্রেষ্ট!

মলিনা। জিওগ্রাফি পড়চেন বাবা?

ভারত। (তাহার দিকে চাহিয়া বলিল) হ্যাঁ মা, জিওগ্রাফি! মিলিটারী জিওগ্রাফি!

মলিনা। ভাগবত শেষ করে ফেলেচেন ?

ভারত। শেষ করিনি, সরিয়ে রেখেচি।

উঠিয়া ঘরের অন্যান্য আলো জ্বালিয়া দিলেন। তারপর মলিনার সামে আসিয়া কহিলেন :

জানলে মা, আজ ভাগবত নয়, দর্শন নয়, ইতিহাস নয়, শুধু জিওগ্রাফি !

মলিনা হাসিয়া কহিল :

মলিনা। শুধু জিওগ্রফি !

ভারত। মিলিটারী জিওগ্রাফি !

ম্যাপটা তুলিয়া লইলেন

এই ভাখ ডানকার্ক ! এই ডানকার্ক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। ব্রিটেন আজ যে শক্তির পরিচয় দিচ্ছে, তা দিতে পারচে এই ডানকার্কেরই কল্যাণে।

মলিনা। ডানকার্ক অনেক দূর, বাবা !

ভারত। দূর !

মলিনা। দূর নয় ? আমরা রয়েচি কলকাতায়।

ভারত। কলকাতায় ! ওরে বোকা মেয়ে কলকাতায় রয়েচে শুধু আমাদের দেহ। আমাদের মনে যে দিবারাত্র জাগচে ইউরোপ, ইংলণ্ড, আমার আর তোমার সুবোধ যেখানে রয়েচে, যেখানে থেকে স্বাধীনতার স্বপক্ষে সংগ্রাম করচে, বাঙালীর অপবাদ দূর করচে।

মলিনা। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে বসে বসে বীরত্ব প্রকাশ করচেন !

ভারত। হাসি নয়। সত্যিই তাই। আজকার যুদ্ধে কেমেষ্ট্রিই সব চেয়ে বড় কথা।

মলিনা। তাহলে জিওগ্রাফি নয়?

ভারত। হাঁ, হাঁ, জিওগ্রাফিও। মিলিটারী জিওগ্রাফি, কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স…

মলিনা। জুলজি?

ভারত। জুলজি! জুলজি কেন?

মলিনা। মানুষ পশুধর্ম্ম অবলম্বন করেচে যখন, তখন জুলজির জ্ঞান…

ভারত। না, না, না, না, ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন মানুষকে পশু করে না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে কি করেচেন জান না? কুরুক্ষেত্রে ক্লৈব্যপ্রাপ্ত অর্জ্জুনকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন মনে নেই? শ্রীকৃষ্ণের সেই উপদেশ স্মরণ করেই ত আমার সুবোধকে আমি যুদ্ধের কাজে নিয়োগ করলাম। যদি এ-কালের যুদ্ধে রথ চালু থাকত, তাহলে মা, তাহলে আমি তোমাকে রথে তুলে দিয়ে বলতাম সুভদ্রার মত পার্থসারথিরও সারথির কাজ কর, বিজয়-লক্ষ্মীকেও নিয়ে এস।

ভারতচন্দ্র সংবাদপত্র লইয়া বসিলেন

মলিনা। এখন কাগজ রেখে দিন বাবা। ও খবর ত বাসি হয়ে গেছে।

ভারতচন্দ্র উঠিয়া দূরে গিয়া বসিলেন। মলিনা তাহার কাছে গিয়া কহিল:

বাবা! রাত হয়ে যাচ্ছে বাবা!

ভারত। হোক্।

মলিনা। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

ভারত। যাক্।

মলিনা। সারারাত ওই কাগজে মুখ গুঁজে থাকবেন?

ভারত। সারা জীবনই হয়ত এই করতে হবে মা।

মলিনা। কেন, কি আছে ওই কাগজে!

তাহার কণ্ঠে উদ্বেগের পরিচয় পাইয়া ভারত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন

ভারত। কী আছে জান?

মলিনা। কি বাবা, কি!

তাহার গলা কাঁপিয়া উঠিল

ভারত। ভয় নেই মা, ভয় নেই। তোমার আর আমার সুবোধের কোন খারাপ খপর ওতে নেই।

মলিনা। আমি দেখব বাবা, দেখব।

ভারত। না দেখলেই ভালো হোতো। মিছে মনে দুঃখ পাবে।

মলিনা। তবুও আমি দেখব।

কাগজখানা তাহার হাতে দিয়া কহিলেন এই যায়গাটা ত্তাখ। মলিনা দেখিয়া কহিল:

কি সর্ব্বনাশ! চেল্‌সি অঞ্চলে বোমা!

ভারত। শুধু কি সেই অঞ্চলে! সর্ব্বত্র!

মলিনা। চেলসিতেই যে তিনি কাজ করেন।

ভারত। তার কোন ভয় নেই।

ধীরে ধীরে কাগজ হইতে দৃষ্টি ঘুরাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল :

মলিনা। ভয় নেই!

ভারত। কিচ্ছু না। যুদ্ধের কাজ করচে। তাকে রক্ষা করবার জন্ত কত আয়োজন! সে নিরাপদ না থাকলে সারা সাম্রাজ্য বিপন্ন হবে!

মলিনা। বাবা!

ভারত। বল মা!

মলিনা। কাগজ নেওয়া বন্ধ করে দিন।

ভারত। তুমি ত কাগজ পড় না, মা।

মলিনা। ভয়ে পড়তে পারি না। আপনিও পড়বেন না।

ভারত। পারব না মা, আমি তা পারব না। লণ্ডনের সেই কেমিক্যাল ল্যাবোরেটরীতেই রয়েচে আমার প্রাণ, সুবোধ, আমার একমাত্র পুত্র, আমার বংশধর, সৃষ্টিধর!

ভারতচন্দ্র আবেগে উত্তেজিত হইয়া বলিতে বলিতে সিঁড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। সিঁড়ির উপরের দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল ভারতচন্দ্রের কন্যা অমিয়া। ভারতের কথাগুলি সে শুনিয়াছিল। কথা শেষ হইতে না হইতেই কহিল :

অমিয়া। সুবোধই তোমার সর্ব্বস্ব! আমি বুঝি ভেসেই এসেছিলাম?

ভারতচন্দ্র তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন :

ভারত। তুমি !

অমিয়া নামিতে নামিতে কহিল :

অমিয়া। হ্যাঁ, আমি। ভেসে এসেছিলাম বলে বুঝি ভাসিয়েই দিয়েচ।

কন্যার কথা শুনিয়া ভারত হাসিলেন

ভারত। তোকে আমি ভাসিয়ে দিয়েচি ! ওরে বোকা মেয়ে তোকে ছাড়তে হবে বলেই যে বিনয়কে ঘরজামাই করে রেখেচি।

অমিয়া। সেটা আমাদের পক্ষে খুব গরবের কথা নয়।

ভারত। তোদের অসুবিধে হচ্ছে কিছু ?

সিঁড়ি দিয়া বিনয় নামিয়া আসিতে আসিতে কহিল :

বিনয়। কিছু নাঃ! পরম আনন্দে রয়েচি। খাদ্য, পরিধেয়, পানীয়, হ্যাঁ সত্য কথা, পানীয় অবধি পাচ্ছি আপনার দয়ায় !

আসিয়া পায়ের কাছে প্রণত হইল

ভারত। একি হঠাৎ এসব কেন ?

মাথা তুলিয়া

বিনয়। আজ্ঞে নাম বিনয়, কাজেও সেই পরিচয় দিচ্ছি।

ভারত। ওঠ, ওঠ, ওঠ। তোমার বিনয়-নম্র ব্যবহারে খুসি হয়েই ত তোমার হাতে আমার অমিকে তুলে দিয়েচি।

[বিনয় উঠিয়া পায়ের ধূলো মাথায় দিতে দিতে কহিল :

বিনয়। হাতে তুলে দিয়েচেন বলাটা ঠিক হবে না।

অমিয়া। ওটাও বাবার বিনয়। আসলে উনি বলতে চান দয়া করেচেন।

বিনয়। আপনি কি নির্দ্দয় ব্যবহারকেই দয়া করা বলেন ?

ভারত। নির্দ্দয় ব্যবহার !

বিনয়। ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কি করেচেন জানেন ? বলব বাবাকে ?

অমিয়া। বল না।

বিনয়। তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে উনি যেন আমার গলায় একখানা পাথর বেঁধে অগাধ জলে ছেড়ে দিয়েচেন !

ভারত। বৌমা, ও বলে কি !

মলিনা। ওর কথা ছেড়ে দিন, বাবা।

অমিয়া। কেন, ওর কথা বাবা ছেড়ে দেবেন কেন ! ওকি মানুষের মাঝেই গণ্য নয় ?

মলিনা। আমুদে লোক, নানা রকম কথা কয় কিনা, তাই…

অমিয়া। তাই পণ্ডিতানী তুমি, ওকে পাগল মনে করে ওর সব কথা উড়িয়েই দিতে চাও !

বিনয়। আর সেইটেই হয়েচে বিপদের কারণ। অমি চায় তলিয়ে দিতে আর তুমি বৌদি, তুমি চাও উড়িয়ে দিতে। আমার অবস্থা ত সঙ্গীণ ! ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলচি।

অমিয়া। বাবা !

কাগজ হইতে দৃষ্টি তুলিয়া ভারত কহিলেন :

ভারত। কি মা!

অমিয়া। আমাদের কোন ব্যবস্থা তুমি করবে না?

ভারত। বৌমা, শোন, ওদের সম্বন্ধে কি অব্যবস্থা হয়েচে।

বিনয়। না, না, দিব্য সুব্যবস্থায় রয়েচি,—আশ্রয়, আহার্য্য, পানীয়···

অমিয়া। কি বাজে বকচ! বাবা!

ভারত। তোমার বৌদিকে বল না।

অমিয়া। বৌদিকে বলতে যাব কিসের জন্য!

মলিনার দিকে চাহিয়া

আচ্ছা মন্তর ঝেড়েচ দেখচি। কিন্তু পারবে না কিছু করতে। আমিও এই বংশেরই মেয়ে।

দ্রুত ভারতের কাছে গেল

বাবা, তুমি বল, শুনবে কিনা আমার কথা।

ভারত। বল না, কি বলবে।

অমিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন :

চুপ করে রইলে কেন?

অমিয়া। তাতারী প্রহরিণীর মত তোমার ওই পুত্রবধূটি যে চোখ-কাণ খাড়া করে রয়েচেন!

মলিনা। আমি কাজে যাচ্ছি।

ভারত। না, না, তুমি যেয়ো না। ওরা যা বলবে, তা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত আমার মনেই থাকবে না। তুমিও শুনে রাখ।

অমিয়া। ওর সায়ে তা আমি বলব না।

বিনয়। সঙ্গত কথা সবার সাম্নেই বলা যায়; কিন্তু অসঙ্গত কথা, বৌদি, নিরিবিলিতেই বলা ভাল।

মলিনা। বাবার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গরম করতে দিয়ে আসি।

অমিয়া। বাবার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আর তুমি নিশ্চিন্তে এখানে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলে! অথচ বাবার সেবা করবার জন্মেই তোমাকে এ সংসারে আনা হয়েছিল!

মলিনা। ওঁর সেবা করতে পাওয়া ভাগ্যের কথা!

বলিয়া মলিনা চলিয়া গেল

অমিয়া। বৌ থাকবে বৌয়ের মত।

বিনয়। আশ্চর্য্য এই যে তুমি তা থাক না।

অমিয়া। মানে?

বিনয়। ঘরের কাজ কর না, পূজা-আগ্রায় মন দেও না, পতি-দেবতাকে ভক্তি কর না, সন্ধ্যেবেলায় শাঁখ বাজাও না, তুলসীতলায় প্রদীপ দাওনা। কত আর বলব?

অমিয়া। ও-সব কি আমার কাজ?

বিনয়। কারু বউ বলে যদি নিজের পরিচয় দাও, তাহলে বৌয়ের মত তোমারও থাকা উচিৎ।

অমিয়া। কিন্তু আমার সংসার কোথায়, শ্বশুরের ভিটে কোথায় যে বৌ হয়ে সেখানে থাকব ?

বিনয়। তোমাকে কি রকম বাঁচিয়ে দিয়েছি বলত। বৌ হবার দায়িত্ব তুমি বইতে পারতে না। এখানে কোন দায়িত্ব নেই, খাও, দাও আর জুলুম কর !

অমিয়া। যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা কয়ো না। বাবা !

ভারত। যাই বৌমা।

অমিয়া। বৌমা ! বৌমা! বৌমা ! এ বাড়ীতে আর যেন মানুষ নেই ! চেয়ে ছাখ আমি কে।

ভারত মুখ তুলিয়া দেখিলেন

ভারত। ও তুই, অমি ! বাঃ দিব্যি শাড়ীখানা পরিচিস ত। বাসন্তী রং। বেশ মানিয়েচে। তবে war atmosphere ওতে হয় না।

অমিয়া। নিজের সংসারের সুব্যবস্থা যে করতে পারে না ওয়ার্ল্ড ওয়ার নিয়ে তার মাথা ঘামানো সাজে না !

ভারত। আমাদের সংসারে ত কোন অব্যবস্থা নেই।

অমিয়া। তুমি ভাবচ নেই, কিন্তু আমরা জানি আছে।

ভারত। বৌমা !

অমিয়া। বৌমা কি করবে ! বৌ মানুষ এসব কথায় থাকবে কিসের জন্তে ?

ভারত। বেশ। বল কথাটা কি ?

অমিয়া। আমার কথা······

বিনয়। আজ তা না বল্লেও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবেনা, অমি।

অমিয়া। হয় আমাদের······

বিনয়। কেন মিছে ওঁকে আঘাত দিচ্ছ। পরমানন্দে রেখেচেন। খাদ্য, পরিধেয়, পানীয়, হাঁ পানীয় অবধি যোগাচ্ছেন!

অমিয়া। আঃ! কেন জ্বালাতন করচ! আমি বলি বাবা, হয় আমাদের পৃথক করে দাও···নয়···

ভারত উঠিয়া দাঁড়াইলেন

ভারত। কি বল্লি!

অমিয়া। হয় আমাদের পৃথক করে দাও, না হয় তোমার সংসারের অন্য ব্যবস্থা কর।

ভারত। পৃথক করে দোব! সুবোধকে দিলুম যুদ্ধে, তোকে দোব পৃথক করে, বৌটাকে দোব তাড়িয়ে আর আমি বুড়ো শিব হয়ে শ্মশান জাগব!

অমিয়া। এ-ভাবে তোমার সংসার থাকবে না।

ভারত। থাকবে না!

অমিয়া। দাদা যদি আর ফিরে না আসে···

ভারত ছুটিয়া গিয়া কন্যার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন

ভারত। চুপ! চুপ! চুপ! বৌমা যদি শুনতে পায়, দুশ্চিন্তায় মরে যাবে।

মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া কহিলেন

ভয়ের কারণ রয়েচে। কিন্তু মুখ ফুটে ও-কথা কি বলতে হয়?

অমিয়া। কোন কথাই যখন তুমি কইতে দেবেনা, তখন আমাদের এখানে না থাকাই ভালো। তা ছাড়া বাপের গলগ্রহ হয়ে কতদিনই বা থাকব!

ভারত। শোন্ মা, বিনয় তুমিও শোন; তোমাদের ঘর নেই, বাড়ী নেই, এ-কথা তোমরা মনে করে কেন দুঃখ পাও? এইত এতবড় বাড়ী রয়েচে। এ বাড়ী……

অমিয়া। এ বাড়ী ত তোমার সুবোধের!

ভারত। সুবোধের বোনের নয়?

অমিয়া। বোন ভায়ের স্নেহ চাইতে পারে, কিন্তু দয়া চাইবে কেন?

ভারত। হুঁ, তোমার কথা শুনে আমি ব্যথাও পাচ্ছি আবার খুসিও হচ্ছি। স্বামীর ঘর নেই বলে তোমার মনে যে ব্যথা জমে উঠেচে, তাকে আমি খারাপ বলতে পারিনা। তোমার স্বামীর ঘর নেই, কিন্তু জয়রামপুরে তোমার শ্বশুরের ভিটে পড়ে রয়েচে। সেই ভিটের ওপরই তোমাদের বাড়ী করে দোব!

অমিয়া। সেই পাড়াগাঁয়ে!

ভারত। শ্বশুরের ভিটেটাকে ত আর এই শহরে তুলে আনতে পারবে না।

অমিয়া স্বামীর দিকে চাহিল

বিনয়। বলেছিলুম ও-সব কথায় কাজ নেই।

ভারত। না, বাবা, কথাটা তুলেছে, ভালোই করেচে। হিন্দুর

গৃহিণী ও, শ্বশুরের ভিটের ওপর ওর টান থাকবারই কথা। ছেলেরা কিছুই মানে না, কিন্তু মেয়েদের অন্তরে আজও নিষ্টা নিয়ে জেগে রয়েচেন অতীতের সেই আর্য্যগৃহিণীরা। ভেবোনা মা, আমি তাড়াতাড়ি করে তোমার শ্বশুরের ভিটেয় তোমার দেব-দেউল তৈরি করে দিচ্ছি।

অমিয়া। তুমি আমায় বনবাস দেবে বাবা ?

ভারত। বনবাস !

অমিয়া। নইলে জংলাদেশে, অজ পাড়াগাঁয়ে, তুমি আমাদের জন্তে বাড়ী করে দিতে চাও।

ভারত। বিনয় ! বলত বাবা, সমস্যাটা সমাধান করি কি করে। তোমার ঠাকুর, আমার বেয়াই মশাই ছিলেন পাড়াগাঁয়ের লোক। আমার মেয়ে, তোমার স্ত্রী অমিয়া, তার শ্বশুরের শ্রীপাটের ওপর বড় ভক্তিমতী অথচ পাড়াগাঁয়ের ওপর হাড়ে চটা। অমিয়ার Sentimentএর সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে আমি কলকাতায় কি করে তার শ্বশুরের ভিটেটা তুলে আনি ? আমি ঠিক বুঝতে পারচিনে। বৌমা !

অমিয়া। তুমি যা বুঝতে পারচনা, তোমার বৌমা তাই বুঝিয়ে দেবেন ? এত বুদ্ধিমতী তিনি !

ভারত। বুঝুক না বুঝুক, সব কথা তাকে জিজ্ঞাসা করা অভ্যেসে দাঁড়িয়েচে। বৌমা।

বিনয়। নাও, যে সমস্যা তুলেচ, তার সমাধান হতে রাত বারোটা বেজে যাবে। গ্রেটা গার্বো তখন মেট্রোর রূপোলি পর্দ্দা থেকে আবার সেলুলয়েডের ফিতেয় শয্যা নেবেন। দেখা দেবেন না।

অমিয়া। আচ্ছা বাবা ও-কথাটার আলোচনা আর একদিন হবে।

বিনয়। উপস্থিত কাজটা সেরে নাও।

অমিয়া। বাবা!

ভারত। তুমি আজ আমায় বড় খুসি করেচ, মা। শ্বশুরের ভিটের ওপর তোমার এমন টান!

অমিয়া। আমার এখুনি শ'খানেক টাকা চাই। বাবা!

ভারত। আজ তুমি যা চাইবে, তাই পাবে।

বিনয়। তুমি যে বলেছিলে দু'শ টাকা না হলে তোমার চলবেনা?

অমিয়া। বাবা!

ভারত। বল মা।

অমিয়া। দু'শ যদি দাও বাবা, তাহলে আর সেই পাড়াগাঁয়ে……

ভারত। না, না, পাড়াগাঁ বলে তুচ্ছ কোরোনা, তোমার শ্বশুরের ভিটে। স্বামীর বাস্তু। সে যে তোমার তীর্থ!

কন্যার মুখের দিকে কিছুকাল চাহিয়া রহিলেন।
তারপর টেবিলের কাছে গিয়া কহিলেন

তাইত চাবীটা যে তোমার বৌদির কাছে।

অমিয়া। বৌদিত আর বিলেত যায়নি! আমি ডেকে দিচ্ছি।

ঘরের বাহির হইয়া গেল

ভারত। জানলে বাবা, এক একবার মনে হয় সুবোধকে বিলেত যদি না পাঠাতুম, তাহলে…

বিনয়। আমাদের কোন চিন্তারই কারণ থাকত না।

ভারত। চিন্তার কারণ তাতেও থাকত, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের অন্তরের কোন যোগ থাকত না। আজ কোন মতেই বুক ফুলিয়ে বলতে পারতুম না—I have given my very best to those who are fighting for freedom and democracy!

বিনয়। Excuse me. ওকথা শুনলে আমার মনে পড়ে আদার ব্যাপারীর জাহাজের খপর নেবার কথা।

ভারত। সত্যিকারের ব্যবসা যারা করে, তারা জানে জাহাজ জাহাজ আদা বিদেশে চালান যায়, তাই আদার ব্যাপারীকেও জাহাজের খপর নিতে হয়।

বিনয়। কিন্তু ওই Freedom আর Democracy…

ভারত। আমাদের কাছে ওদের কোনই দাম নেই, না?

বিনয়। আজ্ঞে কিছুমাত্র না।

ভারত। কেন নেই জান?

বিনয়। ও রসে বঞ্চিত বলে।

ভারত। না, না, তা নয়। দাম এই জন্যেই নেই যে, আমরা নিষ্ঠা নিয়ে কোনদিনই ওর ধ্যান করিনি। এতদিন ঘর আর সংসারকে ঘিরেই ছিল আমাদের যত কামনা, কল্পনা। কেউ কেউ বড় জোর দেশের কথা দশের কথা ভাবতেন—কিন্তু আজকার প্রলয় আমাদের সারা বিশ্বের মাঝে টেনে নিয়েচে যেখানে সবাই বলচে—Freedom first, Freedom last, Freedom always!

কথার শেষের দিকে বিজলী প্রবেশ করিল।
বেশ-ভূষা অত্যন্ত আধুনিক। ঘসা-মাজা রূপ।

বিজলী। ও-কথা শুধু আপনারা মুখেই বলেন মিঃ সেন।

ভারত। শুধু মুখেই বলিনা বিজলী বাঈজী, কাজেও পরিচয় দি যে ওর ওপর আমার আন্তরিক বিশ্বাস আছে। আমার একমাত্র ছেলেকে আমি স্বাধীনতার যুদ্ধে কাজ করবার অনুমতি দিয়েচি।

বিজলী। কিন্তু একমাত্র মেয়েকে যে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিতা রেখেচেন। অমি কোথায় বিনয় ?

বিনয়। আসচে এখুনি। বসুন।

বিজলী। জানলেন মিঃ সেন, স্বাধীনতাকে আপনারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেন না বলেই আমাকে বিদ্রোহিনী হতে হয়েচে।

ভারত। তুমি বাঈজী, তুমি ত শৃঙ্খলের স্বাদ কোনদিন পাওনি। তোমার ও বিদ্রোহ ত বিবিগিরির ছল।

অমিয়া আর মলিনা প্রবেশ করিল

অমিয়া। এই যে বিজলী, তুমি এসে পড়েচ ?

বিজলী। তোমরা দেরি করলে যে।

অমিয়া। আর বোলোনা ভাই, আমাদের এই বউটিকে দিয়ে কোন কাজ ত সহজে হবেনা।

বিজলী। উনিও যাবেন নাকি ?

অমিয়া। কি বুঝবে !

বিজলী। এইত মিঃ সেন, বউটিকে বাঁদী করে রেখেচেন, লেখাপড়া শেখান নি।

ভারত। ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাইনি। আর বেশী লেখাপড়া করতে ও নারাজ। বৌমা, অমিকে দু'শ টাকা দাও। আমার ড্রয়ারে আছে।

মলিনা। টাকা ত নেই।

অমিয়া। নেই মানে।

মলিনা। ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়েচি।

ভারত। ও টাকাটা ব্যাঙ্কে পাঠালে কেন ?

অমিয়া। ঠিক এই ভয়ে! আমি নোব বলে।

মলিনা। তুমিত আগে বলনি ভাই।

অমিয়া। তোমাকে বলতে হবে কিসের জন্ম ?

মলিনা। ভাবলুম শুধু শুধু পড়ে থাকবে···

অমিয়া। তাই ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিলে তোমাদেরই জন্তে জমা থাকবে বলে।

মলিনা। বরাবর তাই করে আসচি···

অমিয়া। বরাবর করে এসেচ বলেইত এত বুদ্ধি তোমার হয়েচে যে, টাকা যাঁর তাঁকেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করা দরকার মনে করনা। বাবা!

ভারত। কালই নিও মা। জমা দিয়ে ফেলেচে, বরাবরই তাই করে।

অমিয়া। আর বরাবরই তাই করে যাবেন। ভাই বিলি······

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া চোখে আঁচল দিল

বিজলী। না, না, মিঃ সেন, মেয়েকে এমন করে পরপ্রত্যাশী করে রাখা ঠিক নয়। আপনার টাকার ওপর সুবোধবাবুর চেয়ে অমিয়ার কিছু কম দাবী নেই।

বিনয়। শুধু আমি আর বৌদিই থাকব পরপ্রত্যাশী।

অমিয়া। তোমার ত ঘেন্না নেই।

বিনয়। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিন থাকতে নয়।

বিজলী। চল্, চল্ অমি। আর সময় নেই, এস বিনয়।

অমিয়া। খালি হাতে আমি যেতে পারব না।

মলিনা। সংসার খরচা থেকে কিছু দিতে পারি।

অমিয়া। দেখো, অত দয়া দেখিয়ে নিজে ফতুর হোয়োনা।

বিজলী। তুই চল্ আমার সঙ্গে।

হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইল। ঘাড় ঘুরাইয়া কহিল :

বিনয় এস।

বিনয়। সঙ্গে সঙ্গে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বৌদি। ফিরতে দেরী হবে কিন্তু।

বিনয়ও চলিয়া গেল। মলিনা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া চাবী বাঁধা আঁচলের কোনটা ঘুরাইতে লাগিল।

ভারতচন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন। কাগজ রাখিয়া দিয়া তার কাছে গেলেন।

ভারত। ওদের কোনদিনই বুদ্ধি হবেনা। ওই বিজলীর সাম্নে অমন করে ওই সব কথা বলতে পারলে!

মলিনা। টাকা পয়সার ব্যবস্থায় আমাকে আর রাখবেন না।

ভারত। রাখবেন না বল্লেইত চলেনা। তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী। তোমাকেই ত ওসব করতে হবে। যদি তোমার শাশুড়ী আজ বেঁচে থাকতেন…অবশ্য বেঁচে না থেকে তিনি বেঁচেছেন! হ্যাঁ, মা, সত্যিই বলচি মরেই তিনি বেঁচেছেন।

মলিনা। সে কি বাবা!

ভারত। সত্যি কথা। যে দুশ্চিন্তা নিত্য ভোগ করচি, তিনি কি তা সইতে পারতেন? খপরের কাগজ, রেডিও, কখন কী সংবাদ যে আনে! আকাশ থেকে দিবারাত্র বোমা বর্ষণ হচ্ছে, বাড়ী ঘর ভেঙে পড়চে, মানুষ অসহায়ের মত আহত হচ্ছে, হত হচ্ছে…

মলিনা। বাবা!

ভারত। না, মা, না, সুবোধের কোন ভয় নেই। তাকে তারা নিশ্চয়ই খুব নিরাপদ যায়গায় রেখেচে। যুদ্ধ জয়ের শ্রেষ্ঠ উপাদান explosives, সুবোধ তাই নিয়ে কাজ করচে, শত্রুর মৃত্যুবাণ সে তৈরি করচে…

মলিনা। থাক্ বাবা থাক্। ও-কথা এখন থাক্।

ভারত। এ যে আমাদের গৌরবের কথা, মা। পৃথিবীর বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করবার জন্ত তোমার স্বামী আমার সন্তান মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও……

মলিনা। বার বার অমন করে ও কথা আপনি বলবেন না বাবা!

বলিয়া মলিনা বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ভারত সে যেদিকে গেল, সেইদিক পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন:

ভারত। রোজ আসে হতাহতের খপর। কেমন করে ওকেই বা সান্ত্বনা দি, আর নিজেই থাকি নিশ্চিন্ত!

আবার কাগজ লইয়া বসিলেন। ভারতের বন্ধু পরেশ প্রবেশ করিলেন

পরেশ। দাদা, এখনো জেগে রয়েচ!

ভারত কাগজ হইতে দৃষ্টি তুলিলেন:

ভারত। হ্যাঁ, ভাই। এত রাতে তুমি!

পরেশ। যাচ্ছিলুম পথ দিয়ে। ঘরে আলো দেখে ভাবলুম খপরটা নিয়ে যাই। কাগজ দেখেচ। আছে কোন খপর?

ভারত। খপর সেই এক। অমানুষিক বর্ব্বরতা। মৃত্যুর তাণ্ডব।

পরেশ। সুবোধের খপর?

ভারত। ওইটিই পাওয়া দায়!

পরেশ। বুঝি, কি দুশ্চিন্তায় তুমি রয়েচ।

ভারত। ওদেশেরও প্রতি মা-বাবা এই দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে ভাই।

পরেশ। বৌমাও কি কম ব্যথা পাচ্ছেন?

ভারত। বৌমাকে নিয়েইত বিপদে পড়েচি, পরেশ। ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজে তেতে উঠি, স্নেহের প্রলেপ দিতে গিয়ে ব্যথা দি। ও কাঁদে, আমার বুক ফেটে যায়। আমি ভেবে পাইনা পরেশ, আমি হাসব কি কাঁদব, কি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাব!

পরেশ। সবই গ্রহের ফের দাদা। নইলে সুবোধেরই বা দুর্ব্বুদ্ধি হবে কেন?

ভারত। দুর্ব্বুদ্ধি! মানুষের মুক্তির প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়াকে তুমি দুর্ব্বুদ্ধি বল! বিশ্ব-সভ্যতাকে ধ্বংস করবার জন্য পৃথিবীতে যে নরক সৃষ্টি করে তুলেচে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সুবোধ দুর্ব্বুদ্ধির নয়, সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েচে।

পরেশ। কিন্তু শুনিচি বিদেশিনী একটা ছুঁড়ীর পাল্লায় পড়েই সে ওদেশে রয়ে গেছে।

ভারত। খবরদার পরেশ!

পরেশ। সত্যি কথা তুমি সইতে পার না, তা আমি জানি।

ভারত। কি সত্য কথা?

পরেশ। মেম ছুঁড়ীর সেই কথাটা সত্যি

ভারত। তুমি কি করে জানলে? শুনলে কার কাছে?

পরেশ। আমি মিথ্যে কথা বলিনা।

ভারত। প্রমাণ দিতে পার?

পরেশ। তা না পারলেও এ-কথা বলতে পারি যে সে কোন বড় উদ্দেশ্য নিয়ে বিলেতে বাসা বাঁধেনি। তার দুষ্কৃতির ফল আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে।

ভারত। দুষ্কৃতি!

পরেশ। আত্মীয় স্বজন, বাপ, বউ, সব ছেড়ে একটা বিধর্ম্মী মেয়েকে নিয়ে মজে থাকা……

ভারত। চুপ! চুপ! শুনতে পাবে, পাশের ঘরে রয়েচে আমার বউ মা। সে যে শুনবে, সে জ্ঞানও তোমার নেই। তুমি বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও!

পরেশ। তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ।

ভারত। হাঁ, হাঁ, দিচ্ছি। যাও বেরিয়ে। যাও। যাও।

মলিনা দ্রুত প্রবেশ করিল

মলিনা। বাবা!

ভারত। এখনো দাঁড়িয়ে। বেরোও, বেরোও বলচি!

মলিনা। কাকে কি বলচেন বাবা!

ভারত। কোন কথা নয় বৌমা, আগে ও বেরিয়ে যাক্।

মলিনা। কাকে কি বলচেন বাবা!

ভারত। কোন কথা নয় বৌমা, আগে ও বেরিয়ে যাক্।

মলিনা। কাকাবাবুকে আপনি বলচেন বেরিয়ে যেতে!

ভারত। কে কাকাবাবু? ওই পরেশ? ওই মিথ্যেবাদী, ওই হিংশুটে লোকটাকে আমি ভাই বলে স্বীকার করব! ভাই! রক্তের সম্বন্ধ যার সঙ্গে নাই, সে আবার কিসের ভাই? দুষ্কৃতি! হতভাগা বলে মা, দুষ্কৃতির ফল ভোগ করতেই হবে!

পরেশ। হবেনা! ফাঁকি দেবার উপায় আছে!

ভারত। ফের তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বচন ঝাড়চ! যাও বেরিয়ে!

পরেশ। যাচ্ছি। কিন্তু মনে রেখ তাড়িয়ে দিচ্ছ।

ভারত। হাঁ, হাঁ, তাড়িয়েই দিচ্ছি। যাও!

পরেশ। মনে রেখ তাড়িয়ে দিলে!

পরেশ চলিয়া গেল

মলিনা। কী করলেন বাবা!

ভারত। বেশ করিচি। হতভাগা বলে কিনা দুষ্কৃতির ফল ভোগ করতেই হবে।

মলিনা। কথাটা ত মিথ্যে নয়।

ভারত। সত্য মিথ্যার কথা নয়, সুকৃতি দুষ্কৃতিরও নয়। কথা হচ্ছে এই যে আমরা ব্যথা পাচ্ছি। সে ব্যথার কথা বলবার অধিকারও আমাদের থাকবেনা! কান্না পেলে চেঁচিয়ে কাঁদতেও পাব না?

মলিনা। কিন্তু ওঁর কাছে কেঁদে কি হবে, বাবা!

ভারত। মানুষ ব্যথা পেলে মানুষেরই গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদবে। ও মানুষের পরিচয় বহন করে, মানুষের সমাজে বাস করে, মানুষের ব্যথা ও বুঝবে না!

উত্তেজিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।
মলিনা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

সুকৃতি-দুষ্কৃতির বিচার করবে ওই পরেশ, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ে অক্ষম ওই অমানুষ!

অমিয়া প্রবেশ করিল

অমিয়া। এ সংসারে বোধ হয় সবাই অমানুষ, তোমরা তিনটি ছাড়া।

ভারত। পরেশের স্পর্দ্ধার কথা তুই শুনিচিস ?

অমিয়া। শুনলুম ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁর মুখ থেকে। তিনি যা বলেচেন, ঠিকই বলেচেন। কলকাতার কে না জানে সেই কেলেঙ্কারীর কথা।

ভারত। কেলেঙ্কারী! কার কেলেঙ্কারীর কথা তুই বলচিস ?

অমিয়া। তোমার সুবোধের!

ভারত। সুবোধের! স্বাধীনতার জন্যে যে সর্ব্বস্ব পণ করে সহস্র বিপদ মাথায় নিয়ে বিলেত রয়েচে···

অমিয়া। স্বাধীনতার জন্যে না মিস্ আইভি হিলের জন্যে।

মলিনা। বাবা!

ভারত যেন তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য বাহু বাড়াইয়া কাছে টানিয়া লইলেন

ভারত। দাঁড়াও মা, ওর কথাটা আগে শুনে নি! মিস্ আইভি হিল কে ? সুবোধের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি ?

অমিয়া। আমি মেয়ে, তুমি বাপ। তোমার কাছে সে-কথা বলি কি করে!

ভারত মলিনার দিকে চাহিলেন

ভারত। বৌমা!

মলিনা। আমি কিছু শুনিনি বাবা।

মলিনা অন্যদিকে সরিয়া গেল

অমিয়া। অথচ সারা কলকাতায় টি টি পড়ে গেছে। দুমাস আগেও যারা বিলেত থেকে এসেচে, তারাই ও কথা বলচে। মিঃ ব্যানার্জ্জি মিথ্যে কথা বলেন না, বিজলীর বৈঠকখানায় সকলকে শুনিয়েই তিনি বল্লেন সুবোধ পালিয়ে আসবার জন্যে প্যাসেজ বুক করেছিল, কিন্তু পারলেনা ওই আইভি হিলের জন্যে!

ভারত। কে মিঃ ব্যানার্জ্জী! নিয়ে আসতে পারিস তাকে আমার সাম্নে?

অমিয়া। বয়ে গেছে তার এখানে আসতে!

ভারত। নিয়ে আয়না। কুৎসা রটাবার মজাটা বুঝিয়ে দোব। পরেশকে তাড়িয়ে দিলুম, তাকে গলা টিপে মেরে ফেলব।

অমিয়া। ছিঃ ছিঃ তোমার লজ্জাও হয়না, বাবা!

বলিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল

ভারত। শোন্।

অমিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া কহিল

অমিয়া। কেন, বাড়ী থেকে বার করে দিতে চাও নাকি?

ভারত। এ-কথা আর যদি কখনো বলিস্…

অমিয়া দুই ধাপ নামিয়া কহিল

অমিয়া। তাড়িয়ে দেবে।

ভারত। হ্যাঁ, তাই দোব।

মলিনা। বাবা! কাকে কি বলচেন!

অমিয়া। তুমি থাম। তুমি আর ন্যাকামো কোরোনা। অবিরাম কাণে লাগিয়ে লাগিয়ে মেয়েকে বাপের স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেচ। সোয়ামী বিলেতে বিবি নিয়ে রঙ্গ করচেন শুনে যেন গরবে ফুলে উঠেচে কালামুখী! গলায় দড়ি দিতে পার না।

বলিয়াই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।
ভারত মলিনার কাছে গিয়া কহিলেন :

ভারত। জিভে ওদের কী বিষ জমে উঠেচে মা!

মলিনা। বাবা আপনার ছেলেই আপনার একমাত্র সন্তান নয়, এ কথা আপনি কেন ভুলে যান্।

ভারত। ভুলে যাই ওর ব্যবহারে। ও করবে সুবোধকে হিংসে, তোমাকে হিংসে! দাঁড়াও সব ফিরিয়ে নিচ্ছি, উইল বদলে দোব, এক পয়সাও কেউ পাবে না।

বলিতে বলিতে পরেশের ঘরে চলিয়া গেলেন।
মত্ত অবস্থায় বিনয় প্রবেশ করিল

বিনয়। Look here Ami! I have followed you like a faithful dog!···Ami dear! Darling mine!

মলিনা দ্রুত তাহার কাছে গিয়া কহিল

মলিনা। ঠাকুর-ঝি ওপরে গেছে। তুমি আর এখানে থেকোনা!

বিনয়। I will follow her like a faithfull dog!

সিঁড়ি দিয়া উঠিল। খানিকটা উঠিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়া কহিল :

বৌদি !

মলিনা। কাল বোলো ভাই !

বিনয়। একটা কথা বৌদি !

দুই ধাপ নামিল

অমি আমায় ফেলে রেখে চলে এসেছিল But I have followed her like a fithful dog ! Hav'nt I ?

মলিনা। তুমিও আমায় জালাবে !

বিনয়। Excnse me ! অন্যায় হোয়েচে ! I forget you are a love forlorn wife ! অপর নারীতে আসক্ত স্বামীর বিরহে তোমার দুনয়নে···

মলিনা। তুমিও, বিনয়, তুমিও !

বিনয়। Excuse me বৌদি ! ওই বড় বড় চোখ দুটিতে জল জমিয়ে তুলোনা। আমিও কেঁদে ফেলব !

মলিনা। কেন এমন কর বলত ! দুঃখ তোমার কি ?

বিনয়। কিচ্ছুনা। পরম আনন্দে রয়েচি। খাদ্য, পরিধেয়, পানীয়, হ্যাঁ সত্য কথা, পানীয় অবধি পাচ্ছি শ্বশুরের দয়ায় !

মলিনা। শোন !

বিনয়। নামতে ভয় হচ্ছে। যদি সড়াকসে slip করি ! অবস্থাটা বুঝতে পারচ ত।

মলিনা। আচ্ছা, তুমি ওপরে যাও !

বিনয়। ত্রিশঙ্কু হয়েচি বৌদি। না পারচি নামতে, না পারচি উঠ্‌তে।

উঠিবার ও নামিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে কহিল :

A funny situation is this. Try, try, try again !

মলিনা সিঁড়িতে উঠিয়া বিনয়কে ধরিয়া কহিল :

মলিনা। চলত তোমাকে তোমার ঘরে দিয়ে আসি। বাবা দেখে ফেলবেন।

তাহাকে ধরিয়া তুলিতে লাগিল

বিনয়। বৌদি তুমি দেবী। নাঃ, ভুল বল্লুম, দেবী নয় পরী, You are an angel ! শুধু ডানা দুটোর অভাব !

উপরে আসিয়া অমিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল :

অমিয়া। ডানায় চড়ে উড়ে যেতে পারচনা বলে আফ্‌শোষ হচ্ছে বুঝি !

বিনয়। ঠাকুর-ঝি, ওকে নিয়ে যাও ভাই !

অমিয়া। কেন, বেশত পর-পুরুষের পরশ পাচ্ছ !

মলিনা বিনয়কে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল

বিনয়। Come on Ami dear !

অমিয়া। লজ্জা করেনা তোমার !

বিনয়। করে বই কি, in sober moments. Hold my hand darling !

হাত বাড়াইয়া দিল। অমিয়া দ্রুত আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিল। বিনয় হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে কহিল

পতিত আর পতনোন্মুখ স্বামীকে টেনে তোলাই ত সহধর্ম্মিনীর কাজ !

মলিনা নামিয়া আসিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল

মলিনা। উঃ বাবা গো !

টেবিলের উপর মাথা রাখিল

বিনয়। Pull me np. সাধ্বী-স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন কর।

অমিয়া তাহাকে তুলিতে তুলিতে কহিল :

অমিয়া। সর্ব্বরকমে আমার জীবন তুমি ব্যর্থ করে দিলে !

বিনয়। ভেবে ছ্যাখ, তোমার সম্বন্ধেও ওকথা আমি বলতে পারি কি না। ভেবে ছ্যাখ···ছ্যাখ ভেবে···

অমিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া উপরে উ গেল। ভারতচন্দ্র প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম। দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল পিওন

ভারত। বৌমা! বৌমা!

মলিনা মুখ তুলিল

টেলিগ্রাম!

মলিনা। টে-লি-গ্রা-ম!

স্থির হইয়া ভারতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

ভারত। হঠাৎ টেলিগ্রাম কেন!

পিওন। সই দিজিয়ে বাবু।

ভারত। হাঁ, সই দিয়ে নিতে হবে। কলম, বৌমা, কলম···পেন্সিল!

মলিনা। পেন্সিল ওর হাতেই রয়েচে।

ভারত। হাঁ, তাইত থাকে। দাও, বাবা, দাও।

পেন্সিলটা লইলেন

ভারত। কোথায় সই করব, বাবা?

পিওন। দেখিয়ে না বাবু, দো নম্বর মে।

ভারত। দুই নম্বরে। হাঁ। এইত আমার নাম···

সই করিবার চেষ্টা করিলেন। হাত কাঁপিতে লাগিল

হাতে জোর নেই···কাঁপচে। ইস বড্ড যে কাঁপচে বৌমা।

মলিনা। দিন, আমিই সই করে দি।

ভারত। হাঁ, তাই দাও, তুমিই দাও।

মলিনা সই করিতে লাগিল

অন্ধের দৃষ্টি তুমি, বৃদ্ধের তুমি যষ্টি।

মলিনা সই করিয়া ফর্ম্ম ফিরাইয়া দিল, ভারত পিওনকে দিলেন। পিওন চলিয়া গেল। ভারত খামখানা হাতে লইয়া কহিলেন :

টেলিগ্রাম কে করলে মা ?

মলিনা। খুলেই দেখুন না।

ভারত। হাঁ, খুলেইত দেখতে হবে। চিঠি নয় যে ফেলে রাখব। টেলিগ্রাম হাতে পেলেই খুলে দেখতে হয়। কিন্তু কে টেলিগ্রাম করলে ? হাল্কা, দেখচ মা বেশ হাল্কা !

হাত দিয়া খামখানির ওজন পরখ করিতে করিতে কহিলেন :

হাল্কা যখন, তখন খপর ভালোই হবে। কি বল মা ?

মলিনা। আমাকে দিন বাবা।

ভারতচন্দ্র টেলিগ্রাম দিলেন না

ভারত। তোমাকেইত পড়তে হবে। বোস মা, আমিও বসি।

চেয়ারে বসিতে বসিতে কহিলেন :

পিওনটা এম্নি হঠাৎ এল যে, বুকটা আমার ধড়াস করে উঠল। এখনও কাঁপচে মা, হাত দিয়ে ছাখ।

মলিনার হাতটা টানিয়া বুকে রাখিল

বুকটা কাঁপচে না ? একটু পরেই খোলা যাবে। একগ্লাস জল হলে ভালো হয়।

মলিনা উঠিয়া কহিল :

মলিনা। আমি আনচি বাবা।

ভারত। হাঁ, বড় গ্লাস ভরে এনো।

মলিনা চলিয়া গেল। ভারতচন্দ্র ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিলেন। তারপর টেলিগ্রামখানা চোখের সাম্নে ধরিয়া কহিলেন

এইবার। ও বেটী সাম্নে নেই। যদি খারাপ খপর হয়, ও ফেরবার আগেই বাড়ী ছেড়ে চলে যাব, আর ফিরব না।

ধীরে ধীরে খামখানা ছিঁড়িতে লাগিলেন। হাত কাঁপিতে লাগিল। কাগজখানা চোখের কাছে লইয়া পড়িতে পড়িতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন :

বৌমা! বৌমা! একি সত্যি বৌমা!

জলের গ্লাস লইয়া মলিনা দ্রুত প্রবেশ করিল

সুবোধ আসচে মা, সুবোধ আসচে!

মলিনা আড়ষ্ট হইয়া ভারতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

শুন্তে পাচ্ছনা! সুবোধ আসচে!

মলিনার হাতের গ্লাসটা কাঁপিতে লাগিল :

অমন করে চেয়ে রয়েচ কেন? মিথ্যে বলিনি, সুবোধ আসচে, সত্যিই আসচে, গেলাসটা রাখনা, কাঁপচে, পড়ে যাবে যে! দাও, দাও আমাকে।

গেলাসটা লইতে গেলেন। কিন্তু পড়িয়া গেল

যাকৃগে! তুমি বোস, বোস এইখানে।

ধরিয়া বসাইলেন। নিজে হাঁটুগাড়িয়া তাহার সামে বসিলেন।

ভোরেই আসচে মা। কথা কও বৌমা, কথা কও! দুর্দ্দিনের আজ অবসান···দুঃখের দিন আমাদের শেষ! বৌমা! বৌমা!

মলিনা। বাবা!

ভারত। সুবোধ আসচে মা, এই ত্থাখ

টেলিগ্রামখানা তাহার চোখের সামে ধরিলেন

ভোরেই আসচে, পড়ে ত্থাখ মা, পড়ে ত্থাখ

টেলিগ্রামখানা তাহার হাতে দিলেন। তারপর উঠিয়া ডাকিতে লাগিলেন

অমি! অমিয়া! বিনয়! অমিয়া!

ডাকিতে ডাকিতে সিড়ির কাছে গেলেন

বিনয়!

বিনয় মুখ বাড়াইয়া কহিল

বিনয়। যেতে দিচ্ছেনা স্থার!

ভারত। সুবোধ আসচে। অমিকে বল তার দাদা আসচে, ভোরে।

অমিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল

অমিয়া। একা, না আইভি হিল্‌কেও সঙ্গে নিয়ে।

ভারত। আঃ মেয়েটা কী হয়ে গেছে! জিভের ডগায় কেউটের বিষ!

ফিরিয়া মলিনার কাছে গেলেন

দেখলে ত মা, আমার কথা মিথ্যে নয়!

মলিনা মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল

পরেশকে খপরটা দিয়ে আসি। সুবোধের খপর নিতেই সে এসেছিল।

দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইলেন

মলিনা। আজ থাক বাবা।

ভারত দাঁড়াইয়া ফিরিলেন

ভারত। কেন? থাকবে কেন?

মলিনা। এত রাতে আর ডাকাডাকি করে কি হবে?

ভারত ফিরিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন:

ভারত। সেই ভালো মা। কাল সক্কালে সুবোধকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে তার বাড়ী গিয়ে হাজির হব। তার রাগ জল হয়ে যাবে।

মলিনা। চলুন বাবা, এইবার খেয়ে নেবেন।

ভারত। এখনো খাইনি, না?

মলিনা। কখন খেলেন? আমি ডাকতে এলুম, আপনি লাগলেন বকতে। সেই থেকে আর বিরাম নেই। কাকাকে ত গালমন্দ দিয়ে তাড়িয়েই দিলেন!

ভারত। দিলুমই বা। পরেশ আমার ওপর রাগ করবে? কখনো না।

মলিনা। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন!

ভারত। দেখো কালই আবার দাদা ব'লে কাছে এসে দাঁড়াবে ওর চেয়ে আপন কোন আত্মীয় আমার নেই।

চেয়ারে বসিলেন

মলিনা। ওকি! আবার বসচেন যে! চলুন, খাবেন চলুন।

ভারত। খেতে ইচ্ছে নেই মা। আজ আমার কেবলই কথা কইতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মলিনা। কেবলই ত কথা কইচেন।

ভারত। তাইত কথা কইলেত চলবে না। কাজও ত অনেক রয়েচে।

উঠিলেন

মলিনা। এখন আবার কাজ কি বাবা।

ভারত। সুবোধের ঘরটা গুছিয়ে রাখতে হবেনা?

মলিনা। গোছানোই আছে। ছেলেটি এলেই দেখতে পাবেন, দু'মিনিটে কেমন করে দু'ঘণ্টার কাজ সে পণ্ড করে দিতে পারে।

ভারত। তার জন্যে দুঃখু করলে চলবে কেন মা। পুরুষ কিছু গুছিয়ে রাখতে পারে না বলেইত তাকে গৃহিণী নিয়ে ঘরণী নিয়ে ঘর করতে হয়।

মলিনা। আমরা কাজ করি বলেই বুঝি পুরুষ মনের আনন্দে রাজ্যের জঞ্জাল ঘরে এনে জড়ো করবে?

ভারত। তোমার শাশুড়ী বেঁচে থাকলে আজই রকমারি খাবার

তৈরি করে রাখতেন। হ্যাঁ, এক টুক্‌রো কাগজ দাও ত, কালকার বাজারের ফর্দ্দটা তৈরি করে ফেলি। কাল ঝামেলায় কত ভুলই না হবে!

মলিনা। ভুল হলেই কি হাতে কেউ মাথা কাটবে?

ভারত অপেক্ষাকৃত চাপা গলায় কহিলেন:

ভারত। এতদিন পরে ঘরে ফিরে যেন না সে মায়ের অভাব বুঝতে পারে। নাইবা আছে তার মা বেঁচে। আমি রয়েচি, তুমি রয়েচ। তার মা নেই—বাড়ীতে পা দিয়ে সেই কথাটিই যেন তার মনে না পড়ে।

মলিনা। আজ খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন বাবা।

ভারত। না, খাওয়াও নয়, শোয়াও নয়।

মলিনা। খাবও না, শোবও না, কী তবে করব আমরা।

ভারত। বসে থাকব। কতটুকু রাতই বা আর আছে!

মলিনা। আপনার বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে বাবা।

ভারত। হ্যাঁ, ইচ্ছে হচ্ছে সবাইকে খপরটা দিয়ে আসি—তোমার ভাইকে, বাগবাজারে সুবোধের মাসি থাকেন তাঁকে, পরেশকে, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে!

বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

মলিনা। না বাবা, এখন কোথাও যেতে হবে না। আপনি এই ইজি চেয়ারটায় বসুন। আমি একটুখানি দুধ গরম করে আনি আর দুটো মিষ্টি!

ভারত। এক বেলা না খেলে মরে যাব না মা।

বলিতে বলিতে ইজিচেয়ারে বসিলেন

সত্যিই পিঠটা কন্ কন্ করচে।

মলিনা। আমি আসচি বাবা।

মলিনা চলিয়া গেল। ভারতচন্দ্র উঠিয়া টেলি-গ্রামখানা তুলিয়া লইয়া আবার দেখিতে লাগিলেন

ভারত। না, ভুল কিছু নেই। কালই আসচে। কোন ট্রেনে আসবে? পরেশকে নিয়ে ষ্টেশনেও ত যেতে পারতুম। পরেশকে বল্লেই যায়। দেখি একবার ডেকে।

উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মলিনা প্রবেশ করিল, হাতে তাহার দুধ, মিষ্টি জল

মলিনা। নাঃ, আর পারি না। এত রাতে কোথায় আবার বেরিয়ে গেলেন। আসুক ছেলে ফিরে, বাপকে দেখুক।

একখানা তোয়ালে দিয়া মাথা পুছিতে পুছিতে বিনয় সিঁড়ির অর্দ্ধেকটা নামিয়া আসিল চাপাগলায় কহিল:

বিনয়। বৌদি! নীচে আসব?

মলিনা। কেন?

বিনয়। তোমরা কি বলছিলে?

মলিনা। তা বোঝবার মত অবস্থা তোমার নেই।

বিনয় তোয়ালেখানা ফেলিয়া দিয়া কহিল :

বিনয়। No, No, I am quite fit now.

তর্ তর্ করিয়া নীচে নামিয়া আসিল

চেয়ে ছাখ fresh and fit. এইবার বল কি বলছিলে।

মলিনা। আমি ত কিছু বলিনি!

বিনয়। এই ছাখ, এখনও তোমার রাগ যায়নি।

মলিনা। তুমি এ-সব কি শুরু করেচে।

বিনয়। জানি অন্যায় করচি। কিন্তু কেন করি, তা জান?

মলিনা। কেন?

বিনয়। অমির জন্যে। অমি যে শুধু তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তা নয়, আমাকেও একটুকাল শান্তিতে থাকতে দেয়না।

মলিনা। তবুও ত এক মিনিট তাকে ছেড়ে থাকতে পারনা।

বিনয়। ছেড়ে দিলে ফিরে পাবনা যে! ও যাদের সঙ্গে মেশে তারা লোক খুব ভালো নয়।

মলিনা। লোক ত আমরাও ভালো নই।

অমিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল

বিনয়। সে-কথা আর যে বলুক, আমি বলবনা। আমি জানি তুমি দেবী।

অমিয়া। তাহলে দেবীর পায়ের তলাতেই পড়ে থাক! ছিঃ ছিঃ বৌ, এম্নি বেহায়াপনা তুমি করবে। এই রাতে, কেউ কোথাও নেই···

ছিঃ ছিঃ। সোয়ামী বিলেতে বিবি নিয়ে রঙ্গ করচেন আর তুমি ঘরে বসে ঢং করচ। যেমন দ্যাবা, তেমন দেবী!

বিনয়। তুমি কি কারু সঙ্গে মিষ্টি কথা কইবেনা!

অমিয়া। চোখের সাম্নে যা তা করবে তোমরা আর আমি তোমাদের সন্দেশ খাওয়াব, না? এত রাতে উঠে এলে কেন?

বিনয়। ওঁরা অত ডাকাডাকি করলেন।

অমিয়া। ওঁরা বলচ কেন, বল দেবী আহ্বান করলেন; মন উচাটন হোলো।

বিনয়। বাবা ডাকলেন যে!

অমিয়া। তাই বাবা নেই জেনে নেমে এলে! এ কেলেঙ্কারী আমি সইতে পারবনা। আমি কাল থেকে বিজলীর ওখানে গিয়ে থাকব।

ভারত প্রবেশ করিলেন

ভারত। না, না, কাল কোথাও যাওয়া হবেনা। কাল সুবোধ আসবে!

অমিয়া। সে-কথা কতবার শুনব।

বিনয়। দাদা আসচেন?

ভারত। হ্যাঁ, ভোরে।

বিনয়। হুর্‌রে! হুর্‌রে! বৌদি, Congratulations!

অমিয়া। দেখো!

বিনয়। একজনার দুঃখ ঘুচল!

অমিয়া। দুজনার দুঃখ যে তাতে প্রগাঢ় হয়ে উঠল!

ভারত। না, না, সুবোধ এলে দুঃখ এ বাড়ীর কাছেও ঘেঁসতে পাবেনা। যাও মা অমি, রাত আর বেশী নেই। ভোরেই উঠতে হবে।

বিনয় উপরে উঠিয়া গেল

অমিয়া। আমার কথা আছে বাবা।

ভারত। কাল শুনব মা, কাল। মনটা আজ বড় চঞ্চল হয়ে উঠেচে।

অমিয়া। বেশ! কালই বলব। তোমার সুবোধকে সাম্নে রেখে। কিন্তু ভোরে চেঁচামেচি করে যেন তোমরা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়োনা।

ভারত। তোর দাদা আসবে যে রে!

অমিয়া। আসুক!

বলিয়া গট গট করিয়া উপরে চলিয়া গেল

ভারত। ওকে আমি বুঝতে পারিনা।

ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মলিনা কোন কথা কহিল না। ভারত তাহার মুখ দেখিয়া যেন ভীত হইলেন। তাহার সাম্নে দাড়াইয়া কহিলেন:

সকালে স্টেশনে যেতে হবে, তাই পরেশকে একবার ডাকতে গিয়েছিলুম। ডাকলুম না, তারা ঘুমুচ্ছে। এই যে। খাবার এনেচ।

টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন

না খেলে তুমিও খাবে না। দুধটা খেয়ে ফেলি।

গেলাস তুলিয়া লইলে

মলিনা। মিষ্টিও ফেলে রাখতে পারবেন না কিন্তু।

ভারতচন্দ্র একটা মিষ্টিও তুলিয়া নিলেন

ভারত। এত রাতে খাওয়া ঠিক হোলোনা। তুমিত শুনবেনা।

ইজিচেয়ারে বসিলেন

যাও মা, তুমি কিছু মুখে দিয়ে এস।

মলিনা একটা চাদর ভারতের গায়ে চাপা দিয়া কহিল:

মলিনা। এটা গায়ে জড়িয়ে নিন! বড় আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ল্যাম্পটা জ্বেলে রাখি।

আলো নিবাইতে গেল

ভারত। তুমি আমায় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাও! আমি কিন্তু ঘুমুবো না।

মলিনা। সে আমি জানি। সারারাত বকবেন ত।

আলো ঠিক করিয়া ভারতের কাছে আসিয়া বসিল।

ভারত। যাও মা, খেয়ে এস। তোমার শাশুড়ী থাকলে বলতেন মাছ মুখে না দিয়ে সধবাকে থাকতে নেই।

মলিনা শ্বশুরের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল

মলিনা। আমার মা নেই, কিন্তু মায়ের চেয়েও বড় হয়ে রয়েচেন আপনি!

ভারত। যাও মা, দুটো কিছু মুখে দিয়ে এস। না, না, সে আমি শুনবনা। তোমার কথায় আমি খেলুম।

মলিনা উঠিয়া চলিয়া গেল

কী যত্নেই আমাকে রেখেচে!

বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ হইল

কে!

উঠিয়া আলো জ্বালিলেন। আবার কড়া নাড়িল

এত রাতে কে এল!

দুয়ার খুলিয়া দিলেন

পরেশ! এস ভাই এস!

পরেশ প্রবেশ করিল

পরেশ। এত রাতে আমাদের বাড়ীর সাম্নে দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে?

ভারত। তোমারই কাছে।

পরেশ। ও। ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলে না বুঝি! আমি জান্তুম তুমি থাকতে পারবেনা।

ভারত। আমার ওপর রাগ করিসনে ভাই, জানিস ত আমার মাথার ঠিক নাই।

তাহার হাত চাপিয়া ধরিল

পরেশ। কী যে বল দাদা। তোমাব ওপর রাগ করব আমি।

ভারত। সুবোধ আসচেরে, পরেশ!

পরেশ। সুবোধ!

ভারত। হ্যাঁ।

পরেশ। আমাদের সুবোধ!

ভারত। হ্যাঁ।

পরেশ। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসচে!

ভারত। ভোরেই আসচে। এই দ্যাখ্ টেলিগ্রাম!

পরেশ টেলিগ্রাম দেখিয়া

পরেশ। দাদা, কালীঘাটে কালই ঘটা করে পূজো দিতে হবে, তারকেশ্বরেও একদিন যেতে হবে।

ভারত। সবই তোকে করতে হবে, ভাই।

পরেশ। নইলে আর কে করবে! আমি ছাড়া তোমার আর কে আছে? সুবোধ ত নাবালক, বৌমা অবলা, অমি আর বিনয় ত খায় দায় কাঁসি বাজায়। তুমিও জান আমি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই। তাইত ছুটে গিয়েছিলে সবার আগে আমাকেই খপর দিতে!

ভারত। তোকেই ত সবার আগে খপর দোব ভাই।

পরেশ। আমি কি জাস্তুম তুমি গেছ! নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলুম। গিন্নী তোমায় দেখতে পেয়ে বল্লেন ওগো, ওঠ, ভাশুর যেন কেন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রেগে বল্লুম, মরুক ঘুরে ঘুরে। আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েচে, আর কখনো যাব তার বাড়ী? বল্লুম

তাই, কিন্তু মনটা ঠিক করতে পারলুম না; রাগকেও ধরে রাখতে পারলুম না; গলে জল হয়ে গেল দাদা। তাইত এলুম!

ভারত। জীবনে কতবার তুই আমার ওপর রাগ করিচিস্ বল ত?

পরেশ। কতবার তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েচ, ভাবত।

ভারত। কিন্তু রাগ তোর রাতারাতিই গলে যায়।

পরেশ। তোমার ডাকাডাকিইত বার বার আমাকে ঘর থেকে টেনে বার করে!

ভারত। আমার ওপর তোর কিন্তু সত্যিকারের টান রয়েচে ভাই।

পরেশ। থাকবেনা! ছেলেবেলা থেকে বিপদে আপদে তুমিই যে আমাকে দেখেচ দাদা।

ভারত। ছেলেবেলা থেকে সুবোধও ছিল তোরই ন্যাওটা।

পরেশ। তখনো ভালো করে কথা কইতে শেখেনি। কচি কচি হাত দু'খানি মেলে সাম্নে গিয়ে দাঁড়াত, লজেঞ্জ দিতুম, নেবু দিতুম, সন্দেশ দিতুম। সেই সুবোধ বড় হলো, বিলেত গেল, জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেগে গেল……

ভারত। আর্ত্তমানবের সাহায্যে যুদ্ধের কাজে আত্মনিয়োগ বড় কম কথা নয় রে, পরেশ!

পরেশ। কম কথা! কবে বাঙালী যুদ্ধ করেচে!

ভারত। আর এ সে তলোয়ারের যুদ্ধ নয়। এখন গায়ের জোরের চেয়ে মাথার কাজ বেশি।

পরেশ। আর আমাদের সুবোধের মাথা খুব পরিষ্কার বলেই ত তারা তাকে যুদ্ধে নিলে!

ভারত। কাল আসচে। স্টেশনে যেতে হবে যে!

পরেশ। কিছু ভেবোনা। ভোর হতে না হতেই আমি হাওড়ায় হাজির থাকব। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

পরেশ। আর জানলে দাদা, তখন যে দুষ্কৃতির কথা বলেছিলুম, তার কোন মানে নেই।

ভারত। আর আমিও যে চটে উঠেছিলুম, তারও কোন মানে নেই, ভাই।

পরেশ। এখন যাই দাদা, তোমার ভাই-বৌ ভেবে মরচে। ঠিক সময় হাওড়ায় হাজির থাকব। তুমি কিছু ভেবোনা।

দুয়ার অবধি আগাইয়া গিয়া ফিরিয়া আসিল

আর সঙ্গে যদি সেই মেম-মাগী থাকে?

ভারত। আঃ! পরেশ!

পরেশ। চটোনা দাদা, বুদ্ধি আমার আছে। তাকে হোটেলে পাঠিয়ে দোব, হিন্দুর অন্তঃপুরে আনবনা!

পরেশ চলিয়া গেল।

ভারত। হতভাগা যা বলে, তার মানেও বোঝেনা।

দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। মলিনা প্রবেশ করিল:

মলিনা। আমি ভেবেছিলুম, আপনি এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েচেন।

ভারত। হাওড়া স্টেশনে যাবার লোক ঠিক হয়ে গেছে মা।

মলিনা। আবার কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

ভারত। যাইনি ত! পরেশ এসেছিল। সব শুনলে। নিজেই বল্লে হাওড়া স্টেশনে যাবে। আমি নিশ্চিন্ত!

মলিনা। তাহলে ঘরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন না।

ভারত। না, না, আর কতটুকু রাতই বা আছে। এস্রাজটা কোথায় মা?

মলিনা। এস্রাজ? বাজাবেন আজ?

ভারত। এখন আর পারি না, হাত কাঁপে। তুমিই বাজাবে।

মলিনা। সে শুনলে আপনি হাসবেন।

ভারত। জানলে মা, তোমার শাশুড়ী আবার এত বড় ওস্তাদ ছিলেন যে আমার বাজনা শুনেও হাসতেন।

মলিনা। মাকেও আপনি শিখিয়েছিলেন?

দেয়ালের ফোটোর দিকে চাহিল। ভারতও সেই দিকে চাহিয়া কহিল

ভারত। ওঁকে! স্বয়ং বীণাপাণি এলেও হার মেনে যেতেন। যাও মা নিয়ে এস।

মলিনা বাহির হইয়া গেল

আমারও ঘুম হবে না, ওরও না। বেশ বাজাতে শিখেচে, মিঠে হাত।

ভারত আবার শুধু ষ্ট্যাণ্ডিং আলোটা জ্বালিয়া রাখিয়া অন্য আলো নিভাইয়া দিলেন। মলিনা এস্রাজ লইয়া প্রবেশ করিল

বোস মা, এই সোফায়। মালকোষ! কি বল মা!

ভারত ইজি চেয়ারে আরাম করিয়া বসিলেন। মলিনা বাজাইতে বাজাইতে দেখিল ভারত ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সে এস্রাজটা রাখিয়া সোফাতেই মাথা রাখিল

বৌমা! বৌমা!

মলিনা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল

মলিনা। বাবা!

ভারত। তুমি কাঁদচ?

মলিনা। না, বাবা।

ভারত। মনে হচ্ছিল কে যেন কাঁদচে!

মলিনা। কান্না নয় বাবা, বাতাস।

হু হু করিয়া বাতাসের শব্দ হইল

ভারত। মনে হচ্ছে কার যেন হাহাকার ভেসে আসচে!

মলিনা। সব আলোগুলো জ্বেলে দোব?

ভারত। না আলো জ্বালা থাকলে বুঝতে পারব না অন্ধকার কেমন তিলে তিলে সরে যায়।

মলিনা। ভোর হয়ত হয়েই এল, বাবা।

ভারত। দোর জানালা সব খুলে দি, ও আলোটাও নিবিয়ে দি।

মলিনা। কেন?

ভারত। আমাদের আঁধার ঘরে আজ বাহির থেকেই আলো আসুক।

আলো নিভাইয়া ভারত দরজা খুলিয়া দিল

মলিনা। ও কি শব্দ বাবা।

ভারত। দোর খুল্লুম মা।

মলিনা। মনে হোলো কে যেন পড়ে গেল!

ভারত। দোরটা খোলাই রাখি। যদি সে এসে বেশী জোরে ধাক্কা না দেয়।

মলিনা। আলো জ্বেলেই রাখি বাবা।

ভারত। কেন?

মলিনা। যদি আঁধার দেখে মনে করে আমরা কোথাও চলে গেছি।

ভারত। না, না, ভোর হয়ে গেছে। চেয়ে ছ্যাখ।

মলিনা উঠিয়া বসিল

বৌমা!

মলিনা। কি বাবা?

ভারত। দোরটা বন্ধ করেই দি।

নলিনী। কেন বাবা?

ভারত। ভোরের ও আলো আমার ভালো লাগচে না। যেন মড়ার মুখের মত পাণ্ডুর!

মলিনা উঠিয়া দাঁড়াইল

মলিনা। বাবা!

ভারত তাহাকে ধরিয়া কহিল

ভারত। কি মা?

মলিনা। ভোরের আলো দেখে ও কথা কেন বল্লেন, বাবা?

ভারত। না, মা, কিছু নয়!

মলিনা ধীরে ধীরে দুয়ারের কাছে গিয়া দাঁড়াইল

বৌমা!

মলিনা ফিরিয়া আসিয়া কহিল

মলিনা। এত ভোরে আকাশভরা এমন মেঘ!

ভারত। হাওয়া যা ছিল, তাও বন্ধ হয়ে গেল। আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মা।

মলিনা। আপনি বসুন, বাবা।

ভারত। আমার পা কাঁপচে!

তাহাকে বসাইয়া দিতে দিতে মলিনা কহিল:

মলিনা। দোরটা খোলাই থাক্।

ভারত। থাক। আমি কিন্তু ওদিকে চাইতে পারচি নে!

মলিনা। মনে হচ্ছে কালো পাথরে যেন আকাশ ছেয়ে রয়েচে।

ভারত। মেঘের যখন গতি থাকে না, মেঘ তখন আকাশে থেকেও বুকে চাপ দেয়।

সিঁড়িতে আসিয়া বিনয় দাঁড়াইল

বিনয়। বৌদি!

ভারত চমকাইয়া উঠিলেন

ভারত। কে!

বিনয়। আমি বিনয়।

ভারত। ও!

বিনয় ধীরে ধীরে নামিল

বিনয়। হাওড়ায় যাব ?

ভারত। পরেশ গেছে। এখনো এলনা কেন বৌমা ?

মলিনা। ট্রেন না এলে কি করে আসবে ?

বিনয়। আমি এগিয়ে যাই।

মলিনা। তুমি যাবে এক দিক দিয়ে ওঁরা হয় ত আর এক দিক দিয়ে এসে পড়বেন।

সিঁড়িতে আসিয়া অমিয়া দাঁড়াইল

ভারত। অমি কি এখনো ঘুমুচ্ছে ?

অমি। ঘুমুবার কি জো আছে এ বাড়ীতে ? মনে হচ্ছে হানা বাড়ী। সব যায়গায় যেন প্রেত-আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে !

ভারত। য়্যাঁ !

ভারত লাফাইয়া উঠিলেন

মলিনা। বাবা !

বিনয়। না, না, ওটা ভুল !

অমিয়া নামিয়া আসিয়া কহিল

অমিয়া। আ-হা ! কচি খোকা-খুকু সব। দেখি কি টেলিগ্রাম ?

ভারত। এই ছাখ মা। আজ ভোরেই আসবার কথা।

মলিনা। গলিতে একখানা গাড়ী এলো, বাবা।

ভারত। এগিয়ে দেখি !

মলিনা। না, বাবা, পাশ দিয়ে চলে গেল !

অমিয়া। কানের মাথা তুমিও খেয়েচ! শুনচ না মেঘ ডাকচে!

বিনয়। জলও আসবে।

ভারত। সুখের সুপ্রভাতে বর্ষা কেন, মা? আমাদের কান্নার শেষে আকাশের এই ক্রন্দন কেন? আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মা।

বসিয়া পড়িলেন, মলিনা ও অমিয়া তাহার বুকে পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল

অমিয়া। আমারো বুক কেঁপে উঠ্‌ল কেন?

ভারত। কাঁপবেনা! তোর মায়ের পেটের ভাই!

অমিয়া। এক মিনিট আগেও তার জন্যে আমার ভাবনা ছিল না।

ভারত। যেখানেই যেত ফিরে এসে আগে তোকেই ডাকত!

অমিয়া। বাবা!

ভারত। কি মা, কি?

অমিয়া। মনে হোলো কে যেন আমার পিঠে হাত দিয়ে নিঃশব্দে পাশ দিয়ে চলে গেল!

মলিনা। বাবা!

ভারতের কোলে মুখ লুকাইল

ভারত এক হাত দিয়া অমিয়াকে বেষ্টন করিলেন আর এক হাত মলিনার পিঠে রাখিয়া কহিলেন

ভারত। ভয় নেই, মা; কোন ভয় নেই। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি তোদের কিসের ভয়?

ভারতবর্ষ

বিনয়। কে!

দুয়ারের কাছে অস্পষ্ট মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল

ভারত। কে!

ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিলেন, মলিনা মুখ তুলিয়া
উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোমটা টানিয়া দিল

অমিয়া। কে!

ভারত ধীরে ধীরে উঠিতে উঠিতে কহিলেন

ভারত। পরেশ! তুমি যাওনি ষ্টেশনে?

পরেশ আগাইয়া আসিয়া কহিল

পরেশ। নিয়ে এসেচি।

ভারত। কোথায়? এখন লুকিয়ে রেখো না ভাই।

পরেশ কোন কথা কহিল না

বল ভাই সে কোথায়?

বিদ্যুৎ চমকাইল। দেখা গেল ক্রাচে ভর দেওয়া
হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সুবোধ

ও কে! ভুল করে কাকে নিয়ে এসেচ পরেশ!

সুবোধ। কাকা ভুল করেন নি বাবা। আমি তোমার সুবোধ, আমি।

সে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল

প্রাণের ভয় থাকলে কি তারা আমাকে ছেড়ে দিত!—Don't you worry dad! I am O. K. ভাল আছি···বেশ আছি···only

maimed and maaled by those beasts !…আঁচড়ে কামড়ে দিয়েচে। কথা কও বাবা !

ভারত। এই আমার সুবোধ, পরেশ ?

পরেশ। এই ত আমাদের সুবোধ দাদা !

ভারত। ওরে, পুতুলের দেশের ছেলেকে যুদ্ধে নিয়োগ করলুম, বীর না হয়ে পুতুলের মতই সে ফিরে এল !

সুবোধ। পুতুল মানুষ হয়েচে বাবা, স্বাধীনতার হাওয়া লেগে পুতুল মানুষ হয়েচে। ফিরে গিয়ে সেই মানুষ আবার মানুষের মুক্তি-যজ্ঞে যোগ দেবে।…কিন্তু সবাইকে দেখচি…মা ? মা কোথায় ? অমি, আমাদের মা ? মা !

সকলে মাথা নীচু করিল

ভারত। ওরে, কাকে খুঁজিস্ তুই ! তোরা…তোরা যে মাতৃহারা !

সুবোধ। মাতৃহারা ! অমি, মা নেই ? আমাদের মা নেই বোন ?

অমিয়া। আছেন দাদা, এইখানেই আছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছিনে কিন্তু সারারাত তাঁর পায়ের শব্দ শুনিচি, একবার তাঁর পরশও পেয়েচি। তিনি আছেন কোথাও।

বলিতে বলিতে ভাঙিয়া বসিয়া পড়িল। মেঘ ডাকিল, বিদ্যুৎ চমকাইল, বর্ষা নামিল, ঘরের সকলে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল

মা ! মা ! মা !

ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল

দ্বিতীয় অঙ্ক

একমাস পরের ঘটনা। সেই ঘর।

সুবোধ। না, না, এ-সব চলবে না। এ বাড়ীতে এ-ভাবে আমার থাকা চলবে না।

মলিনা। কেন, এ বাড়ীতে হোলো কি!

সুবোধ। দশবার না চাইলে, এখানে একটা জিনিষ পাওয়া যায় না।

মলিনা উঠিয়া কহিল

মলিনা। কি চাই তোমার, বল।

সুবোধ। তা বলবার অভ্যেস আমার নেই।

মলিনা হাসিয়া কহিল :

মলিনা। না বল্লে কি করে বুঝব তোমার কি চাই।

সুবোধ। তুমি বুঝবে আমার কি চাই! কোন দিনই না।

মুখ ভারি হইয়া গেল

মলিনা। বুঝতে তুমি যে দিলে না।

সুবোধ। আমি দিলুম না!

মলিনা। বিয়ের তিন মাস পরেই বিলেত চলে গেলে, সবে একমাস এসেচ। কেমন করে বুঝব বল!

সুবোধ। কিন্তু যাদের বিয়ে করি নি, তারা ত বেশ বোঝে।

মলিনা। সবার বুদ্ধি ত সমান হয় না!

সুবোধ। তাই সবাইকে নিয়ে ঘর করাও যায় না।

মলিনা। বুঝিয়ে-পড়িয়ে নিলেই পারা যায়।

সুবোধ। শিক্ষা দেওয়া মাষ্টারের কাজ, স্বামীর নয়।

মলিনা। স্বামীই ত স্ত্রীর হেডমাষ্টার, পরম গুরু।

হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল

সুবোধ। শোন।

মলিনা। বল, বেলা হয়ে যাচ্ছে। বাবার পূজোর যায়গা করতে হবে।

সুবোধ। বাবা আবার পূজোও করেন নাকি!

মলিনা। তাও জান না!

সুবোধ। জানবার মত বিষয় নয়।

পকেট হইতে সিগারেটে কেস বাহির করিয়া টেবিলে রাখিল

একটা সিগারেট বার করে দাও

মলিনা একটা সিগারেট তাহার হাতে দিল মুখে লইয়া কহিল :

ধরিয়ে দাও।

মলিনা দুয়ারের দিকে চাহিয়া কহিল :

মলিনা। কেউ যদি দেখে ফেলে!

সুবোধ। কুলটা বলে রটিয়ে দেবে।

মলিনা। সিগারেট ধরিয়ে দেওয়া পাতিব্রাত্যের পরিচয় নিশ্চয় নয়।

সুবোধ। কিন্তু স্বামীর একটা হাত যে অসাড়, সেটা বোঝা পত্নীর পক্ষে অন্যায় নয়।

মলিনা আর একটা কাঠি জ্বালিল

মলিনা। যাঃ। নিভে গেল!

আবার আর একটা জ্বালিয়া

হাত কাঁপচে আমি পারব না।

সে কাঠিটাও ফেলিয়া দিল

সুবোধ। জানি তোমাকে দিয়ে কিছুই আমার হবে না। এ বাড়ীতে থাকা অসম্ভব করে তুল্লে। আজই আমি হোটেলে গিয়ে উঠ্‌ব।

ভারত দ্রুত প্রবেশ করিল

ভারত। কেন বাবা, হোটেলে কেন? নিজের বাড়ী ছেড়ে হোটেলে!

সুবোধ। হোটেল ছাড়া আর কোথায় যাব। আমি কি জানতুম মা নেই! জানলে এখানে আসতে চাইতুম না।

ভারত। বৌমা!

মলিনা। বাবা।

ভারত। আমি বার বার করে বলিনি তোমাকে, ও যেন না ফিরে এসে ওর মায়ের অভাব মনে করে।

মলিনা মুখ নীচু করিয়া কহিল

মলিনা। খুব ছোটরা ছাড়া মা-হারা কেউ ত মাকে ভুলতে পারবে না, বাবা।

ভারত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আমি জানি। সে-কথা আমি বলিনি, তাও তুমি বোঝ।

মলিনা। ও-কথা আমাকে কেন বল্লেন, তা সত্যিই বুঝিনি।

ভারত। বল্লুম এই জন্যে যে, ওর যখন যা দরকার হবে আগে থেকে তাই গুছিয়ে রাখতে হবে। যদি না রাখ······

চোখ পাকাইয়া তাহার দিকে চাহিলেন। সেই দৃষ্টি মলিনাকেও উষ্ণ করিয়া তুলিল, ঘাড় বাঁকাইয়া শ্বশুরের দিকে চাহিয়া বলিল

মলিনা। যদি না রাখি?

ভারত। কী! তাও জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়! বেশ জিজ্ঞাসা যখন করচ, তখন শুনে রাখ, যদি না রাখ, তাহলে আমার ছেলের আমি আবার বিয়ে দেব!

কথাটা শুনিয়া মলিনা দু'পা পিছাইয়া গেল। হাত বাড়াইয়া আলমারীটা চাপিয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে সুবোধ পিতার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল:

সুবোধ। বাবা!

ভারত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই দোব!

মলিনা। তাই দেবেন।

বলিয়া মলিনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল

ভারত। তেজ দেখিয়ে চলে যাওয়া হোলো। আমার সুবোধের চেয়ে বড় আমার কেউ নয়!

অমিয়া প্রবেশ করিল। চোখে এখনও ঘুম জড়ানো রহিয়াছে

অমিয়া। সে কথা ত জানি। দিনে দুশো বার আবার শোনানো কেন?

ভারত। শোনাব না! বউয়ের ব্যবহারে ছেলে আমার হোটেলে গিয়ে উঠবে আর ছেলেকে ঘর-ছাড়া করে গৃহলক্ষ্মীর আসনে বৌকে বসিয়ে রাখব?

অমিয়া। ওই বৌয়ের ব্যবহারের কথা যখন আমি বলতুম, তুমি তখন শোনাতে আমার জিভের ডগায় কেউটের বিষ। আজ নিজে কাল-নাগিনীর ছোবল খেয়েচ, তাই এত জ্বালা!

ভারত। জ্বালাই ত! এর চেয়ে বড় জ্বালা আর কি হতে পারে!

বলিতে বলিতে দেয়ালে টাঙানো পরলোকগতা পত্নীর ফটোর দিকে চাহিয়া

হাসচ! ফাঁকি দিয়ে চলে গেছ ভেবে হাসচ! হাস!

অমিয়া। কাকে বলচ বাবা?

কন্যার দিকে ফিরিয়া ভারত কহিলেন

ভারত। বলচি লোকে যাকে ভাগ্যবতী, পুণ্যবতী বলে, সেই তোদের মাকে। নিজে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, যত জ্বালা রেখে গেল আমার বুকে!

বলিতে বলিতে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন

অমিয়া। কি হয়েচে বলত! বাবা বৌয়ের ওপর অত চটে গেলেন কেন?

সুবোধ। দশবার না চাইলে কোন জিনিষ পাওয়া যাবে না। বল্লুম, একটা সিগারেট ধরিয়ে দিতে। নানা ওজর আপত্তি তুলে যদি বা ধরাতে গেল, কিছুতেই পারল না। তাই আমি বলছিলুম যে হোটেলে গিয়েই উঠ্‌ব। বাবা শুনতে পেয়েচেন। সিগারেট না খেয়ে মানুষ থাকতে পারে! বিলেত হলে সিগারেটের কেস বার করতে দেখেই দশটা মেয়ে ছুটে আসত, কে আগে ধরিয়ে দিয়ে ধন্য হবে! wounded and disabled soldiersদের ওরা কি আদরে রাখতে জানে!

অমিয়া একটা সিগারেট বাহির করিয়া কহিল

অমিয়া। নাও। আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।

দিয়াশালাই জ্বালিয়া ধরাইয়া দিল

সুবোধ। তুইত বেশ ধরিয়ে দিতে পারলি।

অমিয়া হাসিয়া কহিল :

অমিয়া। অভ্যেস আছে।

সুবোধ। খাস নাকি!

অমিয়া। ধ্যেৎ!

কাঠিটা য়্যাস ট্রেতে রাখিল

সুবোধ। বল্লি যে অভ্যেস আছে।

অমিয়া। অভ্যেসটা খাবার নয়, ধরিয়ে দেবার।

সুবোধ। ওরা খায়।

অমিয়া। আইভি হিল?

সুবোধ। দিনে অন্ততঃ এক কুড়ি খেত!

অমিয়া। খায় না বলে খেত বলচ কেন?

সুবোধ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল :

সুবোধ। এখন খায় কিনা জানিনা। She left me before I was wounded!

অমিয়া। মানে! তোমাকে ছেড়ে গেল!

সুবোধ। কি করবে বল! তাদেরই পাড়ার একটি ছেলে যুদ্ধ থেকে আহত হয়ে ফিরে এল। সুন্দর ছেলেটি। আইভির ওপর পড়ল তার শুশ্রূষার ভার। কিছুদিন পরে আহতদের লণ্ডন থেকে সরিয়ে দেওয়া হোলো; আইভিও নার্স হয়ে গেল সঙ্গে।

অমিয়া। তার পর?

সুবোধ। তারপর এ অবস্থায় যা হয়।

অমিয়া। তুমি যখন আহত হলে ?

সুবোধ। চিঠি দিয়েছিলুম।

অমিয়া। এলো না ত ?

সুবোধ। না। তারা তখন ডার্বিতে গেছে, হানিমুনে।

অমিয়া। হানিমুনে ?

সুবোধ। হ্যাঁ, ছেলেটি সুস্থ হয়েই তাকে বিয়ে করেচে। দেশের জন্যে যারা প্রাণ দিতে যায়, ও-দেশের মেয়েরা তাদের দেবতা বলে মনে করে।

অমিয়া। ভিন দেশের লোক হয়ে তুমি যে ওদের দেশের জন্যে প্রাণ দিতে গিয়েছিলে, তার ত কোনই দাম দিলে না !

সুবোধ। দাম যাচাই করে মন দেয়া-নেয়ার কাজ চলে না, এটাও তোরা বুঝিস নি ?

অমিয়া। আইভি হিল হলে হয়ত বুঝতুম !

সুবোধ। আইভিকে বোঝা তোদের পক্ষে শক্ত।

অমিয়া। নিশ্চয় শক্ত ! তুমি আহত জেনেও যে দূরে রইল, ভুলে রইল, সে যে কেমন মেয়ে তা বোঝা শক্ত বৈকি !

সুবোধ। আইভি দূরে ছিল কিন্তু আমাকে ভুলে ছিল না। যে-দিন চলে এলুম, সেইদিন তাকে পেলুম একটা প্যাকেট।

অমিয়া। প্যাকেটে কি ছিল ?

সুবোধ। সব সময়েই তা পকেটে রাখি, দেখবি ?

অমিয়া। দেখে কি হবে ? হয় কটা কার্লিংএর এক টুকরো, নয় তোমারই দেওয়া আংটি কি লকেট !

সুবোধ। বলতে পারলিনে। এই ছাখ্।

একখানি ফোটো বাহির করিয়া দিল। অমিয়া তাহা দেখিয়া কহিল :

অমিয়া। এই তোমার আইভি? নার্স-এর ইউনিফর্ম।

সুবোধ। সুন্দরী নয়?

অমিয়া। অপূর্ব্ব! চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। আর সঙ্গে এই বুঝি সেই ছেলেটি।

সুবোধ। আরো সুন্দর নয়?

অমিয়া। একি! একখানা হাত নেই, পাও নেই! তোমাকে ছেড়ে একে বিয়ে করলে!

অমিয়া ফোটোখানা রাখিয়া দিল। সুবোধ তাহা তুলিয়া লইয়া কহিল :

সুবোধ। হাঁ, তোরা পারতিস না।

অমিয়া। আমি ত পারতুমই না সারা জীবন একটা নুলো আর খোঁড়াকে বয়ে বেড়াতে।

সুবোধ। কিন্তু আইভি পারল।

অমিয়া। অদ্ভুত মেয়ে!

সুবোধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল :

সুবোধ। সত্যিই অদ্ভুত মেয়ে! বিয়ের আগে হাসপাতালে তোলা এই ছবি। এই ছবিখানি পাঠিয়েই সে তার কাজের কৈফিয়ৎ দিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েচে। যৌবনে ভোগের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়ে

আইভি আমরণ মৃতবৎ পতির ভার বইবার দায়িত্ব নেওয়া ধর্ম্ম বলে মেনে নিয়েচে। তাই আইভিকে আমি অসাধারণ মনে করি।

অমিয়া। আইভিকে আজও তুমি ভালোবাস?

সুবোধ। আইভির তুলনায় আমি এত ছোট যে তার ভালোবাসা পাবার যোগ্য আমি নই। তবু মাঝে মাঝে মনে হয় আগে যদি আহত হতুম……

অমিয়া। যদি তাই হতে?

সুবোধ। আমি নিশ্চয় করে জানি সে আমাকে ফেলে যেত না!

তাহার গলা ধরিয়া গেল

সুবোধ। আর একটা ধরিয়ে দে ভাই!

সিগারেট বাহির করিতে করিতে আসিয়া কহিল:

অমিয়া। দাদা!

সুবোধ। বল্ দিদি!

অমিয়া। আইভির স্মৃতি নিয়ে আমাদের বৌকে তুমি ত ভালোবাসতে পারবে না।

সুবোধ। পারচি না ত?

সিগ্রেটটা তাহার হাতে দিয়া দিয়াশালাই লইতে লইতে অমিয়া কহিল:

অমিয়া। তাহলে কি হবে?

সিগ্রেটটা মুখে লইয়া সুবোধ কহিল :

সুবোধ। কি আর হবে !

দিয়াশালাই জ্বালাইয়া তুলিয়া ধরিয়া অমিয়া কহিল :

অমিয়া। এই দুর্ব্বহ জীবন কি করে তুমি বইবে ?

সুবোধ হাসিল

সুবোধ। জীবন !

একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া হাসিয়া কহিল :

জীবন ত ওই ধোঁয়ার মত পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবে ! তিনমাসের ছুটি ! দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপর আবার ফিরে যাব যুদ্ধে। সেই হবে আমার অগস্ত্য যাত্রা !

অমিয়া। এই হাত পা নিয়ে আবারো যাবে !

সুবোধ। ততদিনে সেরে যাবে ডাক্তার বলেচে। তাইত আমাকে ছুটি দিয়েচে, ছাড়িয়ে দেয়নি।

অমিয়া। ইচ্ছে করলে তুমি ছাড়ান পেতে।

সুবোধ। হয়ত পেতুম।

অমিয়া। আইভির লোভেই তুমি তা চাওনি।

সুবোধ। আইভির ওপর আমার আর লোভ নেই। লোভ নিয়ে তাকে পাওয়া যাবে না। মনে লোভ নেই দিদি, মনে আমার রাগ রয়েচে। রাগ রয়েচে তাদের ওপর, যারা মানুষের জন্মগত অধিকার হরণ ধর্ম্ম জেনে শক্তির দাপট দেখাচ্ছে, যারা দেশকে দেশ ধ্বংসে পরিণত করেচে, নিরীহ

নিরস্ত্র নর-নারীকেও যারা নিজের ঘরে স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছেনা, মাটির নীচে ইঁদুর-ব্যাঙের মত বাস করতে বাধ্য করাচ্চে !

ঘন ঘন সিগারেট টানিতে লাগিল। তারপর সিগারেটের শেষ অংশটুকু য়্যাস ট্রেতে ফেলিয়া দিয়া কহিল ঃ

তোরা দেখিসনি, তাই বুঝতে পারিস্‌নে বর্ব্বরতা মাথা উঁচু করে মানুষের কি মহা-অমঙ্গল সাধন করচে, শত শত বছরের সাধনাকে কেমন নির্ম্মম হয়ে ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

অমিয়া। আমরা ছোট্টমানুষ, অত সব বড় বড় ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার আমাদের দরকার কি !

সুবোধ। তোকে ত মাথা ঘামাতে বলিনি, দিদি !

অমিয়া। তোমারও কোন দরকার আছে বলে মনে করি না।

সুবোধ। স্বাধীন দেশের হাওয়ায় বাস করে আমি যে বুঝে নিয়েচি স্বাধীনতা একটা জাতির কত বড় সম্পদ। আমি যে বুঝেচি বোন পরের স্বাধীনতার যে মর্য্যাদা দেয়না, নিজের গলায় তার জড়িয়ে থাকে পরাধীনতার ফাঁস !

বিজলী প্রবেশ করিল, সারা গায়ে অলঙ্কার ঝলমল করিতেছে

বিজলী। সে স্বাধীনতা কি লেফন্যাণ্ট সেন, যার মর্য্যাদা দিতে হবে ?

সুবোধ। জাতির স্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বাধীনতা।

বিজলী। নারীর ?

সুবোধ। হ্যাঁ, তাও।

বিজলী। তবু আজও আমাদের পায়ের শেকল আপনারা কেটে দিলেন না।

সুবোধ। যারা কাটবে তাদেরও যে হাত-পা দুই-ই বাঁধা।

বিজলী। আমাদের হাতগুলো খোলা রেখেচেন বুঝি হাতা-বেড়ী ঠ্যালবার সুবিধে হবে বলে?

ঘাড় ঘুরাইয়া তাহার দিকে চাহিল। তারপর হাসিয়া কহিল:

সুবোধ। ঠোনা খাবার লোভেও ত হতে পারে!

বিজলী। সেরকম গবুচন্দ্র আর কটি পাওয়া যায়?

সুবোধ। হবু চন্দ্রের দেশে তারা দুর্ল্লভ নয়। বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

বিজলী। থাক্ আর শিষ্টাচারে দরকার নেই।

সুবোধ। অশিষ্ট আচরণের জন্য মার্জ্জনা চাইচি।

বিজলী। এমন অপরাধও থাকে যা মার্জ্জনা করা যায় না। কি বলিস অমি?

সুবোধ। দাদার অপরাধটা কি তাই যে জানিনে ভাই।

বিজলী। আজ সকালে আমার ওখানে ওঁর চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল।

সুবোধ। লোভ আমারও কিছু কম ছিল না।

বিজলী। কিন্তু বৌদির দেওয়া চা মিনি-চিনিতেও মিঠে লাগে বলে আমার চায়ে অরুচি!

অমিয়া। আমাদের বৌয়ের চা অতিরিক্ত মিঠে বলেই তা তেতো হয়ে উঠেচে।

সুবোধ। আর তারই তিক্ততা ভোরেই এমন বিস্বাদ এনে দিলে যে···

অমিয়া। নে ভাই বিলি, তুই গানের সুধা ঢেলে সেই তিক্ততা দূর করে দে!

বিজলী। গান? এই সকাল বেলা!

সুবোধ। শাস্ত্রে সে বিধানও আছে।

বিজলী। থাক্ থাক্ শস্ত্রপাণির মুখে শাস্ত্রের উপদেশ মানায় না। গাইছি গান, নইলে আপনি হয়ত আবার বলবেন এদেশের মেয়েরা সৈনিকদের খাতির করতে জানে না।

বিজলীর গান

সাগর পারের এক রূপসী
রাঙিয়েছিল প্রাণ
ঢেউএর তালে তালে আসে
আজও তারি গান
চোখেতে তার আগুন ছিল
একটি শিখায় জ্বালিয়ে দিল
সকল অভিমান
বাড়িয়ে শুধু ব্যথার বোঝা
বাতাসে আজ মিছেই খোঁজা
মিছেই অভিযান।

বিজলী। তারপর, বোনকে ধরে স্বাধীনতার বক্তৃতা শোনাবার মহৎ কাজে লেগে গেলেন।

অমিয়া। আমি ভাই না জেনে দাদার হৃদয়-বীণের এমন একটি তারে আঘাত করে ফেলেচি, যা দাদাকে রীতিমত unbalanced করে দিয়েচে।

বিজলী। সে আমি বুঝতে পেরেচি পরাধীন দেশের মানুষের মুখে স্বাধীনতার বক্তৃতা শুনে।

সুবোধ। যে পরাধীন, সেই ত স্বাধীনতা চাইবে।

বিজলী। চাইবেনা লেফন্যাণ্ট সেন, অর্জ্জন করবে—ভিক্ষে করে নয়, শক্তি দিয়ে।

সুবোধ। সে শক্তির পরিচয় কি আমি দিইনি ?

বিজলী। হ্যাঁ, যুদ্ধে হাত-পা ভেঙ্গে যখন দেশে ফিরেচেন, তখন মানতে হবে বৈকি পরিচয় আপনি দিয়েচেন! বীরত্বের পরিচয় দিয়েচেন, এবার ভদ্রতার পরিচয় দিতে আমার বাড়ীতে একবার পায়ের ধূলো দিন। চল্ অমি।

অমিয়া। আমার যে এখনো হাত-মুখ ধোয়া হয়নি।

বিজলী। দুধ সাগরের জল না হ'লে বুঝি তা ধোয়া হবেনা ?

অমিয়া। যাব দাদা ?

সুবোধ। রোজই কি সব কাজ আমার অনুমতি নিয়ে করিস ভাই ?

অমিয়া। বিলি কি বলিস ?

বিজলী। গলায় আঁচল দিয়ে নিবেদন জানাচ্ছি, দয়া করে আসুন।

গলায় আঁচল দিতে গেল

অমিয়া। থাক্ থাক্ হয়েচে।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে কহিল :

ভাবছিলুম তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিকে তুই যদি বিঘ্ন বলে মনে করিস।

বিজলী কিছু বলিল না, আগাইয়া গিয়া একটা কিল দেখাইল। সুবোধ case হইতে একটি সিগারেট বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিজলী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া কহিল :

বিজলী। Allow me, please.

সিগারেট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। সুবোধ. তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বিজলী সিগারেট ধরাইয়া দিতে দিতে কহিল :

কি দেখছেন!

সুবোধ। আপনার ভিতর দিয়ে ওদেশের সেবাপরায়ণা মেয়েদের ছবি।

বিজলী। তারা বুঝি প্রাণ ঢেলে পুরুষদের সেবা করে ?

সুবোধ। পুরুষেরও প্রাণঢালা সেবা পায়।

বিজলী। এ-দেশে যে এক তরফা দাবী, সেবা নেবে কিন্তু দেবেনা।

সুবোধ। সেবায় কার্পণ্য করলেও এ দেশের পুরুষ গয়না দিতে কার্পণ্য করে না।

বিজলী। কার্পণ্য থাকেই। কিন্তু কান্না আর কৌশলের জোরে মেয়েরা একান্ত অনিচ্ছুকদের কাছ থেকেও তা আদায় করে নেয়।

সুবোধ। মাঝে মাঝে ভাবি এত ভারী ভারী সব গয়না আপনারা পরে থাকেন কি করে?

বিজলী। গয়নার ভার মেয়েদের ভারী করে তোলে বলেইত আপনারা তাদের ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারেন না। এই সব ভ্রাম্যমান ব্যাঙ্ক থেকে কত কারণে কত পুরুষ গয়না নিয়ে নিয়ে ব্যাঙ্কে লালবাতী জ্বেলে দিয়েচে, তা কি জানেন না!

সুবোধ। দুর্ব্বহ বোঝা থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁরা মেয়েদের মঙ্গলই করেচেন।

বিজলী। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকেও সংসার থেকে বিদায় দিয়েচেন।

সুবোধ। শ্রী!

বিজলী। নেই? আচ্ছা, দেখুনত!

চুড়ির শব্দ করিয়া হাত দোলাইতে লাগিল

সুবোধ। এমন মৃণাল-ভুজ অলঙ্কার ছাড়া কি মানায়?

বাহু মুড়িয়া কাঁধে রাখিয়া কাৎ হইয়া দাঁড়াইয়া
বাজুর ঝুমকো দোলাইতে দোলাইতে কহিল:

বিজলী। কেমন? মন টলায় না?

সুবোধ। বাহুকে মালা করে গলায় পরতে সাধ যায়।

বিজলী সরিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কানের চুল দোলাইয়া কহিল :

বিজলী। এটাই কি খুবই কদর্য্য বলে মনে হয় ?

সুবোধ। শুনি মুনিদেরও মন ওই দেখে টলে উঠ্‌ত।

বিজলী। মুনিদেরও মন টলত ! নিজে কিছু অনুভব করেন না ?

সুবোধ। শ্রীর পরিপূর্ণ মূর্ত্তি ত এখনো দেখা হয়নি।

বিজলী সরিয়া গিয়া কহিল :

বিজলী। কি করে দেখবেন ! শ্রীকে যে আপনারা অপূর্ণ করে রেখেচেন। তার বুকের সাতনারী আপনারা চুরি করেচেন আর ফিরিয়ে দেননি ; তার হাতের কাঁকন, নাকের নথ, নিতম্বের মেখলা, পায়ের নূপুর, একটি একটি করে খুলে নিয়ে বেচে দিয়েচেন ; দারিদ্র্যের গ্লানি থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য শস্তা শাড়ী আর গলাবন্ধ জামা পরিয়ে যাদের পাশ-বালিস করে ফেলেচেন, শ্রীহীনা বলে আজ তাদের উপেক্ষা করবার মাঝে কী স্বার্থপরতা আর নির্ম্মমতা যে রয়েচে, তা আপনারা বুঝতেও পারেন না।

সুবোধ। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে দেবেন ?

বিজলী। কেন দোবনা ?

অগ্রসর হইয়া সিগারেট বাহির করিয়া তাহাকে দিল। দিয়াশলাই জ্বালিয়া তাহা ধরাইয়া দিতে উদ্যত হইল

সুবোধ। আপনার হাত কাঁপচে।

বিজলী। হ্যাঁ !

সুবোধ বিজলীর বাহুখানি ধরিল। দুজনা দুজনার দিকে অপলক চাহিয়া রহিল, দুজনাই কাঁপিতে লাগিল। জ্বলন্ত দিয়াশলাইর কাঠির তাপ বিজলীর আঙুলে লাগিল

বিজলী। উঃ পুড়ে গেলুম যে!

হাত টানিয়া লইয়া আঙুলে ফুঁ দিয়া কহিল:

আঙুলটা পুড়ে গেছে!

আঙুলটা তাহার চোখের সামে ধরিল, সুবোধ আঙুলটা ধরিয়া কহিল:

সুবোধ। ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি!

বলিয়াই সুবোধ আঙুলটা ধরিয়া নিজের মুখে পুরিয়া দিল

বিজলী। আঃ ছাড়ুন, ছাড়ুন, করচেন কি!

সুবোধ তাহার দিকে চাহিয়া কহিল:

সুবোধ। জ্বালা আর থাকবেনা।

বিজলী। না, না, আঙুলের জ্বালা আমার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েচে! ছাড়ুন, কেউ এসে পড়বে।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে মলিনা ফুল প্রভৃতি সহ পূজার সাজ লইয়া প্রবেশ করিল এবং উহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল

মলিনা। উঃ!

তাহার হাত হইতে থালা পড়িয়া গেল। সেই শব্দে চমকাইয়া সুবোধ বিজলীর আঙুল ছাড়িয়া দিল। দুজনা দুজনার দিকে চাহিল। সিঁড়ি হইতে অমিয়া কহিল :

অমিয়া। চোখের মাথাও খেয়েচ!

ঘাড় বাঁকাইয়া মলিনা কহিল :

মলিনা। চোখের মাথা খাইনি ঠাকুর-ঝি, যদিও ভগবানের কাছে নিত্য প্রার্থনা জানাই দৃষ্টি, স্মৃতি, সবই তিনি কেড়ে নিন!

অমিয়া। মনে অত বিষ রাখলে, তা তিনি নেবেনও। চল্ বিলি। এস দাদা!

তাহারা নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। মলিনা চোখের জল মুছিয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ফুল-বিল্বপত্র প্রভৃতি থালায় তুলিতে লাগিল। বিজলী ফিরিয়া আসিল। মলিনার সাম্নে দাঁড়াইয়া কহিল :

বিজলী। একটা কথা বলতে এলুম।

মুখ তুলিয়া চাহিয়া মলিনা কহিল :

মলিনা। বলুন।

বিজলী। আপনি যা দেখেচেন, তা নিয়ে মিছে মন খারাপ করবেন না, আমার আঙুলটা পুড়ে গিয়েছিল, তাই……

মলিনা। কৈফিয়ৎ আমি কারু কাছে চাইনা, আপনার কাছে চাইবার ত অধিকারই নেই।

বিজলী। কৈফিয়ৎ আমিও কাউকে দিতে অভ্যস্ত নই, শুধু ভদ্রতার খাতিরেই কথাটা জানাতে এসেছিলুম।

মলিনা। তারও দরকার নেই। আমি জানি আপনি ওকে ছেড়ে দিলেও ও আমাকে ধরা দেবেনা। তাই ওর পরিচিত কোন মেয়ের কোন ব্যবহার নিয়ে আমার বলবার বা ভাববার কিছুই নেই।

বিজলী। নিজের নিস্পৃহতার এই মিথ্যা দম্ভ বেশী দিন টিঁকবে না।

মলিনা। আমি তা জানি।

বলিয়া বিক্ষিপ্ত ফুলগুলি কুড়াইতে লাগিল

বিজলী। জানেন ভালই!

বলিয়া ভ্রু তুলিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া সে চলিয়া গেল। মলিনা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পা টিপিয়া টিপিয়া বিনয় প্রবেশ করিল

বিনয়। বৌদি!

মলিনা। বল।

বিনয় মেজেয় বসিয়া পড়িল

বিনয়। এসব কি হয়েচে?

মলিনা। দেখচই ত পড়ে গেছে।

বিনয়। না, কেউ ফেলে দিয়েচে?

মলিনা। না, পড়ে গেছে।

বিনয়। বাবার পূজো হয়নি?

মলিনা। না।

বিনয়। ও ফুল দিয়েত পূজো হবেনা!

মলিনা। বাবার জন্যে আজ দেখচি তোমার মহাভাবনা উপস্থিত।

বিনয়। বাবার জন্যে নয়, ভাবনা আমার তোমার জন্যে। দৌড়ে গিয়ে বাজার থেকে ফুল এনে দোব ?

মলিনা। না ভাই, ফুল আরো আছে।

বিনয়। তোমার চোখে জল কেন বৌদি ?

মলিনা। ইচ্ছেমত জল আনা অভ্যেস করচি।

বিনয়। কেন ?

মলিনা। শুনেচি তাই আন্তে পারলেই স্বামীর হৃদয় জয় করা যায়।

বিনয়। ও স্বামীর হৃদয় তুমি জয় করতে পারবেনা।

মলিনা। তুমিও ধরে ফেলেচ !

বিনয়। তুমিও পারবেনা তোমার স্বামীকে জয় করতে, আমিও পারবনা আমার স্ত্রীকে জয় করতে।

মলিনা। তাহলে আমাদের কর্ত্তব্য ?

বিনয়। সেইটেইত ভাববার বিষয় হয়ে উঠেচে। কিছু না পারি, সন্ন্যেসী হয়ে বেরিয়ে পড়ব।

মলিনা। সন্ন্যেসী হবে তুমি !

বিনয়। হয়ত তাই হতে হবে।

মলিনা। তাহলে মদ ছেড়ে গাঁজায় হাত পাকাও।

বলিয়া মলিনা উঠিয়া দাঁড়াইল

বিনয়। যেয়োনা বৌদি।

বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল

আমার জন্যে ভাবচি না, ভাবচি তোমার জন্যে।

মলিনা। ভাবচ আমি সেবাদাসী হয়ে সঙ্গে যাব কিনা ?

বিনয়। তামাসা নয় বৌদি। সত্যিই তোমার জন্যে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েচি। মানুষ যে এত অকৃতজ্ঞ হতে পারে তা আমি জান্তুম না।

মলিনা। কার অকৃতজ্ঞতার কথা বলচ !

বিনয়। তোমার আর আমার শ্বশুরের। যে-করে তুমি তাঁর সেবা করেচ তা ভুলে আজ তিনি নেহাৎ অকারণে ওই কটু কথাগুলো বলতে পারলেন !

মলিনা। আগেও তাঁর ছেলের কথা ভেবেই তিনি আদর করতেন, আজও ছেলের কথা ভেবেই কটু বলচেন। অসঙ্গতি কোথাও নেই।

বিনয়। ছেলের আবার বিয়ে দেবেন শুনিয়ে তিনি ভাবলেন খুব বাহাদুরী দেখালেন !

মলিনা। তুমি এসব কোথায় শুন্‌লে ?

বিনয়। দূরে দাঁড়িয়ে আমি সব শুনিচি।

মলিনা। কাছে থেকে তোমার দাদার কীর্ত্তিত দেখনি !

বিনয়। ও ! মহাযোদ্ধা ওই মহাবীরটিই বুঝি ও-সব ফেলে দিয়েছিলেন ?

মলিনা। না, ফেলে দেননি। পড়ে যাবার নিমিত্ত হয়েছিলেন।

বিনয়। আচ্ছা বৌদি, শুনিচি ও-দেশের পুরুষরা মেয়েদের খুব সম্মান করে।

মলিনা। জানি না। তবে এটা বুঝি নারীকে সম্মান দেখাতে যারা বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে ওঠে, অসম্মান করতেও তারা সঙ্কোচ বোধ করেনা।

বিনয়। দাদার প্রতিবাদ করা উচিৎ ছিল।

মলিনা। সারা মন দিয়ে যা তিনি চান, মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ বেরুবে কেন?

বিনয়। তুমি বলতে চাও বাবা যা বলেচেন, তাই দাদার অন্তরের কামনা?

ভারত বলিতে বলিতে প্রবেশ করিলেন

ভারত। না, শুধু সুবোধের নয়, আমারও এ বাড়ীতে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেচে। বৌমা!

মলিনা নিঃশব্দে তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল

পূজোর ফুল তোমার হাত থেকেই কি আমার দেবতার পায়ে গিয়ে পড়বে যে হাতে নিয়ে এই ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েচ?

মলিনা। আপনি ঠাকুর-ঘরে যান, আমি এখুনি নিয়ে যাচ্ছি।

ভারত। যাইনি তোমাকে কে বল্লে। আসনখানা পর্য্যন্ত পেতে রাখনি যে বসে বসে একটু ধ্যান করব! সুবোধ কোথায়? তাকে দেখচি না কেন?

মলিনা মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

বোঝনা, এক মিনিট তাকে চোখের সাম্নে দেখতে না পেলে আমার ভয় হয়! এক মিনিটও তুমি তাকে কাছে রাখতে পারবেনা।

মলিনা কোন কথা কহিল না। কহিল বিনয়

বিনয়। আপনি কি মনে করেন আপনার সুবোধ আঁচলে বেধে রাখবার মত বস্তু ?

মলিনা চলিয়া গেল।

বিনয়ের কাছে আগাইয়া আসিলেন

ভারত। সুবোধ আমার এমনই ছেলে যে আঁচলে নয় মাথার মণি করেই তাকে মাথায় রাখতে হয়—নিপীড়িত মানবের মুক্তির জন্যে জীবন পণ করেচে, তোমার মত স্ত্রীর আঁচল ধরে ঘরের কোণে বসে নেই !

বিনয়। খুব বাহাদুর আপনার ছেলে ! বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের জন্যে প্রাণপণ করেচেন আর ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে দলে প্রাণে মারচেন ! আদর্শ পুরুষ বৈকি !

ভারত। তোমারও স্পর্দ্ধা কম বাড়েনি দেখচি। ঘরের লক্ষ্মী ! ঘরের লক্ষ্মী বলেই আমার নারায়ণ একটুকালও ঘরে তিষ্ঠুতে পারেন না। সুবোধের মত সব-সওয়া ছেলে না হলে, ওই ঘরের লক্ষ্মীকে ঘাড় ধরে···

বিনয়। থামুন ! থামুন ! বুড়োবয়েসে আর পাপ অর্জ্জন করবেন না।

ভারত। পাপ।

বিনয়। পাপ নয় !

ভারত। পাপ পুণ্য আজ আমাকে শিখতে হবে তোমার কাছে ! জান আমি নিত্য পূজা করি !

বিনয়। জানি। কিন্তু আপনিই জানেন না যে আপনার দেওয়া ফুল-জল দেবতা গ্রহণ করেন না।

ভারত। তুমি জান !

বিনয়। প্রত্যক্ষ জানি না, অনুমানে বুঝি। অনুমানে বুঝি যে স্বার্থ ভিন্ন অন্য চিন্তা যার মনে ঠাঁই পায়না, অত্যাচারের অবিচারের, অকৃতজ্ঞতার অপরাধে মানুষের কাছে যে অপরাধী হয়, মানুষের নারাযণ তার প্রতি প্রসন্ন হতে পারেন না।

ভারত। তুমি বলচ এই সব কথা!

বিনয়। হ্যাঁ, আমি; আপনার অন্নদাস আমি, আপনার মেয়ের খেয়াল নিবৃত্তির পুতুল আমি, আমিই বলচি এই কথা।

ভারত। বলে কৃতজ্ঞতার পরিচয দিচ্ছ!

বিনয়। প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ভারত। প্রতিবাদ! পথের কুকুরকে এনে ঘরের ঠাকুর করে যে অন্যায় করিচি, তারই প্রতিবাদ?

বিনয়। যে হতভাগ্য মনে করে কুকুরকে ঠাকুর করা যায়, ঠাকুর একদিন কুকুরের রূপ ধরেই তাকে কামড়ে শায়েস্তা করেন!

ভারত। এতবড় কথা! বৌমা! বৌমা!

বিনয়। বৌমা কি করবেন! মহাবীর পুত্রকে ডাকুন, ডাকিনী মেয়েকে ডাকুন!

ভারত। জান তারা কাছে নেই, তাই বলচ। কিন্তু যিনি আছেন, তাঁর শক্তি ত জাননা! বৌমা! বৌমা!

বিনয়। ও ফিকির আর চলবেনা।

মলিনা দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া কহিল

মলিনা। ছিঃ! ভাই, কাকে কি বলচ!

ভারত। বলত মা, বুঝিয়ে বলত আমার মনেব কথা।

মলিনা। যাও ভাই, তুমি তোমার ঘরে যাও।

বিনয়। গলে গেলে! দুবার সখ করে মা বলে ডাকল আর সব অপমান ভুলে গেলে! ভগবান তোমার মত মেয়েকে কি দিয়ে গড়েচেন তা তিনিই জানেন!

মলিনা। তা আজ না বুঝলেও একদিন বুঝবে। যাও ভাই!

ভারত। না, না, না বুঝিয়ে ওকে ছেড়ে দিয়োনা মা! আমার সাম্নেই ওকে বুঝিয়ে দাও। ও বুঝুক, বুঝে আমার কাছে ক্ষমা চাক্। ওকে ক্ষমা করতে না পারলে আমি শান্তি পাবনা।

মলিনা। আপনার পূজোর সব দিয়ে এসেচি।

ভারত। পূজো আমার মাথায় উঠেচে। সংসারের এই অশান্তি নিয়ে আমি ঠাকুরের চিন্তায় মন দিতে পারিনা, এক একবার মনে হয় সব ছেড়ে-কেটে চলে চাই।

বিনয়। পঞ্চাশ পেরুলেই তাই যাওয়া উচিত। শাস্ত্রের বিধান।

ভারত। ভেবেচ তাতে আমি ভয় পাই! থাকতেন তোমার শাশুড়ী বেঁচে, দেখতে তাঁর সংসার তাঁর ঘাড়ে ফেলে দিয়ে হিমালয়ে চলে যেতুম, শীতকেও ভয় করতুম না।

বিনয়। যখন বাঘ ডাকত? সাপ পাশে এসে ফনা তুলে দাঁড়াত?

ভারত। খুব ভয়ের কথা বল্লে, নির্ব্বোধ! জান প্রহ্লাদ ওই বাঘের আর সাপের মাঝেও তাঁর ভগবানকে দেখতে পেয়েছিল। ভক্তি যদি থাকে আমিও তাই দেখতে পাব। বৌমা! তুমি ওকে সেই

তত্ত্ব কথা সব বুঝিয়ে দাও, আমি নারায়ণের মাথায় দুটো ফুল দিয়ে আসি।

বাহির হইয়া গেলেন

বিনয়। দুটো ফুল বেলপাতায় তুষ্ট হয়ে নারায়ণ ওঁর মন ভক্তি দিয়ে ভরে দেবেন! Can hypocrisy and deception go any further?

মলিনা। ওই মানুষের ওপরও তুমি রাগ করতে পার?

বিনয়। রাগ ওদেরই ওপর করতে হয়। একটু আগে তুমিও করেছিলে, এখন মা ডাকতেই গলে গেলে! দুঃখু তুমি পাবেনা ত কে পাবে?

মলিনা। এইবার ঠিক বলেচ। রাগি না দুঃখুই পাই।

বিনয়। সারা জীবন তাই তোমাকে পেতে হবে।

মলিনা। ভগবান যখন পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তখন কপালে অনন্ত দুঃখভোগ লিখে দিয়েছিলেন।

বিনয়। ভগবান ওসব কিছু করেন না। আত্মপীড়নে সুখ পাওয়া একটা রোগ। তুমি সেই রোগে ভুগচ। তোমার চিকিৎসার দরকার। কিন্তু চিকিৎসা যিনি করবেন, তিনিও অন্য রোগে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চেন, না দেখচেন রুগীকে, না দিচ্ছেন ওষুধ।

মলিনা। রোগটা যখন ধরেচ, তখন বলে দাও কবে যম দেখা দেবেন।

বিনয়। এ রোগে যারা ভোগে, যম তাদের ছুঁতে চান না।

মলিনা। তাহলে বলতে চাও শুধু স্বামীরই নয়, যমেরও অরুচি আমি!

মলিনাকে দূর হইতে ডাকিতে ডাকিতে ভারত প্রবেশ করিলেন

ভারত। বৌমা! বৌমা! অশুদ্ধ মন নিয়ে তুমি পূজোর উপকরণ দিয়েছিলে!

মলিনা চুপ করিয়া রহিল

চুপ করে থাকলে চলবেনা। ফুল দিলুম, তা পড়ে গেল। এতবড় অমঙ্গল তুই করলি হতভাগী। সুবোধ কোথায়? আমার সুবোধ।

মলিনা। বিজলীদেবীর বাড়ী গেছেন।

ভারত। দেবী নয় বাঈজী। সেই দুশ্চরিত্রার সঙ্গে কেন যেতে দিলি সর্ব্বনাশী!

মলিনা। সঙ্গে ঠাকুরঝিও গেছেন!

ভারত। তবে আর কি! এতটুকু বুদ্ধি তোমার নেই! ওই বিজলীই তোমার সর্ব্বনাশ করবে।

মলিনা। বিজলী দেবীর সঙ্গে আমার আলাপ নাই, জানি না তিনি কেমন লোক।

ভারত। চোখে দেখেচ ত। দেখেচ ত তার রূপের শিখা কী উগ্র! কচি খুকী তুমি নও। বোঝা উচিৎ তার সঙ্গে মেলা-মেশার ফল কি হতে পারে।

মলিনা। বুঝেই বা আমি কি করতে পারি!

ভারত। সবই করতে পার। কিন্তু তুমি করতে চাও না। তুমি চাওনা যে সুবোধ আমার সংসারে থাকে।

মলিনা। আপনার ছেলেকে আপনার স্নেহচ্ছায়া থেকে দূরে সরিয়ে আমার কি লাভ ?

ভারত। আকাশের বোমা, জলের টর্পেডো, স্থলের শেল স্রাপনেল এড়িয়ে সে আমাদের বুকে ফিরে এসেচে, আমাদেরই বুকে সে থাকবে, চোখের সুমুখ থেকে এক মিনিটও কোথাও সে দূরে থাকে এ আমি চাইনে। রূপবতী দেখে তোমাকে ঘরে এনেছিলুম, সে রূপও তুমি কাজে লাগাতে পার না ?

মলিনা মাথা নীচু করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল

বিনয়। এও তুমি সইবে বৌদি !

ভারত। তুমি কেন সব কথায় কথা বল বলতে পার ?

একবার বিনয়ের মুখের দিকে চাহিলেন একবার মলিনার মুখের দিকে

তবে কি ! তবে কি ! ভগবন ! এ কি পাপ তুমি আমার সংসারে এনে দিলে। এই অবৈধ···

মলিনা। বাবা ! বাবা ! এত বড় ভুল আপনি করবেন না বাবা।

মলিনা তাহার পায়ের তলায় পড়িল। ভারত জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া লইলেন

ভারত। দূর হ ! দূর হয়ে যা কলঙ্কিনী !

বিনয়। আপনি কি সত্যি সত্যিই ক্ষেপে গেলেন !

ভারত। কথা কয়োনা বদমাস্। এই ব্যাভিচারও আমাকে দেখতে হলো। তাই আমার সুবোধ এক মিনিট বাড়ী থাকতে চায় না, তাই

অমিয়া মা আমার অন্তরের জ্বালা চেপে রাখতে না পেরে রুক্ষ কথা কয়, তাই তাদের দূরে রেখে তোমরা দুটিতে নিশ্চিন্তে……

মলিনা। বাবা! বাবা! আপনি অসুস্থ। কি বলচেন, বুঝতে পারচেন না।

ভারত। খবরদার আমাকে ছুঁসনে কলঙ্কিণী। আজ হয় তোদের খুন করব, নয় আত্মহত্যা করব।

পরেশ প্রবেশ করিল

পরেশ। কেন দাদা, আত্মহত্যা করবে কেন?

ভারত ছুটিয়া গিয়া পরেশকে জড়াইয়া ধরিলেন

ভারত। পরেশ ভাই এতবড় অনাচার পৃথিবী কেমন করে সয় ভাই? কলির ঘৃণ্যতম কলুষ আমারই অন্দরে জমে উঠেচে। আমি কেমন করে আমার সন্তানদের তার সর্ব্বনাশা পরশ থেকে বাঁচাব!

পরেশ। কী হয়েচে তাই আগে বল।

ভারত। ওই কলঙ্কিণী…

পরেশ। কী! মাকে তুমি কলঙ্কিণী বল!

বিনয়। ওঁকে এখান থেকে নিয়ে যান কাকাবাবু!

ভারত। আর এই কালসাপ জামাই।

পরেশ। কি বলচ তুমি দাদা।

ভারত। এখনো বলা হয়নি পরেশ। বলতে পারচিনে। সে লজ্জার কথা, সে কলঙ্কের কথা, আমার বংশের সেই অমর্য্যাদার কথা…

পরেশ তাহার দুই কাঁধ দু হাত দিয়া ধরিয়া কহিল :

পরেশ। প্রলাপ সহ্য করবার একটা সীমা আছে ভারতচন্দ্র! অন্ধ পুত্রস্নেহে যা খুসি বল সহ্য করব, কিন্তু আমার এই লক্ষ্মী প্রতিমা মায়ের কোন অপমান আমি সহ্য করব না।

ভারত। মা! জান তোমার মায়ের কীর্ত্তি। তোমার মা আর ওই পরাশ্রিত পশু……

পরেশ। চুপ! চুপ, উন্মাদ!

ভারত। আমার বাড়ীতে আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমাকে তুমি চোখ রাঙাবে পরেশ? বে'রিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও!

পরেশ। এ কোন ছোট্ট কথা নয় যে অভিমান করে বেরিয়ে যাব।

ভারত। আমার ঘরের কথায় তোমার থাকবার কোন অধিকার নাই।

পরেশ। শুধু তোমারই ঘরের কথা নয়—আমারো মায়ের কথা, আমারো সমাজের কথা, আমারো ধর্ম্মের কথা, সব চেয়ে বড় আমার ভগবানের কথা রয়েচে এর সঙ্গে জড়িয়ে। জিভ্ দিয়ে যতখানি বিষ তুমি ঢেলেচ তার সবখানি তোমাকে কণ্ঠে ফিরিয়ে নিতে হবে। নইলে তোমাকে আজ আমি ছাড়ব না।

ভারতচন্দ্র পরেশের মূর্ত্তি দেখিয়া ভড়কাইয়া গিয়া কহিলেন :

ভারত। পরেশ! পরেশ! তোর চোখে এত দীপ্তি কোথা থেকে এল? কেমন করে পেলি কণ্ঠে ওই দৃঢ়তা, বুকে ওই বিশ্বাস!

পরেশ। কেমন করে শুনবে ?

ভারত। বলে দে পরেশ, কেমন করে ?

পরেশ। ওই সতীর ওপর শ্রদ্ধা থেকে। জান, তুমি তোমার ছেলের খাতিরে আমার মাকে আদর করতে আর আমি ? আমি নিঃস্বার্থ হয়ে ওঁকে বুঝতে চেয়েচি, তাই এই বিশ্বাস পেয়েচি।

বলিয়া ভারতচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া ক্রন্দনরতা মলিনার কাছে গিয়া কহিল :

ওঠ মা, ধূলোয় পড়ে থাকবার মত তুচ্ছ ত তুমি নও, মা। ওঠ।

তাহাকে ধরিয়া তুলিল

মলিনা। কাকা !

পরেশ। বুড়ো ওই লোকটাকে তুমিই এতদিন বাঁচিয়ে রেখেচ। আজও ওর বাঁচা-মরা তোমারই ওপর নির্ভর করে। ওর ওপর তুমি অভিমান কোরোনা, মা।

মলিনা। আমি শুধু ভাবচি কাকা, এসব হীন কথা ওঁর মনে হোলো কি করে।

বিনয় তাহার কাছে গিয়া কহিল :

বিনয়। বৌদি ! আমার আত্মীয়তা যে তোমার এত বড় লাঞ্ছনার কারণ হয়ে উঠতে পারে, এ আমি কখনো মনে করি নি। বড় বোনের স্নেহ তোমার কাছে পেয়েছিলুম, তাই ছোট ভাইয়ের মত ব্যবহার করতুম, জুলুম করতুম, আব্দার করতুম।

মলিনা। যতদিন বেঁচে থাকব, সে অধিকার তোমার থাকবে।

বিনয়। কিন্তু আজকার কাণ্ডের পর······

পরেশ। আচ্ছা বোকা ছোকরা তুমি ত হে। আজকার এই ভুলের ফলে পৃথিবীটা উল্টে যাবে ভেবেচ? ভেবেচ ভাই-বোনের সম্বন্ধ আর থাকবে না? আমি বলচি পৃথিবীর কোন পরিবর্ত্তন এতে হবে না। কাজেই যেমন ছিলে তোমরা, তেমনই তোমাদের থাকতে হবে। বুঝলে ভোম্বলদাস!

হাসিয়া চিবুক নাড়িয়া দিলেন

ভারত। কিন্তু পরেশ, আমার ছেলে তিন বছর পরে দেশে ফিরেও কেন ঘরে থাকতে চায় না? কেন আমার মেয়ে অকারণে বাইরে বাইরে ফেরে?

পরেশ। পাপ হাতছানি দিয়ে ডাকে বলে।

সুবোধ আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া টলিতে লাগিল

ভারত। ওরা বলুক। বলুক ওই বৌ, বলুক ওই জামাই কেন আমার ছেলে-মেয়ে ঘরে থাকতে চায় না?

সুবোধ। ওরা কি বলবে? আমিই বলচি। থাকতে চাই না, কারণ আমাদের ঘর নেই।

চারিদিকে দেখিয়া

এটাকে ঘর বলবো? Never! সারা দুনিয়া আজ আমাদের ঘর। যদি জানতে চাও এটা? বলব এটা একটা Prison house, বন্দীশালা!

This is not our home, sweet home, as sweet as a home should be.

ভারত। শোন পরেশ ওর ব্যথা।

বিনয়। Idiot of an old fool!

বিনয় সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল

পরেশ। ব্যথা না মাথা।

মলিনার কাছে গিয়া কহিল

তোমার মা, এখানে থেকে কাজ নেই।

মলিনা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল

সুবোধ। দাঁড়াও পাহারাওলা, একটা কথা শুনে যাও। শোন!

পরেশ। চল দাদা আমার সঙ্গে।

সুবোধ। না, না, সবাইকে শুন্তে হবে। I hate the lady who happens to be my wife! No, no, you mustn't go! যেতে নাহি দিব।

মলিনার আঁচল ধরিল

পরেশ। সুবোধ!

সুবোধ। yes, কাকা।

পরেশ। একেবারে অধঃপাতে গেছ!

সুবোধ! No sermon, please!

পরেশ। বৌমাকে ছেড়ে দাও।

সুবোধ। Most gladly, কাকা! কিন্তু কে নেবে?

পরেশ। মা, এই গ্লানি থেকে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারলুম না, আমি চল্লুম।

পরেশ অগ্রসর হইল

ভারত। না ভাই, তুমি যেয়ো না তুমি সুবোধকে সামলাও। ওর অসুখ করেচে, যুদ্ধের শ্রম ওর মাথা খারাপ করে দিয়েচে।

সুবোধ। না বাবা, টনটনে জ্ঞান রয়েচে। মলিনাকে আমি ঘৃণা করি না, কিন্তু ওর wifehoodকে আমি ঘৃণা করি, বিয়েকে আমি ঘৃণা করি। ওকে বিয়ে করতে হয়েছিল বলেই Bigamyর দায়ে পড়বার ভয়ে আইভিকে বিয়ে করতে পারলুম না। তাই আমার আইভিলতা একটা বাজেপোড়া গাছকে আশ্রয় করল।

ভারত। আইভি!

সুবোধ। Yes, yes Ivy, Miss Ivy Hill of Hampstead, the brightest, sweetest and purest girl I ever met!

ভারত। পরেশ! পরেশ! ও বলে কি।

পরেশ। আমি যখন বলেছিলুম, তখন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।

ভারত। আমার ছেলে মদ খাবে! আমার ছেলে ব্যাভিচারী হবে!

পরেশ। যেমন বুনবে তেমনই ফসল পাবে।

সুবোধ। As you sow, so you reap!

ভারত। আমি ভারত, নিষ্ঠাকেই, শুদ্ধাচারকেই, সারা জীবন আঁকড়ে পড়ে রইলুম আর আমার ছেলে মেয়ে···

সুবোধ। Are gone mad. Isn't it father? সব পাগলা

হয়ে গেছে। না দুঃখু করো না। তুমি স্ত্রী, তুমি দুঃখু কোরোনা; তুমি বাবা তুমিও দুঃখু কোরোনা; কাকা তুমিও না। আজ যে শুধু রাজ্যই ভেঙে পড়চে তা নয়, সমাজ, রীতি, নীতি, জীবনের আদর্শ, পুরাণো যা কিছু সব টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়চে। রুখতে পারবে না। কেউ পারবে না। তাই দুঃখুও নয়, কান্নাও নয়, শঙ্কাও নয়—হাসিমুখে নতুনকে বরণ করে নাও। Do you follow me ?

মলিনা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অমিয়া দ্রুত প্রবেশ করিল, এত লোক দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, ঘাড় ঘুরাইয়া একে একে সকলকে দেখিল

শুধু তোমার সুবোধই নয় বাবা, তোমার মেয়ে ওই অমিয়াও তুচ্ছ নয় She is already a flapper !

ভারত। flapper !

সুবোধ। Exactly what a modern girl should be.

অমিয়া কোন কথা না বলিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেল

ভারত। অমি !

অমিয়া দাঁড়াইল

আমার সামনে এসে একবার দাঁড়াত মা।

অমিয়া নামিয়া আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল। ভারত স্থির নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন

অমিয়া। আমি ষ্ট্যাচু নই, মানুষ। এমন করে তোমার দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। বল কি বলবে?

ভারত। বলবার যা ছিল তা গুলিয়ে গেছে।

পরেশ। ওকে যেতে দাও।

ভারত। না, পরেশ, না। আমাকে দেখতে দাও ওর ভাই যে মোহে মেতেছে ও তাতে মজেচে কিনা। তুমিও কি তোমার বিলাত-ফেরত ভাইয়ের দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে শুরু করেচ?

অমিয়া। আমি জবাব দোব না।

ভারত। আমি তোমার বাবা, আমি জানতে চাইছি তবুও বলবে না।

অমিয়া। না।

ভারত। তুমিও আচার মান না?

অমিয়া। না।

ভারত। তুমিও বিশ্বাস কর না প্রাচীন প্রথাকে?

অমিয়া। না।

ভারত। তুমিও ·····

বলিতে বলিতে থামিলেন

পরেশ, ভাই, আর জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না।

পরেশ। আর জিজ্ঞাসা কোরোনা, দাদা।

ভারত। ছেলে মেয়ে বৌ সবাই ভেসে যাবে?

পরেশ। স্রোতের জোর যদি বেশি হয়, তাই তারা যাবে।

ভরত। আমরা তাহলে কি নিয়ে বেঁচে থাকব ভাই?

পরেশ। আমরা অমর নই।

ভারত। যতদিন মৃত্যু না আসবে?

পরেশ। অতীত মহিমার স্মৃতিকে অশ্রু দিয়ে জিইয়ে রাখবার বিড়ম্বনা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

ভারত পরেশের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন তারপর
দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন মলিনার খোঁজে

না, না, পরেশ, সব আশা নির্ম্মূল হয়নি। বৌমা! বৌমা!

অমিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল

জানলে পরেশ, সন্ধ্যাদীপ যারা জ্বালিয়ে রাখে, গৃহদেবতার পূজার যারা যোগান দেয়, হাতের শাঁখা আর সিঁথির সিন্দূরকে সবার ওপরে যারা স্থান দেয়, তারা আজ ভাঙ্গনের নেশায় মেতে ওঠেনি। তারাই ভ্রান্তদের ফিরিয়ে আনতে পারবে, তারাই ফিরিয়ে আনতে পারবে অতীত মহিমা। বৌমা! একটিবার শোন মা!

মলিনা আসিয়া দাঁড়াইল

পারবে মা, পুণ্যের জোরে স্বামীকে ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে?

মলিনা। পুণ্য আমার নেই।

ভারত। তুমি বল, তুমি পারবে।

মলিনা। আমি জানি আমি পারিনি।

ভারত। পরেশ! ভাই, তোমার আমার জীবনের সব আশাই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে?

পরেশ। জীবনের শেষ ধাপে পা বাড়িয়ে সার্থকতার হিসেব নিয়ে কাজ কি দাদা।

ভারত। ধারা অব্যাহত রাখবার জন্তই যে মানুষ চিরকাল বংশধর কামনা করে এসেচে পরেশ।

পরেশ। শীতের নদীতে যে ধারা শীর্ণ হয়ে যায়, বর্ষার বারিপাতে তাই আবার স্ফীত সুবিস্তৃত হয়ে দুকূল ভাসিয়ে চলে।

সুবোধ। Right you are কাকা। নব-প্লাবন এসেচে, জড়তার আর ঠাঁই নাই। পুরোনো পৃথিবীর দিন ফুরিয়ে এসেচে। আমরা যারা মডার্ণ বলে নিজেদের পরিচয় দি, তাদেরও কাকা, তাদের দিন দ্রুত চলে যায়। বিধাতার কারখানায় নতুন পৃথিবীর জন্য নতুন মানুষ তৈরি হচ্ছে। সেই অনাগতের পথ রচনার আহ্বান জলে স্থলে ব্যোমে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে—Ring out the old and ring in the new, Ring out the old……

গীর্জ্জার ঘণ্টা বাজিতে লাগিল

অন্ধকারের মধ্যেই যবনিকা পড়িল

তৃতীয় অঙ্ক

দুইমাস পরের ঘটনা—

বিজলীর বাগান। যবনিকা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে গান শোনা যাইবে

গান

বিজলী—	ডাকে জ্যোৎস্না ধারা,
লতিকা—	ফুলবন মাঝে।
সমবেত নারীগণ—	ডাকে জ্যোৎস্না ধারা,
	ফুলবন মাঝে।
বিজলী—	দূরে গিয়াছে সন্ধ্যা
লতিকা—	জেগেছে রজনীগন্ধা
সমবেত নারীগণ—	জাগে ঘুমহারা,
বিজলী—	মঞ্জুল মঞ্জীর বাজে
লতিকা—	চঞ্চল ফুলবন সাজে
বিজলী—	পীযূষ ঝরণা ধারা
লতিকা—	সিঞ্চিত মনবন মাঝে
সমবেত নারীগণ—	আলোকিত হ'ল কারা।
বিজলী—	অতিথি আসিল দ্বারে
লতিকা—	ঝঙ্কারি বীণার তারে
বিজলী—	কুসুমিত হইল মরু
লতিকা—	সজ্জিত হল ফুলহারে
সমবেত নারীগণ—	আরতি হ'লো সারা।
বিজলী—	ডাকে জ্যোৎস্না ধারা,
লতিকা—	ফুলবন মাঝে।

গান শেষ হইতেই বিজলী একদল নর-নারীকে লইয়া চলিয়া গেল।

বাকী যাহারা রহিল তাহারা বলিতে লাগিল :

লতিকা। সত্যিই বিলি আমাদের রাণী।

মিঃ ডাট। যেমন রূপে তেমন বিত্তে।

লতিকা। গুণে নয় বুঝি!

মিঃ ডাট। পরিচয় পাই নি।

লতিকা। I pity you then!

মিঃ ব্যানার্জ্জী। কি grace! কি হাসি! কি বলেন অমিয়া দেবী?

অমিয়া। আপনার চেয়ে বড় admirer ওর কে আছে!

মিঃ ব্যানার্জ্জী। যদি থাকত, আমি তাকে খুন করতুম।

সুপ্রিয়া। চাল-চলনে দেমাক যেন উছলে পড়ে।

মিঃ রয়। ধনীর দুলালী যা করে তাই শোভা পায়।

মিঃ ডাট। বলুন, রাজার নন্দিনী প্যারী যা করে তাই শোভা পায়।

অমিয়া। রাজ-নন্দিনী হওয়া লজ্জার কথা নয়।

বিনয়। কিন্তু গরীবের গৃহিণীর পক্ষে এরকম জলসায় যোগ দেওয়া প্রশংসার কথা নয়।

অমিয়া। যার গৃহ থাকে না, তার গৃহিণীও থাকে না। গৃহহীনের স্বামীত্বের দম্ভ, অসহ্য।

যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া

লতিকা। অমি বুঝি এই অবসরে পার্টটা দোরস্ত করে নিচ্ছ।

অমিয়া থতমত খাইয়া কহিল :

অমিয়া। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাই!

বিনয়। মুখস্থ বুলি আওড়াবার অভ্যেস আপনাদের সবারই আছে।

মিঃ ব্যানার্জ্জী। Sh-h-h! She is coming!

বিজলী হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিয়া কহিল :

বিজলী। আমার অনেক দেরী হয়ে গেছে, মাপ করতে হবে।

মিঃ ব্যানার্জ্জী। সহজে যা পাওয়া যায় মানুষ তাকে দুর্লভ মনে করে না। প্রতীক্ষাই অনুরাগের পরিচয়।

অমিয়া। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাই তোমারই প্রতীক্ষায় চুল পাকিয়ে ফেলেচেন, বিলি।

বিজলী। অথবা তোর?

সুপ্রিয়া। সে দাবী আমিও করতে পারি।

মিঃ ডাট। সরল স্বীকৃতি, সুপ্রিয়া।

বিজলী। অপ্রিয় সত্য বলতে ওর জুড়ী আর নেই।

মিঃ ব্যানার্জ্জী। To be frank I adore youth, beauty, vigour and…

বিনয়। And vulgarity!

সকলেই হাসিয়া উঠিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী কহিল :

মিঃ ব্যানার্জ্জী। Who are you! কে আপনি?

বিনয়। যার স্ত্রীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ফিস্ ফিস্ করচিলেন।

লতিকা। শুধু ওইটুকু বল্লেই উনি বুঝতে পারবেন না! কেননা একাধিক ভদ্রস্ত্রীর কানে মন্তর দেয়া ওঁর অভ্যেস আছে।

মিঃ ব্যানার্জ্জী। পার্টিতে এসে দুটো রসের কথা যারা সইতে পারেন না সে-সব মহিলার পার্টিতে না আসাই ভালো।

বিজলী। আসুন, আসুন, মিঃ ব্যানার্জ্জী, আপনার রসের কথা আমি ছাড়া আর কেউ সইতে পারবে না।

লতিকা। তুমি ওঁকে বাঁচালে বিলি।

বিজলী। Saviour?

তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল

লতিকা। হাতে যেন স্বর্গ পেল! বিনয়বাবু, আপনাকে ধন্যবাদ।

বিনয়। একেবারে অন্তঃসারশূন্য।

লতিকা। Don't take him seriously.

বিনয়। দোষটা আসলে আপনাদেরই।

লতিকা। কেন বলুন ত!

বিনয়। আপনারা প্রশ্রয় না দিলে এরকম হয়।

লতিকা। হয় না নাকি অমিয়া?

অমিয়া। আমি কিছু জানি না।

লতিকা তাহার পাশে বসিল এবং অতি নিবিষ্ট ভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিল

লতিকা। মুখের ওপর এমন মেঘের রং ধরল কেন অমিয়া! অভিমানে?

অমিয়া। আমায় একটু একা থাকতে দাও।

লতিকা। আগে আমার দোসর জুটিয়ে দাও।

অমিয়া। অত অধীর হয়ে থাক যদি খুঁজে পেতে একটি জুটিয়ে নাও।

লতিকা উঠিয়া দাঁড়াইল

লতিকা। বিনয়বাবু, অনুমতি পেয়েছি, কাজেই ছাড়চি নে।

বলিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিল। যাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল গান শুনিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। বিজলী হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিল। দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল।

লতিকার গান

রাজার কুমার এলো
মন পবনের নায়,
আলোক লতার মালা গলায়
তারার নূপুর পায়।
রূপালী তার গায়ের বরণ
ফুলের পরাগ মাখা
ময়ূরপঙ্খী নায়ে গাথা
আছে ময়ুর পাখা
সূর্য্য-মুখীর ফুলের বনে
চাঁদের দেশে যায়।

গান শেষ হইলে বিনয় সকলের অলক্ষ্যে সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল। বিজলী তাহা লক্ষ্য

করিল। বিনয় গাছের আড়ালে যাইতেই পিছন হইতে বিজলী তাহার জামার কোণ টানিয়া ধরিল। বিস্মিত বিনয় ফিরিয়া চাহিল।

বিজলী। অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চল্‌বে না।

বিনয় ফিরিয়া আসিল। বিজলী কহিল :

এই নে ভাই অমি, বন্দীকে তোর হাতে অর্পণ করলুম।

লতিকা ছুটিয়া আসিয়া কহিল :

লতিকা। উঁ-হু-হু। বন্দীর ওপর আমার অধিকার। আসুন বিনয়বাবু।

তাহাকে টানিয়া লইতে লইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া লতিকা কহিল :

আমিও তোমারই মত saviour, বিলি।

বিজলী। রক্ষক ভক্ষক হবে কিনা অমিয়া সেই ভয়ই করচে।

লতিকা। সে সম্বন্ধ তোমাতে ব্যানার্জ্জীতে ছিল, ওঁতে আমাতে নেই। কি বলেন বিনয়বাবু!

বিজলী। লেফ্‌ন্যাণ্ট সেন এখনো আসচেন না কেন?

অমিয়া। car খানা নিয়ে আমি তাকে তুলে আনি!

সেতুর দিক হইতে একটা চীৎকার আসিল। সকলে সেইদিকে চাহিল। দেখা গেল দামী চোগাচাপকান পরিহিত একটি অদ্ভুত চেহারার লোক।

লতিকা। বিলি! বিলি! ওটিও কি তোমার রূপ-পিয়াসী পতঙ্গ?

বিজলী। রামসেবক বাবু যে!

রামসেবক। (সেতুর উপর হইতে) বিজলী দেবী ওখানে আছেন? বিজলী দেবী!

বিজলীর পাশে যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রামসেবক আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া যুক্ত কর দু'খানি মেগাফোনরূপে ব্যবহার করিয়া কহিল:

আপনারা বলতে পারেন বিজলী দেবী ওখানে আছেন? ও বিজলী দেবী!

বিনয়। (রামসেবকের অনুকরণ করিয়া) এগিয়ে আসুন পতঙ্গ দেব! এগিয়ে আসুন।

আবার হাসির রোল উঠিল। রামসেবক ভুঁড়ি দোলাইয়া দোলাইয়া অগ্রসর হইল

লতিকা। বিলি, সত্যি বলত ভাই, কি ফন্দী এঁটে আজকের এই পার্টির ব্যবস্থা তুই করিচিস্? চিড়িয়াখানা করবার সখে নাকি?

বিজলী। নিজেও থাকব সেই চিড়িয়াখানায়।

রামসেবক। কই মশাই, কে বল্লেন বিজলী দেবী এইখানেই আছেন!

বিনয়। চোখ থাকলেই দেখতে পাবেন।

রামসেবক। আরে মশাই, চোখ, কান, নাক সব বেভ্‌ভুল হয়ে গেছে।

লতিকা তাহার সাম্নে গিয়া ভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইল। রামসেবক তাহাকে দেখিয়া চোখ কপালে তুলিল

লতিকা। তার মানে?

রামসেবক। ওরে বাবা!

সুপ্রিয়া। কই মশাই মানেটা বল্লেন না?

রামসেবক। গুলিয়ে গেল! গুলিয়ে গেল!

বিনয়। ন্যাকামো করবেন না, বলুন মানে কি!

রামসেবক। দাঁড়ান, মারবেন না। মনে করে বলচি।

লতিকা। ভেবে চিন্তে যা বলতে হয়, তা আমরা শুনি না।

রামসেবক। ও। তা আপনারা কি শুন্তে ভালোবাসেন?

লতিকা। অর্থহীন স্তুতিবাদ!

সুপ্রিয়া। নিছক সব মিথ্যা!

রামসেবক। বুঝতে পারচি না!

বিজলী অমিয়াকে ঠেলিয়া দিল

লতিকা। বেশ বুঝতে পারচেন। এইবার বলুন মানে কি?

রামসেবক। আজ্ঞে দেখুন কথার মানে থাকে আমি জানি, যদিও সব কথার মানে জানি না। তা নাই জানলুম। কিন্তু কথাটা কি বলেছিলুম তাই যে মনে নেই।

লতিকা। বলেছিলেন চোখ কান নাক······

রামসেবক। ও মনে পড়ে গেছে, মনে পড়ে গেছে!

লতিকা। হাত দিয়ে দেখিয়ে দোব ?

রামসেবক। না, না, ঠিক মনে পড়েচে। শুনলে সবাই খুশী হবেন। ওই পোলের ওপর দাঁড়িয়ে যখন এ দিকে চেয়ে দেখলুম, তখন ভাবলুম বিজলী দেবীর বাগিচায় বুঝি রাশি রাশি ফুল।

মিঃ ব্যানার্জ্জী আগাইয়া আসিল

মিঃ ব্যানার্জ্জী। আমাদেরও কি ফুল বলে ভুল করলেন ?

রামসেবক। আজ্ঞে না। ফুলবাগানে আগাছাও গজায়, আমি জানি।

সকলে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ব্যানার্জ্জী মুখ কালো করিয়া বিজলীর কাছে গিয়া কহিল :

পার্টিতে সব রকম লোক নিমন্ত্রণ করতে হয় না।

বিজলী। অভিনয়, মিঃ ব্যানার্জ্জী, সবই অভিনয়।

রামসেবক। তারপর খানিকটা যখন এগিয়ে এলুম তখন মনে হোলো ফুলগুলো যেন পাখী হয়ে কূজন করচে।

লতিকা। কি কি পাখী মনে করেছিলেন ?

রামসেবক। দোয়েল, শ্যামা। ভুল করেছিলুম এখন বুঝতে পারচি।

লতিকা। এখন কি দেখচেন ?

রামসেবক। এখন দেখচি সবগুলোই ফিঙে, পিছু নিয়েচে।

পুরুষেরা হাততালি দিল। লতিকা ছুটিয়া আসিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জীর হাত ধরিয়া

লতিকা। মিঃ ব্যানার্জ্জী! আপন দোসর মিলেচে। আস্থন।

স্থপ্রিয়া। (দূর হইতে) আস্থন মিঃ ব্যানার্জ্জী!

মিঃ ব্যানার্জ্জি। Excuse me, I hate this vulgarity.

লতিকার হাত ছাড়াইয়া লইল

লতিকা। বেশ! না এলেন।

লতিকা রামসেবকের কাছে গিয়া কহিল :

তারপর রামসেবক বাবু নাক বেভ্‌ভুল হলো কেন?

রামসেবক। আপনাদের এক একজনের আঁচল বাতাসে উড়ে এমন গন্ধ ছড়াচ্ছে যে নাকটা কামারের হাঁপড়ের মত ফুলচে আর চুপসে যাচ্ছে। কোনটা নেবে, কোনটা ছাড়বে। বাপস্!

বিনয়। দেখে, শুনে, শুঁকে কি মনে হচ্ছে?

রামসেবক। আপনি ত আচ্ছা লোক মশাই! বুঝতে পারচেন না মন আমার ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলচে, বুক ভিতরে টিক্...টিক্...টিক করচে।

লতিকা। আর নাকত হাঁপড়ের মত ফুলচে আর চুপসে যাচ্ছে!

মিঃ ডাট। সবই তাই বেভ্‌ভুল হয়ে যাচ্ছে!

রামসেবক। বলুন ত, এখন কি আর বুঝতে পারি যে স্বর্গে আছি না মর্ত্ত্যে আছি, নারী দেখচি না পরী দেখচি, মানুষ দেখচি না অমানুষ দেখচি! বেভ্‌ভুল হব না!

স্থপ্রিয়া। এখন কি করবেন ভেবেচেন?

রামসেবক। বিজলী দেবীকে খুঁজে বার করব।

বিনয়। আরে! এ ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণই হয়নি।

মিঃ ডাট। বিনা নিমন্ত্রণে এসেচে।

বিনয়। নইলে বিজলী দেবীকে খোঁজে।

সুপ্রিয়া। আপনি আমাদের দলের নন্?

লতিকা। দলের জেনেই আমরা আপনার সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করিচি।

সুপ্রিয়া। কারণ আমরা জানি আমাদের আত্মীয়রা তাতে ক্ষুণ্ণ হবেন না।

মিঃ ডাট। কিন্তু দলের বাইরের কেউ এলে আমরা তাকে মার্জ্জনা করব না।

রামসেবক। আজ্ঞে শাবলের মতো ওই হাত দু'খানা অত ঘন-ঘন নাড়বেন না!

মিঃ ডাট। নাড়বনা! আপনি আমার স্ত্রীকে ফিঙে বলেচেন!

লতিকা। আমাদের পরম প্রীতির পাত্র বাংলার এই ডনজুয়ানদের আপনি আগাছা বলেচেন।

সুপ্রিয়া। আমাদের রুচির, কৃষ্টির, প্রগতির, প্রশংসা করেন নি।

রামসেবক। অন্যায় করিচি। তার জন্যে ক্ষমাও চাইচি। এইবার দয়া করে আমায় বিজলী দেবীর সন্ধানটা দিন। কেমন যেন বেভ্‌ভুল হয়ে গেলুম!

বিনয়। বিজলী দেবী কে?

রামসেবক। এই বাগান যাঁর।

বিনয়। বাগান যাঁর, তিনি ত ওই বসে।

রামসেবক। এ বাগান ওঁর? ওই মেমসাহেবের?

বিনয়। হ্যাঁ, খানসামা, খিদমৎগার, ওঁর ঢের আছে। ওই আসচেও এ-দিকে!

সত্যাই 'বয়'রা ট্রে লইয়া প্রবেশ করিল

রামসেবক। দোহাই মেমসাহেব, আমি ভুল করিচি, ভুল করে এই বাগানে এসেছি। আপনি আমার ধর্ম্মমা মেমসাহেব, আপনার······

পায়ে পড়িতে অগ্রসর হইল, বিজলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া

বিজলী। ওকি রামসেবক বাবু! আপনি ভুল করেন নি। এটা আমারই বাগান। ওঁদের মত আপনিও আমার নিমন্ত্রিত।

রামসেবক। আ-প-নি! বাঙালীর মেয়ে ছিলেন!

বিজলী। আজও তাই আছি।

রামসেবক। এই বিদেশী পোষাক?

বিজলী। আপনার ওটাও ত বিদেশী।

রামসেবক। এ স্বদেশী। আমার বাপ-খুড়োও পরে গেছেন।

বিজলী। আমারও মেয়ে নাতনীরা এই পোষাক পরে একেই একদিন স্বদেশী করে নেবে।

রামসেবক। কিন্তু দরকার কি তার?

বিজলী। আপনারই বা কি দরকার ছিল ওই চোগা-চাপকান পরবার? ধুতি পরে এলেও আমি তাড়িয়ে দিতুম না। লজ্জা নিবারণের জন্য পাঞ্জাবীরই বা দরকার কি; কোট সার্ট চোগা চাপকানেরই বা

প্রয়োজন কি ? সবই সখ। সখই ওদের স্বদেশী করেচে। আমার মত যাদের সখ হবে তারা একেও স্বদেশী করে তুলবে।

রামসেবক। কিন্তু দেখেই যে বিদেশিনী মনে হয়।

বিজলী। ওই শাড়ী-পরা মেয়েটিকে কি মনে হয়, বলুন ত।

সুপ্রিয়াকে দেখাইয়া দিল

রামসেবক। ওঁকে ত অশ্বিনী বলে ভুল হয়!

বিজলী। ও কিন্তু স্বদেশী, একেবারে বিশুদ্ধ বেনারসী, পরেই এসেচে। সত্যিকারের স্বদেশী পোষাক পরে যদি আমরা দাঁড়াই, তাহলে আপনাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা আমাদের পক্ষে দায় হয়ে উঠবে। দেখতে চান ত আমার লাইব্রেরীতে এসে অজন্তার ফ্রেস্কোগুলো একদিন দেখে যাবেন।

বিনয়। না, না, সে ওঁকে দেখাবেন না। উনি ভাববেন সেগুলো রাস্তার হকারের কাছ থেকে কেনা প্যারিস পিকচার্স!

বিজলী। ও-সব থাক। আপনি বসুন, চা আনচে। আপনারাও চা-টা খেয়ে নিন।

মিঃ ডাট। কিন্তু কী সব হবে শুনেছিলুম।

বিজলী। হবে বৈকি! লফ্‌ট্যাণ্ট সেন এলেই সুরু হবে। তাঁরই receptionএর আয়োজন কিনা!

মিঃ ব্যানার্জ্জী। He has kept us waiting for a pretty long time.

বিজলী ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল :

বিজলী। Are you bored Mr. Banerjea?

মিঃ ব্যানার্জ্জী। না, না, ঠিক তা নয়, তবে ওঁরা এলে খুব খুশী হতুম।

বিজলী। ওঁরা আসবেন। আমি আসচি মিঃ ব্যানার্জ্জী। লতিকা, তোমাকে ভাই ওই টেবিলে যেতে হবে। মিঃ ব্যানার্জ্জী একা রয়েচেন।

লতিকা তাহাই গেল

মিঃ ডাট!

মিঃ ডাট। At your command!

বিজলী। আশা করি রামসেবক বাবুকে সুপ্রিয়ার পাশে আসন দিতে আপনার আপত্তি হবেনা।

মিঃ ডাট। কিছু নাঃ। শুধু উনি যেন না বেভ্‌ভুল হয়ে মনে করেন সুপ্রিয়া ওঁরই স্ত্রী!

রামসেবক। সে ভয় নেই আপনার। আমার স্ত্রী যিনি, তাঁকে ভোলা বড় শক্ত।

বিজলী। আঃ ওই ওঁরা এসেচেন।

সেতুর উপর সুবোধ আর অমিয়া দাঁড়াইল। অমিয়ার কাঁধে ভর দিয়া সুবোধ চারিদিকে দেখিতে লাগিল

রামসেবক। বাঃ বাঃ দুটিতে বেশ মানিয়েচে ত।

সুপ্রিয়া। কাদের কথা বলচেন?

রামসেবক। ওই যে স্বামী-স্ত্রী ·····

মিঃ ডাট। আবারো বেভ্‌ভুল হলেন!

সুপ্রিয়া। ওরা ভাই-বোন।

চায়ের পেয়ালা রাখিয়া রামসেবক উঠিয়া দাঁড়াইল

রামসেবক। ভাই-বোন!

মিঃ ডাট। ওকি উঠলেন কেন?

রামসেবক। সোমত্ত বোনকে নিয়ে অমন করে……

মিঃ ডাট। বসুন, মশাই, বসুন।

টানিয়া বসাইল

লতিকা। অমিকে কেমন মানিয়েচে বলুন ত?

মিঃ ব্যানার্জ্জী। মন্দ কি!

লতিকা। কদিন ত খুব মিশলেন ওর সঙ্গে।

মিঃ ব্যানার্জ্জী। And found her too hard a nut to crack! আর তা ছাড়া ও ছিল উপলক্ষ।

লতিকা। লক্ষ্য?

মিঃ ব্যানার্জ্জী। Do'nt pretend ignorance.

লতিকা। আজই কি লক্ষ্যভেদ করবেন?

মিঃ ব্যানার্জ্জী। তৈরি হয়েত এসেচি!

পকেট হইতে একটা case বাহির করিল

দেখুন ত কেমন মানাবে!

নেকলেস বাহির করিল

লতিকা। বাঃ চমৎকার!

দেখিতে লাগিল। সকলের দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িল। রামসেবক উঠিয়া তাহাদের কাছে গিয়া কহিল :

রামসেবক। একবার দেখতে দেবেন ?

মিঃ ব্যানার্জ্জী উহা লইয়া caseএ রাখিতে রাখিতে কহিল :

মিঃ ব্যানার্জ্জী। এটা দোকানের জিনিষ নয়।

caseটা পকেটে পুরিল। রামসেবক চাপকানের বোতাম খুলিয়া পকেট হইতে একটা বড় case বাহির করিয়া আরো সুন্দর একছড়া নেকলেস বাহির করিয়া লতিকার হাতে দিল

দেখুন ত কেমন ?

লতিকা। বাঃ! দেখলেই গলায় পরতে ইচ্ছে হয়।

রামসেবক। না, না, তা করবেন না। বাড়ী নিয়ে যেতে না পারলে বড় বিপদে পড়তে হবে।

লতিকা। আপনার স্ত্রীর জন্যে কিনেচেন বুঝি!

রামসেবক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা একরকম স্ত্রী বৈকি!

অমিয়ার কাঁধ ছাড়িয়া সুবোধ এবার বিজলীর কাঁধে ভর দিয়া অগ্রসর হইয়া রামসেবকদের সাম্নে আসিয়া দাঁড়াইল

বিজলী। বাঃ ও নেকলেসটা কার ?

লতিকা। রামসেবক বাবুর স্ত্রীর। লেফ্‌ন্যাণ্ট সেনের ক্রাচ্ কোথায় গেল ?

বিজলী। আমি ভার বইবার ভার নিয়েচি কিনা, তাই ক্রাচ্ উনি ফেলে দিয়েচেন !

সুবোধ। এমন support পাব জানলে পাটাকে ভালো হতে দিতুম না।

লতিকা। এস ভাই অমি, তোমার যায়গাটিতে বোস।

বিজলী। না, না, অমি আর বসা চলবেনা। এবার তোমাদের কাজ শুরু কর। সুপ্রিয়া ওঠ। মেয়েরা বসে রয়েচে। যাও লতিকা।

লতিকা। রামসেবক বাবু যে আবার বেভ্ভুল হয়ে উঠবেন।

অমিয়া। এস তোমরা।

তাহারা চলিয়া গেল

বিজলী। রামসেবক বাবু, ইনি যুদ্ধ থেকে এসেচেন লেফ্টন্যান্ট সেন।

রামসেবক। যুদ্ধে গিয়েছিলেন! দূর্! তামাসা করচেন!

বিজলী। তামাসা করব কেন?

রামসেবক। তলোয়ার কোথায়?

সুবোধ। দেশে ফিরে যাত্রাওলাদের দিয়ে দিয়েচি।

রামসেবক। বেশ করেচেন। ওসব কাছে না রাথাই ভালো।

বিজলী। মিঃ ব্যানার্জ্জী একা রয়েচেন।

মিঃ ব্যানার্জ্জী। যাঁরা ছিলেন, তাদের ত তাড়িয়েই দিলেন।

বিজলী। একা সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকতে চাই বলে।

মিঃ ব্যানার্জ্জী। আপনি যে সম্রাজ্ঞী সে কথা আগেই বলিচি।

বিজলী। তাই নাকি! সম্রাট কোথায়, কোথায় সিংহাসন? চারিধারে শুধুইত পাত্র-মিত্র দেখচি।

রামসেবক। একি! আলো নিভে যাচ্ছে কেন? বিজলী দেবী?

বিজলী। ভয় কি! আমিইত আছি।

ক্রমে ক্রমে মঞ্চের সব আলো নিভিয়া গেল। বাজনা বাজিতে লাগিল। একটি মেয়ে একক নৃত্য করিল। নৃত্য শেষ হইলে সকলে করতালি দিল।

রামসেবক। ওই নাচিয়েরা কারা?

মিঃ ডাট। দেখবেন আবার বেভ্‌ভুল হয়ে পড়বেন না।

রামসেবক। দিলেরে দিলে, আবার সব গুলিয়ে দিলে।

ব্যানার্জ্জী। Now a song from our must charming hostess!

অনেকে। হ্যাঁ; হ্যাঁ, একখানা গান, একখানা গান!

বিজলীর গান

আজি বসন্ত পুনঃ ঘুরে এলো
ফুলহারা ফুলবনে।
মুখরিত হ'লো সারা বনতল
ভ্রমর গুঞ্জরণে।
পুষ্পিত তরু শাখে,
(এবে) কত বিহঙ্গ ডাকে;
সুর এসে তায় বাঁধি নিল নীড়
বাণী বিচিত্রা সনে।
যে ফুল ফুটিল প্রাতে,
জাগিল চাঁদিনী রাতে
ছড়াল গন্ধ দিকে দিকে তার
চঞ্চল সমীরণে।

গান শেষ হইবার পর সকলে করতালি দিল

লতিকা। বিলি, বিলি ওরা ভাই ওদিকে আবার নাচ জমিয়ে তুলেচে। তোমরা চল। আসুন রামসেবক বাবু!

রাম। আমি!

লতিকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি। আজকার রাসোৎসবে আপনিই হবেন আমাদের মদনমোহন।

বলিয়া টানিয়া লইয়া গেল।
মঞ্চে রহিল শুধু সুবোধ
আর বিজলী

সুবোধ। আজ এ কি আয়োজন করেচেন আপনি!

বিজলী। পূজা যদি দিতেই হয় ষোড়োশোপচারে দেওয়াই ভাল।

সুবোধ। কার উদ্দেশ্যে এই পূজা।

বিজলী। পূজা শেষে বাসিফুল ফেলে রেখে চলে যেতে যাদের ব্যথা লাগেনা।

সুবোধ। যাবার ব্যথা আর আসার আনন্দ যদি না জীবনে থাকত, তাহলে মানুষ যে হাঁপিয়ে উঠত।

বিজলী। এম্নি কতবার পূজার আয়োজন কর্‌লুম, কতবার জ্বেলে তুল্লুম আলোর মালা, কতবার সেই পূজার ফুল শুকিয়ে গেল, আলো গেল নিভে!

সুবোধ। আপনার এ-কথা সত্যি?

বিজলী। নইলে জীবনের এতগুলো বসন্ত কি কান্ত বিহনে বিফলে যায়।

সুবোধ। এই রূপ ?

বিজলী। রূপ পিয়াসীরা দৃষ্টি দিয়ে ভোগ করেই চলে গেল।

সুবোধ। এই পরশ ?

বিজলী। সাহস করে কেউ স্বাদ নিতে পারল না। চোরের মত লোভ নিয়ে, ভীরুর মত ভয় নিয়ে যারা এল, তারা কি পেয়ে তৃপ্ত হয়ে চলে গেল তারাই জানে। কিন্তু আমার মনে জমিয়ে রেখে গেল ঘৃণা।

সুবোধ। ঘৃণা!

বিজলী। ঘৃণা হবে না! একটির পর একটি শিক্ষিত, সদ্বংশজাত, সুপুরুষ এসে মনে কত আশাই না জাগিয়ে তুল্ল। আত্মদানের জন্য তৈরি হয়ে যখন তাদের প্রশ্রয় দিলুম, তখন দেখলুম তারা কেউ চায় দেহ, কেউ চায় যৌবন, কেউ চায় বাবার ফেলে যাওয়া অগাধ সম্পত্তি,—এসবের অধিকারিণী যে, তাকে কিন্তু কেউ চাইল না।

সুবোধ। এমনটি কখনো শুনিনি।

বিজলী। না শুনলেও চোখে দেখেচেন। দুঃখু, দেখেও তা বোঝেন নি।

সুবোধ। আশ্চর্য্য!

বিজলী। কি আশ্চর্য্য!

সুবোধ। আপনার কথা-বার্ত্তায় আচারে-ব্যবহারে ধরাই যায় না যে এতখানি ব্যথা আপনার অন্তরে জমে উঠেচে।

বিজলী। আগুনের শিখাটাই লোকে দেখে। যে জ্বালা সেই শিখাকে জাগিয়ে তোলে তার কোন রূপ নাই বলে কেউ তা দেখতেও পায় না।

লতিকা এবং অন্যান্য মেয়েরা পা টিপিয়া টিপিয়া গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল

সুবোধ। এমনটি যে হতে পারে, আমি তা ভাবিনি।

বিজলী। কি করে ভাববেন, আপনি নিজেই ত অন্ধের মত চলেচেন!

গাছের আড়াল হইতে লতিকা প্রভৃতি বাহির হইয়া কহিল :

লতিকা। না, না, না, এটি আমরা হতে দেব না।

বিজলী। কি হতে দেবেনা!

লতিকা। আমরা নাচব, গাইব, আর তোমরা দুটিতে নিরিবিলি মুখো-মুখি বসে থাকবে সেটি চলবে না।

বিজলী। কি করবে তোমরা।

লতিকা। তোমাকে সাজা দোব লেফ্‌ন্যাণ্ট সেনকে নিয়ে গিয়ে।

বিজলী। সেটা যে খুব বড় রকমের সাজা হবে তা বুঝে নিয়েচ?

লতিকা। এটা সাজা নাও হতে পারে। কিন্তু তোমাকে একা দেখে মিঃ ব্যানার্জ্জী যখন ছুটে এসে পাশে বসবেন, তখন অবস্থাটা কি হবে বলত। ওই ত্যাখ, তিনি আসচেন।

বিজলী। ওঁর সঙ্গে অমি রয়েচে।

লতিকা। অমি উপলক্ষ, লক্ষ্য তুমি, তা তিনি জানিয়ে রেখেচেন। আসুন লেফ্‌ন্যাণ্ট সেন।

তাহাকে টানিয়া লইয়াই চলিল। তাহারা খানিকটা যাইতেই অমিয়া ছুটিয়া আসিল

অমিয়া। বিলি! বিলি!

বিজলী। কি হয়েচে, অমি, তুই কাঁপচিস কেন? বোস্।

অমিয়া। না বোসতে আমি পারব না। লোকটা এতবড় অসভ্য!

বিজলী। কে! কি করেচে সে!

অমিয়া। ওই ব্যানার্জ্জী! বল্লে···

বিজলী। থাক্ আমি বুঝিচি। তোকে আর সেই কুৎসিত কথাগুলো বলতে হবে না।

অমিয়া। শুধুই কি বল্লে, হাতে কি দিলে ছাখ্

নেকলেসের কেসটা তাহার সাম্নে ফেলিয়া দিল। বিজলী তাহা হাতে লইয়া কহিল:

বিজলী। গলায় পরিয়ে দিলে না?

অমিয়া। সে স্পর্দ্ধাও প্রকাশ করেছিল।

বিজলী। রাজী হলি না কেন?

অমিয়া। ওই নেকলেস আগুনের মালা হয়ে আমাকে পুড়িয়ে দিত না!

বিজলী। দিত নাকি!

অমিয়া। দিত না।

বিজলী। কি জানি!

নেকলেসটা দোলাইতে লাগিল

অমিয়া। তোমার জানবার কথাও নয়।

বিজলী। হয়ত নয়। কিন্তু একথা আমি জানি যে হাতে অস্ত্র না থাকলে পশুকে খোঁচাতে নেই। তুমি তাকে খুঁচিয়েছিলে অস্বীকার করতে পারবে না। দিনের পর দিন কিসের উন্মাদনায় তুমি তা করেছিলে, তুমিই জান।

অমিয়া। তোমার আধুনিকতার উত্তেজনায়।

বিজলী। আধুনিক হওয়া, স্বাধিকার আয়ত্ত করা, স্বাধীনতা ভোগ করা সহজ কাজ নয়। তোমার ভাগ্য ভালো পশু শুধু থাবা তুলেই সরে দাঁড়িয়েচে।

অমিয়া। এই সব লোককেও তুমি প্রশ্রয় দাও।

বিজলী। পশু শীকারে আনন্দ পাই বলেই তা করি। এখন, এই নেকলেসটা কি করবে?

অমিয়া। সকলে যখন এক যায়গায় জড়ো হবে, তখন তার মুখে ছুড়ে মারব!

বিজলী। যারা দেখবে তারা তা উপভোগ করবে সন্দেহ নেই, কিন্তু এখান থেকে গিয়ে চারিদিকে তোমারো কুৎসা রটাবে। তাই এটা আমার কাছেই থাক্। হয়ত আমাকে দিতেই এনেছিল, অভিমান করে তোমারই হাতে তুলে দিয়েচে।

অমিয়া। তুমি নেবে?

বিজলী। এমন দামী জিনিষ ফিরিয়ে দেবার মত বোকা মেয়ে আমি নই!

বিনয় কাছে আসিয়া কহিল :

বিনয়। অমি, মিঃ ব্যানার্জ্জী তোমার জন্যে অপেক্ষা করচেন।

অমিয়া। মিঃ ব্যানার্জ্জী আমার কে যে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন? তিনি অপেক্ষা করচেন বিলির জন্যে।

বিনয়। তাহলে ওঁকেই একা থাকতে দেওয়া উচিৎ।

বিজলী। তুমি আজ ওর সঙ্গে সঙ্গে থেকো বিনয়।

বিনয়। অবসর নেই।

বিজলী। আফ্‌শোষে যদি ভয় থাকে অবসর করে নাও। এ পথের শেষ অবধি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছুবার শক্তি ওর নেই।

বিনয়। যাবে অমি, আমার সঙ্গে?

বিজলী। ওর মন যা চায় মুখে তা বলতে ও লজ্জা পায়। ওর হাত ধরে নিয়ে যাও। আজ তোমার কাছেই ও আত্মসমর্পণ করবে।

সর্ব্বাঙ্গে চাদর জড়িয়ে একটি নারীমূর্ত্তি এসে দাঁড়াল

অমিয়া। ও কে!

মূর্ত্তিটি নামিয়া আসিল

বিজলী। বিপদে পড়ে নিশ্চয়ই কেউ এসেচেন। তোমরা একটু সরে দাঁড়াও

তাহারা চলিয়া গেল। মূর্ত্তিটি আগাইয়া আসিল

কাকে চান আপনি।

অবগুণ্ঠন সরাইয়া মলিনা কহিল :

মলিনা। আমি আপনার কাছেই এসেচি।

বিজলী। আপনি! কী সৌভাগ্য। বসুন, বসুন।

ধরিয়া বসাইল, নিজেও বসিল

মলিনা। আপনি আমার স্বামীকে মুক্তি দিন!

বিজলী। কেন, মনে নেই একদিন বলেছিলেন, আপনি জানেন আমি ছেড়ে দিলেও তাঁকে আপনি ফিরে পাবেন না?

মলিনা। আজও তাই জানি।

বিজলী। তবে?

মলিনা। তাঁকে আমি ফিরিয়ে নিতে আসিনি, অধঃপতন থেকে রোধ করতে চাইছি।

বিজলী। সে শক্তি যদি আপনার থাকে, তা হলে নিজেই তা করুন।

মলিনা। সে শক্তি আমার নেই।

বিজলী। আমার আছে?

মলিনা। আপনি বহু পুরুষকে নাচাতে পারেন, আমি পারি না।

বিজলী। ও নাচাতে পারি! তা আমি যা পারি, তাই করচি।

মলিনা। আপনি আকর্ষণও করতে পারেন, ছুড়েও ফেলতে পারেন।

বিজলী। বল্ নিয়ে খেলবার মতন?

মলিনা। অনেকটা।

বিজলী। প্রশংসা হোলো, না নিন্দা হোলো!

মলিনা। শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ হোলো।

বিজলী। আপনার স্বামী সম্বন্ধে কি ভয় আপনি করেন ?

মলিনা। তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়ে পড়বেন। জানেন হয়ত, তাঁর ছুটি ফুরিয়ে এসেচে। আপনাকে ছেড়ে তিনি যেতে পারবেন না। তাতে তাঁকে শুধু নিন্দার পাত্রই হতে হবে না, সাজাও পেতে হবে।

বিজলী। হ্যাঁ, পলাতক বলে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানাও বেরুবে।

মলিনা। তাঁর স্নেহ থেকে, ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবার ব্যথা হয়ত সওয়া যায়, কিন্তু তার কর্ত্তব্যচ্যুতির অগৌরব যে দুঃসহ। সন্তান যোদ্ধা এই গৌরবই তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে বাঁচিয়ে রেখেচে। আর সর্ব্বহারা আমারও জীবনে ওইটুকুই থাকবে সান্ত্বনা।

বিজলী। আপনার স্বামী হুজুগে পড়ে অথবা কোন একটি মেয়ের চোখে বড় হবার উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, কর্ত্তব্যবোধে নয়। আজ তিনি সে হুজুগের বাইরে এসে পড়েচেন, মেয়েটিরও বিয়ে হয়ে গেছে। যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন উৎসাহই তার আর নেই। শুধু মিথ্যে ওই গৌরবের লোভে স্ত্রী হয়ে তাঁকে আপনি যুদ্ধে ঠেলে পাঠাতে চান ?

মলিনা। তাঁর জীবনে কোন সত্যকেই প্রতিষ্ঠা পেতে দেখিনি। যদি এই মিথ্যার ভিতর দিয়েও সত্যের সন্ধান তিনি পান, তাহলে তাঁর আর আমারও ধর্ম্মপালন হবে।

বিজলী। আপনার মন ত খুব শক্ত।

মলিনা। আমার মন যাই হোক্‌, আমার আবেদন সম্বন্ধে কি করবেন বলুন ?

বিজলী। বসুন না আর একটুখানি।

মলিনা। না, আপনার উৎসবের বাইরে আপনাকে ধরে রাখতে চাই না।

বিজলী। আপনিও যোগ দিয়ে উৎসবকে সফল করে তুলুন।

মলিনা। উৎবস আমার জীবনে একটিবার এসেছিল—বিয়ের উৎসব! তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাই কোন উৎসবই আমাকে আর লুব্ধ করে না।

বিজলী। আপনি যা জান্তে এয়েচেন, তাই জান্তে পারলেই নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারেন?

মলিনা। হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত হতে পারি যে, তিনি আবার তাঁর কর্ত্তব্য পালন করতে পারবেন। তিনি দেশে এসেছিলেন আমাদের জন্য নয়, আইভিকে হারাবার ক্ষোভে। আপনাকে হারালেও তিনি যুদ্ধেই যেতে উঠবেন, এ আমি ঠিক জানি।

বিজলী। তারপর যুদ্ধ থেকে গৌরব নিয়ে তিনি যখন ফিরে আসবেন?

মলিনা। সে গৌরবের অংশ আপনাকে দিতে আমার কোন ক্ষোভ থাকবে না।

বিজলী কোন কথা কহিল না। মলিনার একখানি হাত টানিয়া লইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল

মলিনা। আর কোন প্রতিশ্রুতি আমি চাই না।

বিজলী। প্রতিশ্রুতি নয়, প্রার্থনা।

মলিনা। আগেইত বলিচি স্বামী সম্বন্ধে আর কোন দাবী নিয়ে আমি আপনার কাছে আসিনি, কোনদিনই আসব না।

বিজলী তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল :

বিজলী। কিন্তু সম-ব্যথার ব্যথী আমরা কি চিরজীবনের মত স্নেহের ডোরে বাঁধা থাকতে পারি না ?

মলিনা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিল :

মলিনা। এ যে আমার আশার অতীত।

বিজলী তাহার মাথাটা বুকে টানিয়া লইল— তাহারও চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে। মলিনার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বিজলী কহিল :

বিজলী। মিথ্যার মায়াজাল ছিঁড়ে ফেলবার দিনে, এই বন্ধনই সত্য হয়ে থাক্।

চোখ বুজিয়া মলিনার মাথার উপর চিবুক রাখিল—নিমীলিত নয়ন হইতেও অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সহসা বাজনা বাজিয়া উঠিল, নানা কুঞ্জ হইতে নর-নারী সকলে বাহির হইয়া পড়িল। দুজনাই চমকাইয়া দুজনাকে ছাড়িয়া দিল

মলিনা। আর ত এখানে থাকা ঠিক নয়।

বিজলী। চল, তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

মলিনা। চাকর গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়েই আছে। একা যেতে আমি পারব।

বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মলিনা তেমনই চাদর জড়াইয়া, অবগুণ্ঠন টানিয়া চলিয়া গেল। সকলে বিস্ময়ে তাহাকে দেখিতে লাগিল। বিজলী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল মলিনা সেতু পার হইয়া গেল। হঠাৎ যেন ভাঙিয়া পড়িল, চেয়ারে বসিয়া দুই বাহু রাখিয়া তাহার উপর মাথা রাখিতেই মিঃ ব্যানার্জ্জীর দেওয়া নেকলেসটা তাহার কপালে লাগিল। নেকলেসটা সে হাতে তুলিয়া লইয়া মাথা তুলিয়া দেখিতে লাগিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী ধীরে ধীরে আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেন। বিজলী তাহার দিকে চাহিয়া ম্লান হাসিল। কহিল :

বিজলী। দেখচেন কি! দান আন্তরিক হলে তা ঠিক যায়গাটিতেই পৌঁছয়।

ব্যানার্জ্জীর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল

মিঃ ব্যানার্জ্জী। হাতে নিয়ে যখন ধন্য করেচেন তখন···

বিজলী। গলায় পরাবার অনুমতি দিয়ে কৃতার্থ করতে হবে, কেমন?

মিঃ ব্যানার্জ্জী। অমন সুন্দর করে আমি বলতে পারতুম না। সত্যই কৃতার্থ হব।

বিজলী। দিন তবে।

নেকলেস তাহার হাতে দিল। ব্যানার্জ্জী নেকলেস লইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। দুই হাতে ধরিয়া উঁচু করিতেই বিজলী কহিল :

বিজলী উঁহু, হু, নাগাল পাবেন না। দাঁড়িয়েই পরিয়ে দিন।

ব্যানার্জ্জী আবার উঠিল। গলায় পরাইয়া দিল

ব্যানার্জ্জী। আমার এতদিনের আশা সফল হোলো।

ব্যানার্জ্জী বসিয়া পড়িল

মিজলী। মিঃ ব্যানার্জ্জী!

ব্যানার্জ্জী। বলুন।

বিজলী। এ দানকে মনে মনে স্বীকার করে নিতে একটু সময় লাগে। তাই একটুকাল আমি একা থাকতে চাই।

ব্যানার্জ্জী। announcementটা ?

বিজলী। খুব ঘটা করে announce করব বলেইত এই উৎসবের আয়োজন করিচি !

মিঃ ব্যানার্জ্জী। আর আমি এত বড় বেকুফ্ যে কিছুই বুঝিনি।

বিজলী। অমি যদি নেকলেসটা accept করত ?

মিঃ ব্যানার্জ্জী। আর এক ছড়া কিনতে হোতো।

বিজলী। অমির মুখে সব শোনবার পরও কি আমি তা গ্রহণ করতে পারতুম ?

মিঃ ব্যানার্জ্জী। সত্যিই বুদ্ধিটা আমার একটু মোটা। আপনি বসুন। আর আপনাকে বিরক্ত করবনা এখন।

মিঃ ব্যানার্জ্জী শিস্ দিতে দিতে চলিয়া গেল।
বিজলী দুই হাত দিয়া গলা ঘসিতে ঘসিতে কহিল

বিজলী। যেন ফাঁস পরিয়ে দিলে।

অমিয়া আসিয়া তাহার সাম্নে দাঁড়াইল

দেখচ কি! তোমার হাত যা সইতে পারলনা, তাই উঠ্‌ল আমার গলায়।

অমিয়া। পরতে পারলে!

বিজলী। এতদিন পুরুষেরই দর্প চূর্ণ করিচি আজ নীলকণ্ঠকেও লজ্জা দিয়ে বিষ নিলুম কণ্ঠে তুলে।

উঠিয়া দাঁড়াইল

অমিয়া। আশ্চর্য্য মেয়ে!

বিজলী। হ্যাঁ, রামসেবক বাবুও কি একটা এনেছেন শুনলুম।

অমিয়া। সেটিও চাই নাকি!

বিজলী। অনেক পুরুষ এসে চিত্ত যাচাই করে গেছে, বিত্তই বা দেবেনা কেন?

অমিয়া। বলতে তোমার লজ্জা হয়না?

বিজলী। কিছু না!

অমিয়া। আশ্চর্য্য!

বসিয়া পড়িল। বিজলী তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল

বিজলী। কেউ দেখে শেখে, কেউ শেখে ঠেকে। আমি ঠেকে শিখেচি, তুমি দেখেই সামলে নাও।

সকলে আগাইয়া আসিল

লতিকা। একি হোলো বিলি। আজ কিছুই জমল না!

বিজলী। বেচা কেনা হয়ে গেলে হাট ভেঙ্গে যায়, তখন সম্বলহীন দোকানীরা হাঁক-ডাক করেও হাট আর জমিয়ে তুলতে পারেনা।

লতিকা। তোমার এই ফিলজফিক মুডই সব মাটি করে দিল।

বিজলী। তোমার অমন জলিটিও...

লতিকা। জল্ হয়ে গেল। বিনয়বাবু বিষণ্ণ...

মিঃ ডাট। রামসেবক বাবু বেভ্ভুল...

সুপ্রিয়া। লেফ্ট্যাণ্ট সেন সিরিয়াস......

লতিকা। অমিয়া আনমনা .....

বিজলী। শুধু মিঃ ব্যানার্জ্জীই যেন কিসের গরবে বেলুনের মত ফেঁপে উঠেচেন।

মিঃ ব্যানার্জ্জী। Finly expressed, fair lady!

পিছন হইতে আসিয়া বাউ করিলেন

অমিয়া। He is the luckiest dog in the show!

মিঃ ব্যানার্জ্জী। Even the comparison is complimentary madam!

লতিকার সামনে গিয়া বাউ করিল। লতিকা উঠিয়া মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইল। বিজলী তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল:

বিজলী। সত্যকে প্রকাশ করবার এই সাহস আমাকে খুশী করেচে।

ললিতা। কণ্ঠের নেকলেসের সঙ্গে এই বাণী বেমানান হলো, বিফলেই গেল!

বিজলী। সুফলের প্রত্যাশায় নেচে ওঠা সব সময় ঠিক নয়। আপেলের মত সুফলও এককালে ট্রয় ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠেছিল। আমাদের শাস্ত্রের উপদেশই সেরা উপদেশ। ফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে কাজ করতে হয়। অমিয়া তা পারেনা বলেই দুঃখ পায়। কিন্তু সে কথা এখন থাক্! আপনাদের আমি নিমন্ত্রণ করিচি কেন, তাই বলি।

ফিরিয়া সুবোধের হাত ধরিয়া কাছে লইল

লেফ্‌ট্যাণ্ট সেন আজ আমার guest of honour.

মিঃ ডাট। Three cheers for Lt. Sen.

সকলে। হুর্‌রে! হুর্‌রে! হুর্‌রে!

বিজলী। অবশ্য যে সম্মান উনি নিজে অর্জ্জন করেচেন, আমাদের দেওয়া এই সম্মান তার তুলনায় কিছুই নয়। নিপীড়িত নর-নারীর মুক্তি কামনায় যিনি ঘর সংসার জীবন সবই উপেক্ষা করে যুদ্ধে যোগ দিয়েচেন, তিনি শুধু আজকার নয় আগামীকালেরও শ্রদ্ধার পাত্র।

মিঃ ব্যানার্জ্জী। হিয়ার! হিয়ার!

সকলের করতালি

বিজলী। পরস্বাপহারী পশু-শক্তির দাপটে সারা পৃথিবীর মানুষ যেদিন অতিষ্ঠ হয়ে তার উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হোলো, সেদিন লেফ্‌ট্যাণ্ট সেন, তখন কেমিষ্ট্রির মেধাবী ছাত্র মিঃ সেন, নিজেকে কেমিক্যাল ল্যাবোরেটারীর রুদ্ধ-দ্বারের অন্তরালে আবদ্ধ রাখতে

পারলেন না। যে কালচারের, যে অধিকারের, যে স্বাধীনতার প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল, শ্রদ্ধা ছিল ; যার ওপর তিনি অনেক আশা রাখতেন, তারই সমর্থনে তিনি বৈমানিকের বিপদ-সঙ্কুল জীবন বরণ করে নিলেন।

মিঃ ডাট্। বাঙ্গালীর ললাট থেকে কলঙ্কের দাগ মুছে নিলেন।

সকলে করতালি দিলেন

বিজলী। সাম্রাজ্য তাঁকে সম্মান দিয়েচে লেফ্‌ন্যাণ্টের মর্য্যাদা দিয়ে, শত্রু তাঁকে সম্মান দিয়েচে সংগ্রামে আহত করে, আমরা আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁকে সম্মানিত করতে পারি যদি তাঁরই অনুগামী হয়ে তাঁরই চলার পথে, স্বাধীনতা ও সাম্যের পথে, নির্ভয়ে অগ্রসর হতে পারি।

রামসেবক। বলেন কি! যুদ্ধে যাব কি! কেটে ফেলবে যে!

মিঃ ডাট। আসুন মশাই!

মিঃ ব্যানার্জ্জী। She speaks of a sacred duty.

বিজলী। সত্য বলেচেন মিঃ ব্যানার্জ্জী। বিপন্ন নর-নারীর পরিত্রাণ, দেশে দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন বড় পবিত্র ব্রত। সেই ব্রত নিয়ে, সেই মহাপুণ্যের কাজে আত্মনিয়োগ করে যিনি আমাদের গৌরবের পাত্র হয়েচেন, সেই লেফ্‌ন্যাণ্ট সেনকে আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

মিঃ ব্যানার্জ্জী। Long live Lt. Sen.

সকলে হাত তালি দিল

সুবোধ। সামান্য সৈনিক আমি যে মহাযজ্ঞে যোগ দেবার অধিকার পেয়েচি, মনে প্রাণে জানি, আমি তার যোগ্য নই। নিজের

অক্ষমতার জন্য মনে মনে যখন গ্লানি অনুভব করি তখন বন্দিনী সীতা-উদ্ধারে কাঠ-বিড়ালীদের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি স্মরণ করি। সত্যই সভ্যতা-সীতা আজ অসুর-উপদ্রবে লাঞ্ছিতা, সত্যই মানুষের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। সত্যই আজ গণদেবতা ডিক্টেটরী স্বৈরাচারে সংক্ষুব্ধ। যুগে যুগে বুকের রক্ত ঢেলে মানুষ যে অধিকার অর্জ্জন করেচে, যে স্বৈরাচারের মূলচ্ছেদ করতে চেয়েচে, যে গণমতকে সকলের উপরে স্থান দিয়েচে, সেই অধিকার, সেই নিয়মতান্ত্রিকতা, সেই ডেমোক্রেশী যদি আজ লোপ পায়, তাহলে অতীতের সমস্ত ত্যাগ, সমস্ত দুঃখভোগ, সমগ্র সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। দেশপ্রীতি, মানবপ্রীতি, মহামানবের মিলনক্ষেত্র রচনার কল্পনা যদি মানুষকে নতুন জগৎ তৈরীর প্রেরণা দেবার অবসর না পায়, আবার যদি আরণ্য যুগে মানুষকে ফিরে যেতে হয়, চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত দাবী করা যদি ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হয়, শক্তিমানের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য যদি সর্ব্বদাই সন্ত্রস্থ থাকতে হয়, তাহলে কে নিশ্চিন্তে এই পৃথিবীতে বাস করতে পারবে ? কোন দেশ নয়, কোন রাষ্ট্র নয়, কোন ব্যক্তি নয়, আমি নই, and belive me ladies & gentlemen আপনারাও নন।

মিঃ ব্যানার্জ্জী। হিয়ার! হিয়ার!

মিঃ ডাট। We are also exposed to a grave danger.

সুবোধ। Surely you are!

রামসেবক। আমাদের বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি ?

সুবোধ। থাকবে না।

রামসেবক। আমাদের আমানতী টাকা ?

সুবোধ। দুর্ব্বৃত্তরা কেড়ে নিয়ে যাবে।

রামসেবক। আমাদের ছেলে-মেয়ে ?

সুবোধ। আশ্রয় হারিয়ে পথে পথে ফিরবে যেমন ইউরোপের লাখো লাখো শিশু, বৃদ্ধ, নর-নারীকে তাই করতে হয়েচে। রাষ্ট্র ভেঙ্গে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার আর্থিক ব্যবস্থা লোপ পেয়েচে, তার সমাজবন্ধন ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে, মানুষের স্বাধিকার হয়েচে বিজয়ীর উপহাসের বিষয়। আমি স্থির জানি একের আধিপত্য চিরস্থায়ী হবেনা, আমি বিশ্বাস করি গণদেবতা গর্জ্জে উঠে একনায়কত্বের দর্পে স্ফীত অসুরশক্তিকে ধূলোয় মিশিয়ে দেবেন, আমি আশা রাখি বিপুলা এই পৃথ্বী সাম্যের প্রভাবে আবার শান্তির সন্ধান পাবে। এই বিশ্বাস, এই আশা নিয়ে স্বদেশের জন্যও যেমন তেমন বিদেশেরও জন্য যুদ্ধে যোগদান আমি কর্ত্তব্য বলে মনে করিচি। আমি জানিনা এ বিশ্বাস আপনাদের আছে কি না, এ আশা আপনারা রাখেন কি না। তাই আপনাদের অভিনন্দনে উৎফুল্ল হব, কি mere formality বলে গ্রহণ করব, তা বুঝতে পারচিনে। আপনাদের সঙ্গ আমাকে প্রীতি দিয়েচে, আপনাদের মধুর ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেচে। তাই আপনাদের আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। রণস্থলে চারিদিকে যখন আবার মানুষেরপ্রতি মানুষের নির্ম্মম নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখতে পাব, তখন আপনাদের স্মৃতিই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারে, অনাত্মীয়কেও পরম আত্মীয় জেনে বুকে ঠাঁই দিতে পারে !

সকলে হাততালি দিল। সুবোধ বাউ করিয়া বসিয়া পড়িল।

মিঃ ব্যানার্জ্জী। Now the great announcement, the biggest surprise of the night !

বিজলী ব্যানার্জ্জীর দিকে চাহিয়া দেখিল তারপর কহিল :

বিজলী। আমি ভুলিনি মিঃ ব্যানার্জ্জী।

লতিকা। আমরা শুন্তে চাই ভাই বিলি।

মিঃ ডাট। Enough of war and politics. Let us have something bright & pleasant !

বিজলী। আপনারা শুনে খুসি হবেন যে আমাদের বহুদিনের পুরাতন বন্ধু, আমাদের একান্ত সুহৃৎ শ্রীযুক্ত পুলকেশ ব্যানার্জ্জি আজ আমার অন্তরের সব চেয়ে বড় কামনা পূর্ণ করবার জন্য আমার প্রার্থনারও অপেক্ষা না করে বহুমূল্য এই নেকলেস ছড়া যুদ্ধে সর্ব্বহারা নারী ও শিশুদের সাহায্য ভাণ্ডারে দান করে তাঁর মহত্ত্বের, তাঁর উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।

সকলে হাততালি দিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী বিজলীর পাশ হইতে সরিয়া গেলেন

লতিকা। মিঃ ব্যানার্জ্জী! এই সাধু সঙ্কল্পটা এমন সযত্নে গোপন রেখেছিলেন আপনি!

অমিয়া। আমাকে ক্ষমা কর ভাই বিলি। আমি না বুঝে তোমার ওপর অবিচার করেছিলাম।

বিজলী। শুধু যে মিঃ ব্যানার্জ্জীই তাঁর উদারতার পরিচয় দিলেন তা নয়, আমার পরম হিতৈষী মহাপ্রাণ রামসেবকবাবুও……

রামসেবক। আমি! আমি আবার কি করলাম!

বিজলী। রামসেবকবাবু ডান হাত দিয়ে যা দান করেন, বাঁ-হাতকেও তা জানতে দেন না। এমন নীরব দাতা বাংলায় বিরল। আমার আমন্ত্রণ পেয়ে এখানে এসে আমার উদ্দেশ্য অবগত হয়ে তিনি এমনই অনুপ্রাণিত হয়েচেন যে গৃহিণীর জন্য ক্রীত বহুমূল্য একছড়া নেকলেস্ তাঁর গৃহিণীর নামে আমাদের দান করতে মনস্থ করেচেন।

সকলে হাততালি দিল

রামসেবক। আমি…আমি…

বলিতে বলিতে নেকলেস বাহির করিলেন

লতিকা। জানি আপনি বেভ্ভুল হয়ে গেছেন।

রামসেবক। সত্যিই যে বেভ্ভুল হয়ে গেলুম।

বিজলী। আমি জানি দশজনকে দেখিয়ে দান করতে আপনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনাকে লজ্জা জয় করতে হবে। কেননা আপনার দৃষ্টান্ত এখানকার সকলকেই অনুপ্রাণিত করবে। সর্ব্বজন সমক্ষেই আপনি দান করুন।

রামসেবক। কিন্তু এঁদেরও দিতে হবে। (লতিকাকে দেখাইয়া) এই মেয়েটি সর্ব্বাঙ্গ গয়নায় মুড়ে এসেচে। একেও ছাড়বেন না কিন্তু।

বলিতে বলিতে আগাইয়া আসিয়া বিজলীর প্রসারিত হস্তে নেকলেস তুলিয়া দিলেন

মিঃ ডাট। Three Cheers for Ramsevak Babu.

সকলে। হুর্‌রে! হুর্‌রে! হুর্‌রে!

লতিকা। আপনারা ওর দানের মর্য্যাদা দিতে পারলেন না। এই মহাবীরজী···

রামসেবক। মহাবীরজী বলচেন কেন?

লতিকা। রামসেবক যে, সেই ত মহাবীর হনুমান!

রামসেবক। ফিরিয়ে দিন আমার নেকলেস, ফিরিয়ে দিন।

লতিকা। না, না, ও-কথা মুখ দিয়ে বার করবেন না।

রামসেবক। কেন?

লতিকা। আপনাকে আমরা মহাবীর করলুম সেই ভালো। দান করে ফিরিয়ে নিলে কালীঘাটের······

রামসেবক। কুকুর হতে হয়! ওরে বাবা! এদের পাল্লায় পড়লে মানুষকে হনুমান হতে হয়, কুকুর হতে হয়! ওরে বাবারে, বাবারে, বাবা।

লতিকা। Now, Three Cheers for the hero of the heroes, Mahabir the Great!

সকলে। হুর্‌রে! হুর্‌রে! হুর্‌রে!

ভারত ছুটিতে ছুটিতে আসিলেন

ভারত। Stop! Stop ye Philistines! Stop this orgy! দিকে দিকে আজ আর্ত্তের আর্ত্তনাদ, গৃহহারা, অন্নহারা মানুষ দুঃখের বোঝা নিয়ে নুয়ে চলেচে আশ্রয়ের সন্ধানে আর ভাবনাবিহীন, দায়িত্ববিহীন তোমরা এই নীতি-বিগর্হিত উচ্ছৃঙ্খলতায় দিবারাত্র মত্ত

রয়েচ! ভেবেচ ভগবানের অভিসম্পাত বজ্র হয়ে তোমাদের মাথায় পড়বেনা!

সুবোধ। বাবা!

ভারত। এই যে বাপের সুসন্তান, বংশের গৌরব, জাতির উজ্জ্বল আদর্শ! ধর্ম্ম, কর্ম্ম, মহত্ত্ব, সবই সাগরের জলে বিসর্জ্জন দিয়ে এসে পরম নিশ্চিন্তে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েচ। বাপ ভারতচন্দ্র শঙ্কায় সন্ত্রাসে উন্মাদ, স্বাধ্বী স্ত্রীর দু'চোখে বয় তপ্ত অশ্রুধারা, আর তুমি, মহাসমরের সৈনিক তুমি, ধনীর দুলালীদের নিয়ে কর নিত্য রাসোৎসব!

বিজলী। আপনি না জেনে ওঁকে আঘাত করচেন মিঃ সেন······

ভারত। ওরে রাক্ষসি, তোর ওই সর্ব্বনাশা রূপের আগুন দিয়ে তুই কি সর্ব্বস্ব গ্রাস করবি? ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে আমার বংশের দুলালকে!

বিজলীর হাত চাপিয়া ধরিলেন

বিজলী। আপনি বসুন, বসুন, মিঃ সেন।

তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিল

আপনার ছেলে আমারও নন, আপনারও নন—কালের।

ভারত। কালের! কোন্ কালের?

বিজলী। যে কাল ভৈরবের উগ্রমূর্ত্তি ধরে আজ আবির্ভূত হয়েচে। শুধু আপনার ছেলেই নয়, আজকার সবাই আমরা সেই কালের বলি। কালের দাবী আমাদের ঘর-ছাড়া করচে। তাই সংসার নয়, সন্ন্যাসই আমাদের সাধনা।

ভারত। সন্ন্যাস! বিলাস তোমাদের সন্ন্যাস, বিলাসিনী?

বিজলী। বিশ্বাস করুন, আজ থেকে সত্যিই আমি সন্ন্যাসিনী।

ভারত। তার পরিচয় তোমার ওই পোষাক।

বিজলী। দিনে দশবার আমি পোষাক পরিবর্ত্তন করি মিঃ সেন। কেমন করে বুঝবেন কোন পোষাকে আমার স্বরূপ প্রকাশ পায়? চিরদিনই কি খোলস নিয়ে আপনারা এম্নি মাতামাতি করবেন!

ভারত। আমি তোমার দিকে চাইতে পারচিনা। তোমার ওই পোষাক শুধু আমার চোখ দুটোকেই পুড়িয়ে দিচ্ছেনা আমার মনকেও ঝল্‌সে দিচ্ছে। কী কুৎসিত রুচি! হীন অনুকৃতি!

বিজলী। আপনি এসে পড়েচেন, ভালোই হয়েচে। নইলে আপনার ছেলের সঙ্গে এই রাতেই আমাকে আপনার বাড়ী যেতে হোতো।

ভারত। এই রাতে! আমার বাড়ীতে!

বিজলী। হ্যাঁ, এই Trust deed খানা দিতে।

পোষাকের ভিতর হইতে বড় একখানা খাম বাহির করিয়া

আমার সম্পত্তি, বাবার গচ্ছিত সমস্ত অর্থ, আমার অলঙ্কার···

ভারত। কাকে দান করতে চাও?

বিজলী। দেশ-বিদেশের গৃহহারা, আশ্রয়হারা, সর্ব্বহারাদের। আপনি Trustee.

ভারত। তুমি!

বিজলী। আমি কালের আহ্বান শুন্তে পেয়েচি, তাই সীমাহীন পথে আমি পা বাড়িয়েচি···

বলিতে বলিতে পোষাকটা খুলিয়া ফেলিল, ভিতর হইতে নার্সের পোষাক বাহির হইল

ঘর আমি বাঁধিনি, মনকে শেকল পরাইনি, তাই মহাকাল আমাকেও আহ্বান জানিয়েচেন।

বিউগল বাজিয়া উঠিল, সুবোধ চট করিয়া দাঁড়াইয়া স্যালুট করিল, বিজলী দুই পা পিছাইয়া স্যালুট করিল। মার্চ্চের বাজনা বাজিতে লাগিল, সকল আলো নিভিয়া গেল, শুধু সুবোধ আর বিজলীর উপর স্বর্ণাভ আলো পড়িল, তাহাও ক্রমে ক্রমে নিভিয়া গেল। যবনিকা পড়িবার পর বাজনা থামিবে ও প্রেক্ষাগারে আলো জ্বলিবে

চতুর্থ অঙ্ক

ভারতচন্দ্রের বসিবার ঘর। পরেশ বসিয়া আছে, ভারতচন্দ্র উত্তেজনায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। একটা ভৃত্য এক গ্লাস জল লইয়া আসিল। ভারতচন্দ্রের সামনে দাঁড়াইল।

ভারত। কি চাই ?

ভৃত্য। জল চেয়েছিলেন।

ভারত। ত্যাখ পরেশ, ত্যাখ ব্যবস্থাটা। তেষ্টায় বুক ফাটে, জল চাইলাম এল এই চাকরটা।

ভৃত্য। জলই ত এনেচি কর্ত্তা।

ভারত। দূর্ হয়ে যা। চাকরের হাতের জল আমি কোনদিন খেয়েচি পরেশ ?

পরেশ। বৌমা কোথায় রে !

ভৃত্য। বৌমা বাড়ী নেই।

ভারত। শোন পরেশ, বৌমা, গৃহলক্ষ্মী, সফরে বেরিয়েচেন। এখনও দাঁড়িয়ে রইলি ! যা হতভাগা। চলে যা !

চাকরটা চলিয়া গেল

খাবনা আমি জল ! বুক শুকিয়ে ফেটে চৌচির হোক ! ছেলে, বৌ, মেয়ে, জামাই, কারু যে গৃহে মন টেঁকে না সেই গৃহ আগলে আমি পড়ে থাকতে চাইনা।

দেয়ালে টাঙানো পত্নীর ফোটোর সাম্নে দাঁড়াইয়া
কহিলেন

শোনবার শক্তি যদি তোমার থাকে, তাহলে শোন, তোমার পরিত্যক্ত এই সংসার উচ্ছন্নে যেতে বসেচে—আমি আর গুছিয়ে রাখতে পারচিনে! পারচিনে!

জল লইয়া অমিয়া প্রবেশ করিল

অমিয়া। বাবা !

ভারত দ্রুত ঘুরিয়া কহিলেন

ভারত। কে!

অমিয়া। জল এনেচি।

ভারত। তুমি যে যাওনি, বাইরে!

অমিয়া। বাইরে আমার আর কাজ নেই।

ভারত। নেই ?

অমিয়া। না।

ভারত। তবে দে মা, জল দে, বড় তেষ্টা পেয়েছিল।

জল খাইয়া

আ-আ! বুকটা এম্নি ঠাণ্ডা করে রাখিস মা। বড় জ্বালা, বুঝলি মা বড় জ্বালা।

পরেশ। তুমি এবার বোস দাদা।

ভারত। হ্যাঁ, ভাই তোর পাশেই বসি। তোর স্নেহের দাম ওরা দিতে পারবেনা।

পরেশ। দাম পাবার লোভেই কি আমি স্নেহ দিই ?

ভারত। আমি তোর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি পাবার আশা না রেখে দিস্ কেমন করে!

পরেশ। আমি যে জানি জীবনে প্রাপ্য যা, তা আপনিই আসে— চাওয়ায় প্রকাশ পায় দৈন্য।

ভারত। সত্যি। আমি চাই বলেই ওরা আমায় দীন বলে জানে। সত্যি। তুই সত্যি বুঝিচিসরে পরেশ। কারু কাছে কিছু আর চাইবনা, ছেলের কাছে, ছেলের বৌয়ের কাছে, মেয়ের কাছে, জামাইয়ের কাছে কারু কাছে কিছু না! কিন্তু পরেশ .....

দুজনার দিকে দুজনা চাহিয়া রহিল

সকলের কাছে দম্ভ নিয়ে অটল থাকতে পারব, তোর কাছে ত পারবনা। দেখিচিস্ ত বার বার তাড়িয়ে দিয়েছি আর বার বার হাত ধরে টেনে এনেচি।

পরেশ। আমার কাছে যত পার চেয়ো দাদা, আমিও যত পারি দেবো।

ভারত। ব্যস! ব্যস! এইটিই আমার সম্পদ হয়ে রইল।

অমিয়া আবার আসিল

কি অমিয়া মা! আজ বুঝি কিছু টাকার দরকার হয়েচে ?

অমিয়া। না।

ভারত উঠিয়া তাহার কাছে গিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া কহিল :

ভারত। আরে! পরেশের সাম্নে চাইতে তোর লজ্জা হচ্ছে। লজ্জা কি! টাকার দরকার হলেত আমার কাছেই চাইবি, স্বামীটি ত এক পয়সা রোজগার করেন না।

অমিয়া। টাকার দরকার নাই।

ভারত। পরেশ উঠে এসত এদিকে!

পরেশ উঠিয়া আসিতে আসিতে কহিল

পরেশ। কেন কি হোলো?

ভারত। দ্যাখত! ওর কোন অসুখ হয়েচে কিনা! কথায় কথায় ও চটে উঠ্‌ত আর আজ ঘাড় হেট করে অত নরম সুরে কথা কইছে কেন?

পরেশ। কি হয়েচে রে পাগলি!

অমিয়া ম্লান হাসিল

অমিয়া। কিছুই হয়নি, কাকা।

পরেশ। খামকা অসুখ করবে কেন? বোস, একটুখানি বাপের পাশে গিয়ে বোস।

ধরিয়া ভারতের পাশে বসাইয়া দিল। পিতাপুত্রী কেহ কোন কথা কহিল না। একটু পরে ভারত উঠিয়া কহিল

ভারত। আমি সইতে পারিনা, পরেশ। আকাশের জমাট বাঁধা মেঘ আর ছেলে-মেয়েদের মুখে বিষাদের ছায়া আমি সইতে পারিনা; আমার শ্বাস রোধ করে দেয়!

পরেশ। বিনয় কোথায় রে অমি।

ভারত। সে বেরোয়নি!

অমিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল 'না'

পরেশ। দুষ্টু মেয়ে, ঝগড়া করে নীচে নেমে এসেচ!

ভারত। বিনয়বাবুর, জানলে পরেশ, বিষ নেই কিন্তু কুলোপানা চক্কর আছে।

অমিয়া। আমরা ঝগড়া করিনি কাকা।

ভারত। বিনয়! বিনয়! শুনচ ও মহামান্য বিনয়বাবু!

বিনয় চটির শব্দ করিতে করিতে নামিয়া আসিল

বিনয় নামিয়া আসিতেই ভারত কহিলেন :

ভারত। বলি, আমার মেয়েকে কষ্ট দেবার তুমি কে হে!

বিনয়। আপনার মেয়ে হয়ত কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু তার জন্যে দায়ী আমি নই, দায়ী আপনি!

ভারত। আমি!

বিনয়। আমার সঙ্গে তার বিয়ে আপনিই দিয়েছিলেন।

পরেশ। বেশ বলেচ বিনয়। বিয়েও দেবেন আবার চোখ রাঙাবেন। অন্যায় বৈকি!

বিনয়। অথচ ওঁর মেয়ের মেজাজ বোঝা দায়। কি ভেবে কি বলেন আর কি বলে কি করেন বুঝতে বুঝতেই শুনি মত বদলে গেছে; নতুন ভাব, নতুন বক্তব্য, নতুন কর্ত্তব্য দেখা দিয়েচে!

পরেশ। তবে রে পাগলি, ঝগড়া নাকি করিসনি! বেশ ঝাঁঝ পাওয়া যাচ্ছে যে!

অমিয়া। সোজা কথা বাঁকা করে নেয় যারা, তারা কোনদিনই আমাকে বুঝতে পারবেনা।

ভারত। অথচ স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পস্পরকে যদি না বোঝে সংসারে শান্তি থাকেনা।

বিনয়। কাল থেকে অনবরত সেই এক কথা, গয়না সব বেচে দাও, বেচে দাও, বেচে দাও। আপনিই বলুনত কাকাবাবু, কার গয়না কে বেচবে!

পরেশ। এ কি পাগলামো তোমার মা। গয়না বেচবে কি!

ভারত। বোঝ পরেশ, বোঝ সেই বিজলী সর্ব্বনাশী সমাজে কি আগুন জ্বেলে দিয়েচে! ঢং করে সেদিন সে বল্লে সর্ব্বস্ব দিয়ে দেবে। Trust deed তৈরি, আমি নাকি Trustee! ভাগ্যিস অবিশ্বাস করে কাগজ-পত্র ফেলে দিয়ে এসেছিলুম। আজ কোথায় সেই Trust! ফন্দীবাজ মেয়ে!

অমিয়া। পরের মেয়েকে মিছে গাল দিয়ে লাভ নেই।

ভারত। পরের মেয়ে কি! আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই! সে আমার দেশের মেয়ে নয়? আমার সমাজের মেয়ে নয়? আমার মঙ্গল-অমঙ্গল তার কাজের ওপর কিছু নির্ভর করেনা?

অমিয়া। করে কি?

ভারত। শোন পরেশ ওর প্রশ্ন। করে কিনা নিজের ভাইয়ের অবস্থা দেখে বোঝনা? নিজের দিকে চেয়ে বোঝনা? নিজেদের সঙ্গীদের

নির্লজ্জতা দেখে বোঝনা। গয়না বিক্রী করবার বুদ্ধি কে মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েচে, বিজলী নয়?

অমিয়া। না।

ভারত। না!

অমিয়া। না। আর সে বুদ্ধি যদি সে দিত, তাও আমি নিতুমনা। আমি বুঝিচি তার পথ আর আমার পথ এক নয়। তার যে শক্তি আছে, আমার তা নেই।

বিনয়। সত্যি, তাঁর শক্তি অনুপম।

ভারত। দহন শক্তি! দেশ জ্বালাবার শক্তি! জাহান্নামে ছুটে যাবার শক্তি!

বাহিরের দিকে যাইতে উদ্যত হইলেন। মলিনা প্রবেশ করিল :

এই যে স্বাধীনতার সদ্য-হাওয়ায় উড়ে বেড়ানো বাঙালীর বধূ, অন্তঃপুরের অন্ধকার কারাগৃহে ফিরে আসবার সময় হোলো?

মলিনা। কদিন বড় কাজ পড়েচে বাবা।

ভারত। তাই শ্বশুর তৃষ্ণায় জল পায়না, স্বামী হোটেলে খানা খায়, ননদিনী পায়না বিশ্রামের অবসর।

মলিনা কোন কথা না কহিয়া অগ্রসর হইল। পরেশ তাহাকে কহিল :

পরেশ। বোস মা, একটুকাল বোস। মুখ দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে গেছে।

মলিনা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; সুতরাং বসিল

ভারত। কোথায় গিয়েছিলে শুন্তে পাই ?

মলিনা। বিজলী দেবীর সঙ্গে।

ভারত। শোন পরেশ শোন। মিলিয়ে নাও আমার কথা। জিজ্ঞাসা করি বিজলীর বাড়ী যেতে তোমার লজ্জা করেনা ? জাননা তোমার স্বামীকে সে খেলার পুতুল করে ফেলেচে ?

মলিনা। অবিচার করবেন না, বাবা। আপনার কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট ছেলেকে তিনিই হাত ধরে কর্ত্তব্যের পথে তুলে দিয়েচেন, পাঁকে নামতে দেন নি।

ভারত। থাম, থাম। উচ্ছৃঙ্খল কোন নারীর কথা আমাকে তুমি বলোনা।

অমিয়া। তুমিও না জেনে কাউকে ছোট করতে চেয়োনা।

ভারত একটুকাল তার দিকে চাহিয়া রহিলেন তারপর বিনয়ের কাছে গিয়া কহিলেন :

ভারত। তুমি ! তুমি যে কিছু বল্লেনা ? তুমি যে শাসালে না আমাকে ?

সুবোধ আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল

অমিয়া। বিজলী দেবীর স্থান আমাদের এত উঁচুতে যে নীচে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা ধৃষ্টতা মনে করি।

সুবোধ আগাইয়া আসিতে আসিতে কহিল :

সুবোধ। সত্যি বিনয়। বাংলায় এমন মেয়ে যে থাকতে পারে, এ-কথা কখনো মনে করিনি।

ভারত। বাঃ! বারে নবযুগ! উচ্ছৃঙ্খলতা হোলো সংযমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; উদ্দামতার দাবী জাতির তপস্যার চেয়ে বড় হেয়ে উঠ্‌ল। ঘর ভাঙবার বন্যা সংসারের শ্রীর চেয়ে হোলো মনোরম! বাঃ! বাঃ রে ভারতচন্দ্র, পিতৃপুরুষের ভিটেয় দাঁড়িয়ে একান্ত অসহায়ের মত তাই তোকে দেখতে হচ্ছে! পরেশ!

পরেশ। দাদা!

ভারত। আরো কিছু বাকী রইল!

পরেশ। পৃথিবী আজইত শেষ হোলোনা, আরো কত পরিবর্ত্তন হবে।

ভারত। সূর্য্য হবে বর্ষার বাহন, চাঁদ ঢালবে আগুন, দিন হবে অন্ধকার, রাত যোগাবে আলো! কেমন? কেমন পরেশ?

পরেশ। ওসব হোক্ কি নাই হোক্ মানুষের মন বদলে যাবে।

ভারত। তুমিও ওদেরি মত মূর্খ, পরেশ। মানুষ বদলায়নি, মানুষ বদ্‌লে যাবেনা। সেই আদিম কালের মানুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে বলেই না আজকার এই যুদ্ধ। এরা বলচে যুদ্ধের পর সব বদলে যাবে—যেন যুদ্ধ এই-ই প্রথম হোলো। সেই দেবীযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত কতই না যুদ্ধ হোলো। কিন্তু যুদ্ধের কারণ কি অপসৃত হোলো? সেই লোভ, সেই পরস্বাপহরণের প্রবৃত্তি, সেই দিগ্বিজয়ের মাল্য কামনা, সেই আটিলা, আলেকজান্দার, চেঙ্গিসের প্রেতাত্মারা সভ্যতাকে মুখ ভেঙচে লাঞ্ছিত করচে!

সুবোধ। বার বার অগ্নিশুদ্ধির ফলে মানুষ নতুন দৃষ্টি পাবে।

ভারত। ছাই পাবে! আরো Shorter sight, blurred vision মানুষকে অন্ধ করে ফেলবে।

পরেশ। যদি তাই হয় দাদা, তুমি আমি কি করতে পারি?

ভারত। কিছু না পারলেও ভগবানকে ডেকে বলতে পারি কোথায় তুমি ভগবান দুষ্কৃতদমনকারী, কোথায় সাধুদের রক্ষাকর্ত্তা, তোমার আবির্ভাবের সময় বয়ে যায়, তবুও তুমি কেন অবতীর্ণ হওনা!

সুবোধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

তুমি হাসচ! তুমি বিশ্বাস করনা তিনি আবির্ভূত হবেন?

সুবোধ। ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন নিয়ে বেলুন ব্যারেজ দিয়ে আমরা তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়াব!

বহুক্ষণ স্থির হইয়া পরেশের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

ভারত। পরেশ! আর কিছু বলবনা ওদের!

পরেশ। বিশ্বাস যুক্তিসাপেক্ষ নয়, দাদা।

ভারত। আজ বুঝলুম, ওরা আর আমরা এক নই। পাপ আত্মজ হয়ে এসেচে আমাদেরই বিনাশ করতে! পরেশ! যে জন্যে তোমাকে আসতে বলেছিলুম, সেই কাজটিই সেরে ফেলি। সবাই ওরা রয়েচে।

ড্রয়ার হইতে কাগজ লইয়া

সুবোধ!

সুবোধ। বাবা!

ভারত। তুমি যাই হও, আমার পুত্র, একমাত্র পুত্র। আইনত তুমিই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু আমার মেয়ে আছে, আমার আশ্রিত জামাই আছে, আমার পুত্রবধূ আছেন। তাদের আমি তোমার অনুগ্রহে রাখতে ভরসা না পেয়ে উইল করিচি। সর্ত্তগুলো দেখে নাও।

সুবোধ। দরকার নেই বাবা।

ভারত। সর্ব্বস্ব তোমাকে দিলুম না বলে রাগ হোলো?

সুবোধ। কাল যাকে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, আজ উইল তার চিন্তার বিষয় নয়।

ভারত। কাল!

সুবোধ। কালই আমার বাবার দিন।

ভারত। পরেশ!

পরেশ। যেতে ত হবেই দাদা।

ভারত। হ্যাঁ, যেতে ত হবেই। ও এল, ভাবলুম বুকে থাকতেই এলো। ভাবিনি থাকতে নয়, যেতেই ও এসেচে।

পরেশ। জয়ী হয়ে আবার ফিরে আসবে।

ভারত। জয়ের গৌরবইত সৈনিকের শ্রেষ্ঠ গৌরব। সেই জয় অর্জ্জন করে ও ফিরে আসুক এই হবে আমাদের কামনা, প্রার্থনা। কিন্তু পরেশ ততদিন যদি বেঁচে না থাকি? জানি পরলোকে থেকেও আমি আনন্দ পাব। কিন্তু এই উইল? বৌমা, তুমিই তাহলে রেখে দাও।

মলিনার হাতে গুঁজিয়া দিল। মলিনা উঠিয়া অমিয়ার পাশে গিয়া বসিল

মলিনা। বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন আমি না নিয়ে পারলুমনা। কিন্তু ঠাকুরঝি এত আমার কাছেও রাখতে পারবনা। সংসারের সব ভারের সঙ্গে এও তোমাকে নিতে হবে।

ভারত। তুমি পারবে না ?

মলিনা। না, বাবা। তুমি নাও ঠাকুর-ঝি !

অমিয়া উইলখানা লইল কিন্তু না খুলিয়াই কহিল

অমিয়া। আজ মিথ্যে বলবনা বৌদি। একদিন ভাবতুম, সব কিছু নিজের আয়ত্তে পেতেই তুমি ব্যস্ত, আমার বাবার বিষয়ের একটি কড়িও আমার হাতে না পড়ে, তাই তুমি চাও। তাই যখন তখন তোমার অপমান করতুম।

মলিনা। তাতে আমার ভালোই হয়েচে।

অমিয়া। হবে। আজ বাবার বিষয়ের ওপর আমার কোন লোভ নেই, কোন দাবী থাকাও উচিৎ বলে মনে করিনা।

ভারত। তুমিও মনে কর আমার ওপর তোমার কোন দাবী নেই ?

অমিয়া। তোমার বিষয়ের ওপর নেই।

ভারত। বেশ ! দাও আমার উইল !

উইল লইয়া বিনয়ের কাছে গেল

তুমি ! তুমি নেবে আমার উইল ?

বিনয়। আপনার ছেলে, ছেলের বৌ, মেয়ে, যার ভার বইতে অক্ষম, আমি তা কেমন করে বইব ?

ভারত। পরেশ, মূর্খরা ভাবচে ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকার অস্বীকার করে ওরা তাকে বড় শাস্তি দিলে! ভালো করুক আমাকে অস্বীকার, তবু আমি ওদের কাছে মাথা নীচু করবনা। আমার বিষয় আমারই বোঝা হয়ে থাক, যখের মত আমি একে আগলে রাখব। আমার পিতা পিতামহের পরিচয়, আমার নিজস্ব এই বিষয়! চল পরেশ একটুখানি হাওয়ায় গিয়ে বসি, অকৃতজ্ঞদের নিশ্বাস এই বাড়ীর হাওয়া ভারি করে দিয়েচে, আমি টেনে শ্বাস নিতে পারচিনা, বুকে বাধচে। বুক আমার ফেটে যাচ্ছে পরেশ, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!

উইলশুদ্ধ হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিলেন।
সুবোধ ছুটিয়া আসিয়া কহিল

সুবোধ। বাবা! বাবা!

ভারত। না, না, বাবা বলে আর মায়া জাগাতে চেয়োনা। পরেশ আমায় বাইরে নিয়ে চল।

পরেশ। সুবোধ যে কাল চলে যাবে, দাদা।

ভারত। কাল! সে এখনও দেরী আছে।

সুবোধ। কাল ভোরেই আমার প্লেন। আজই রাতে হোটেলে…

ভারত। হোটেলে ডিনার, বিজলী বাঈজীর বাড়ীতে Tete-a-tete! বাপের কাছে থাকবার অবসর কোথায়? আমি বুঝি সব বুঝি আমি। তবু অভিশাপ দোবনা, আশীর্ব্বাদই করব। জয়ী হয়েই ফিরে এস।

অমিয়া। বাবা!

ভারত। বল!

অমিয়া। আমরাও আজ যেতে চাই।

ভারত। তোমরা! তুমি আর বিনয়? হোটেলের ডিনারে?

বিনয়। না, দেশে।

অমিয়া। জয়রামপুরে বাবা।

ভারত। বনবাসে বল! বেশ যাও। আজই। এখুনি!

পরেশ। কেন রে পাগলী!

অমিয়া। আজই ওর সঙ্গে না গেলে ও আমার জীবন থেকে চলে যাবে।

পরেশ। কে? বিনয়?

অমিয়া। হ্যাঁ। ওরও রক্ত নেচে উঠেচে।

পরেশ। সুবোধের সঙ্গে যেতে চায নাকি।

অমিয়া। না, কাকা, দেশে।

পরেশ। সে ত খুবই ভাল কথা। তা আজই যেতে হবে কেন?

অমিয়া। ও বলে ওর দেশ-সেবার লগ্ন বয়ে যায়।

বিনয়। ও বুঝিয়ে বলতে পারচেনা কাকা। হঠাৎ কাল আমি কাজের প্রেরণা পেয়েচি। ভেতর থেকে কে যেন আমায় অবিরাম ঠেলে দিচ্ছে। আমাকে যেতেই হবে, হয় বিদেশে—নয় পল্লীতে। পল্লীতে গেলে ও পাশে থাকতে পারবে জেনে আমাকে পল্লীতেই নিয়ে যেতে চায়। আমারও তাতে অমত নেই। কেননা পল্লীতে আমি কাজও পাব, ওকেও হারাব না।

ভারত। যাও, যাও, তৈরি হয়ে নাও। তোমাদেরও আমি আশীর্ব্বাদ করব। চল পরেশ একটুখানি বাগানে গিয়ে বসি।

পরেশকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল

অমিয়া। এস, আর কেন ?

দুজনাই সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেলেন

মলিনা। বিনয় !

বিনয় নামিয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল

সত্যিই কি কাজের খুব বেশী তাগিদ পেয়েচ ?

বিনয়। তোমার কাছে মিথ্যে বলবনা বৌদি। কাজের তাগিদের চেয়ে বেশী তাগিদ এসেচে অমিয়ার দিক থেকে। অমিয়া নিজের দুর্ব্বলতায় ভয় পেয়ে দূরে পালিয়ে যেতে চাইছে, মনে করচে পল্লীতে আমাকে একান্ত করে পেলে ও নিজেকে সামলে নিতে পারবে। জানত ভাই আর বোন একই রকম দুর্ব্বল। অথচ দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে নিজেরাও অচেতন নয়।

মলিনা। বাবার কথা ভেবেই বলছিলুম যদি ক'টা দিন থেকে যেতে পারতে।

বিনয়। ওর বাবা ওকে রক্ষা করতে পারবেন না, তা ত তুমি জান।

মলিনা। ভগবান, তোমাদের সুখী করুন।

বিনয়। সুযোগ পেয়েচি, দেখি চেষ্টা করে।

বলিয়া ম্লান হাসিয়া উপরে উঠিয়া গেল। মলিনা তেমনই বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে সুবোধ আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল

সুবোধ। তুমি একা বসে আছ ?

মলিনা। সবাই উঠে গেলেন তাই। বোস।

সুবোধ। আজ মনে হচ্ছে না এলেই ভালো হোত।

মলিনা। কেন ?

সুবোধ। এসে সবাইকে ব্যথা দিয়ে গেলুম।

মলিনা। উঁচুতেও তুলে দিয়ে গেলে।

সুবোধ। বুঝতে পারলুম না।

মলিনা। বিজলীদেবীর কথা ভেবে ছাখ।

সুবোধ। মনে মনে একটা বোঝা-পড়া অনেকদিন থেকেই ওর হয়ে গেছল। দেবার জন্য উন্মুখ হয়েও পাত্রের অভাবে মন ছিল বিতৃষ্ণায় ভরে। তাই সর্ব্বস্ব দিয়েই যেন আজ মুক্তি পেল।

মলিনা। আমারও বন্ধন তুমি খুলে দিয়ে গেলে।

সুবোধ। আমার ব্যবহারে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েচ।

মলিনা। না, এইটেই বুঝিচি যে সংসারে সবারই আশা পূর্ণ হয়না, সকলেই কিছু সকলের আশা পূর্ণ করতে পারেনা।

সুবোধ। তোমাকে আমি অবহেলা করিনি, একথা তুমি বিশ্বাস কর।

মলিনা। আকর্ষণের অভাব যদি অবহেলা বলে মনে না করতুম তাহলে তাই বিশ্বাস করতে পারতুম। আমি অর্ঘ্য নিয়ে বসেছিলুম, তুমি তার দিকে ফিরেও চাইলে না !

সুবোধ। আমার মনের অবস্থা জানত।

মলিনা। জানি বলেইত আরো বেশী ব্যথা পাই। কিন্তু যাবার দিনে অভিযোগ আর অভিমানকে বড় করে তুলে লাভ নেই। আজ এই আশীর্ব্বাদই করে যাও, এমন কিছু যেন করতে পারি যাতে তুমি ভাবতে পার আমি নেহাৎ অযোগ্য ছিলুমনা।

বলিয়া পায়ের ধুলা লইল

সুবোধ। মলিনা!

মলিনা। বল।

সুবোধ। আমার বাবাকে দেখবার জন্য একমাত্র রইলে তুমি।

মলিনা। তোমার এ দাবী কি একটুও বিচিত্র বলে মনে হয় না?

সুবোধ। বিচিত্র!

মলিনা। তোমার খেয়াল দিয়ে তুমি তোমার বাবাকে করবে আঘাত, তোমার বোন নিজের ষোল-আনা বুঝবে কিন্তু বাপের ব্যথাতুর মুখখানির দিকে ফিরেও চেয়ে দেখবেনা। সন্তান তোমরা বাপের কোন দায়িত্বই নেবেনা—নিতে হবে আমাকে!

সুবোধ। সংসারের বধূরা চিরদিন তাই নিয়ে এসেচে।

মলিনা। আমার সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে। তোমাদের পরিবারের যার যে দাবী আমার কাছে তা কেবল ওরই ওপর টি`কতে পারে। সেই সম্বন্ধ যখন মিথ্যে হয়ে যায়, তখন আর কারু কোন দাবী আমার কাছে সত্য থাকেনা। তিন বছর আমি তোমার বাবার, তোমার বোনের, সেবা করিচি। তিন বছর আমাকে জানবার বোঝবার সুযোগ পেয়েও ওঁরা আমাকে বোঝেননি। আমার সম্বন্ধে তোমার বাবা তোমার বোন এমন সন্দেহ পোষণ করেচেন, যা কেবল ইতর মেয়েদের সম্বন্ধেই লোকে করতে পারে। করতে পেরেচেন, কারণ, তাঁরা জানেন আমি তাঁদের আপন কেউ নই, তাঁদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ নেই! প্রতি কাজে, প্রতিদিনকার ব্যবহারে তোমরা আমাকে বুঝিয়ে দেবে আমি তোমাদের পর, আর আমি আপন জেনে তোমাদেরই পায়ের তলায় পড়ে থাকব! কী ন্যায় বিচার তোমাদের!

সুবোধ। তুমি তাহলে বিদ্রোহ করতে চাও ?

মলিনা। বিদ্রোহের কথা নয়, বিরক্তির, বিতৃষ্ণার কথা। তোমার বাবা চোখের ওপর দেখচেন তোমার অনাচার আর তোমাকে কিছু না বলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেচেন আমার রূপের জৌলুস দিয়ে আমি তোমাকে ঘরে ধরে রাখতে পারিনি কেন! আমি কি রূপের দোকানী ? ঘরণীকে এই মর্য্যাদা দেবার গরব তোমরা কর ?

সুবোধ। বাবা স্নেহপ্রবণ লোক, আঘাত পেয়ে কখন কি বলেন কিছুই ঠিক থাকেনা।

মলিনা। তোমার কাছে আমি তোমার পিতৃনিন্দা করতে চাইনা। শুধু তোমার বাবাই নন, সংসার আর সমাজ যাঁরাই মানুষের চেয়ে বড় বলে প্রচার করেন, তাঁরা স্বার্থবোধেই তা করেন। আসলে তাঁরা সবাই স্বার্থ-ই ভাবেন, সংসার আর সমাজকে তাঁরা মনে করেন পিতৃপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া ছোট বড় সব স্বার্থের পুঁটুলী, মনুষ্যত্বের বিনিময়েও যা আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে।

সুবোধ। তুমি কি সংসার ত্যাগ করবে ?

মলিনা। সেই আয়োজন করিচি বলেই আজ তোমাকে জানিয়ে দিলুম তোমার সংসার সম্বন্ধে আজ থেকে কোন দায়িত্বই আমার রইলনা।

• সুবোধ। আমার সংসার বলচ কি ! আমি ত মৃত্যুপথ-যাত্রী।

মলিনা। সংসার যখন তোমার নয় তখন সংসারের কাজও আমার নয়। মনে মনে আমিও মুক্তি পেলুম।

চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল

সুবোধ। শোন।

মলিনা ফিরিয়া আসিল

কোথায় যাবে ?

মলিনা। তীর্থে !

সুবোধ। যদি আমি ফিরে আসি ?

মলিনা। আমি ফিরে আসবনা !

সুবোধ। আর যদি ফিরে আসতে না পারি ?

মলিনা। আমার অন্তরে তীর্থ-দেবতার পাশে চিরদিনই তুমি জাগ্রত থাকবে।

সুবোধ। তুমি তাহলে আমাকে ঘৃণা করনা।

মলিনা। না। চেয়েছি ঘৃণা করতে, কিন্তু পারিনি।

সুবোধ। কেন ?

মলিনা। সেইটিইত রহস্য বলে মনে হয়, আবার মনে হয় ওটা শুধুই সংস্কার !

বলিয়া জবাবের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল

সুবোধ। সংস্কার ! সংস্কার কি সত্য হয়না ? জলের আল্পনা শুকিয়ে যায়, তাই তা মিথ্যে। সংস্কারও যদি মিথ্যে হতো, তাহলে বংশ-পরম্পরায় মানুষের মনে মনে তা কি বদ্ধমূল হয়ে থাকতে পারত !

বিজলী প্রবেশ করিল

বিজলী। লেফ্‌ট্যান্ট সেন কি যাবার বেলায় পিছু পানে চেয়ে দেখছেন ?

সুবোধ। পিছনে শুধুই মরু, জল নেই, ছায়া নেই!

বিজলী। ছোট্ট একটি মরু-উদ্যান?

সুবোধ। তাও নেই বিজলী দেবী!

বিজলী। থাক মরু পিছনে পড়ে তার নিজের বুকের জ্বালা নিয়ে, সাম্নে যেন আমরা পাই নন্দন-কানন।

সুবোধ। চলুন আমার ঘরে। আপনার দেখচি এই ইউনিফর্ম্মের ওপর বড় মায়া।

বিজলী। একেবারে তৈরি হয়েই এসেচি। আজ রাতে গিয়েই ষ্টীমারে থা কতে হবেকিনা।

বলিতে বলিতে তাহারা সুবোধের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। অন্যদিক দিয়া ভারত ও পরেশ প্রবেশ করিল:

ভারত। দেখচ ভাই, আজই সব খা খা করচে। শ্মশান হয়ে যাবে। আর আমি বুড়ো শিব হয়ে সেই শ্মশান জাগাব!

পরেশ। সুখের কথা, আমরা কেউ অমর নই!

ভারত। সব চলে গেল নাকি! বৌমা! বৌমা!

অমিয়া আর বিনয় বাহির হইয়া আসিল

এখুনি তোমাদের যেতে হবে?

অমিয়া ভারতকে প্রণাম করিল

শ্বশুরের ভিটেয় যাচ্ছ, ভালোই করচ। কিন্তু সে ভিটেয় বন আছে, সাপ আছে, শেয়াল আছে, ঘর নেই। থাকবে কোথায় ভেবেচ?

অমিয়া। বিয়ে যেদিন দিয়েছিলে, সেদিন তুমি ভাবনি, আজ আমিও তা না ভেবেই চলেছি।

পরেশকে প্রণাম করিল

বিনয়। দিনকতক আমার এক জ্ঞাতির খালি বাড়ীতেই থাকব।

বলিয়া তাহাকে প্রণাম করিল

ভারত। জ্ঞাতির খালি বাড়ীও এ বাড়ীর চেয়ে ভালো মনে হোলো। ভাল!

পরেশ। আর দিনকয়েক এখানে থেকে গেলেই ভালো হোত মা। সুবোধ চলে যাবে। দাদার···

ভারত। না, না, না, দাদার কোন কষ্ট হবেনা। দাদার বুক নিমেষে পাষাণ হয়ে গেছে।

অমিয়া। বাবা!

ভারত। একেবারে খালি হাতে পায়ে চল্লি মা। এখানকার কোন কিছুই নিবিনে এমনই অপরাধ করিচি আমি!

বিনয়। না, না, সবই গাড়ীতে তুলে দিয়েচি।

ভারত। বিয়ে দিয়েছিলুম কিন্তু তোমার হাতে ওকে দিইনি। আজ দিলুম।

কন্যার হাত তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন

যাও, বৌ নিয়ে বাপের শূন্য ভিটেয় ফিরে যাও। যে সুখের সন্ধান এখানে পেলেনা, সেই সুখ তোমাদের জীবন সুখময় করে রাখুক।

অমিয়া আর বিনয় সুবোধের ঘরে গেল

মেয়ে আমার শ্বশুরবাড়ী চলেচে পরেশ, সেখানে হুলুধ্বনি দিয়ে তাকে বরণ করে নেবার জন্যে রয়েচে প্যাঁচা আর শেয়াল!

পরেশ। বন কেটেই মানুষ শহর বসিয়েচে। ওরাও ঘর-বাড়ী তৈরি করবে!

ভারত। সান্ত্বনা দিচ্ছ ভাই? আমি শক্ত আছি। আঘাতের পর আঘাত আজ বুক পেতে নোব। আমি পাষাণ, পরেশ, আমি পাষাণ!

পরেশ তাহাকে ধরিয়া কহিল

পরেশ। বোস, দাদা! স্থির হয়ে বোস।

ভারত। হ্যাঁ, পাখা-ভাঙা মৈনাক যেমন ধরিত্রীর বুকে বসে আছে! পরেশ!

পরেশ। দাদা!

ভারত। চারিদিকে রক্তের আভা কেন ভাই?

পরেশ। ও অস্তগামী সূর্য্যের আলো।

ভারত। সূর্য্য অস্তগামী! কয়মাস আগে সূর্য্যোদয়ের আশায় একরাত এই ঘরে কি করেই না কাটিয়ে ছিলুম। আজ সূর্য্য অস্তাচলে আশ্রয় নিয়ে সেই রাত আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে! সেই আঁধারে, সেই অন্তহীন রাতে, আমি কোন্ ধ্রুবতারার দিকে চেয়ে নিশিজাগব পরেশ?

সুবোধ প্রবেশ করিল। সৈনিকের পোষাক তাহার:

সুবোধ। বাবা।

ভারত। জানি, যাবার সময় হয়েচে। সান্ধ্য মজলিশে রয়েচে মাল্য আর অভিনন্দন; হোটেলে রয়েচে ডিনার, আফ্‌টার ডিনার ড্যান্স। যেতে দেরী হলে চলবে কেন?

সুবোধ। ভোরেই দমদমে আমাকে প্লেনে চাপতে হবে।

ভারত। সেদিন ভোরে পরেশ ছিল হাওড়ায় হাজির, কাল হয়ত ছুটবে দমদমায়। আমি পারবনা।

সুবোধ। আপনাকে কষ্ট করতে হবেনা।

ভারত। হ্যাঁ, সুখে রেখেচ, অত কষ্ট সইবে কেন!

নার্সের পোষাক পরিহিতা মলিনাকে লইয়া বিজলী প্রবেশ করিল :

বিজলী। দেখুনত লেফ্‌ন্যাণ্ট সেন, আপনার যোগ্য সহধর্ম্মিনী কিনা!

সুবোধ। কে! মলিনা!

পরেশ। একি মা! তোমার এ-বেশ কেন মা!

ভারত। তুইও যাবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেচিস! পরেশ, ভাখ ভাই এখনো আমি চঞ্চল হইনি, এখনো আমি ঠিক বসে আছি···অটল··· অচল···কঠিন পাষাণ!

মলিনা তাঁহাকে প্রণাম করিল

থাক্ থাক্ মহিষমর্দ্দিনীর ওই মূর্ত্তি ধরে আমাকে আর প্রণাম করতে হবে না।

মলিনা পরেশকে প্রণাম করিল। পরেশ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল :

পরেশ। মনের জ্বালা নিয়ে যেখানে চলেচ, সেখানে কি শান্তি পাবে মা?

মলিনা। আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাই পাই।

ভারত। না, না, পরেশ আশীর্ব্বাদ কোরোনা পরেশ। ওর শাশুড়ী বেঁচে থাকলে আজ কি করতেন জান? হাতা পুড়িয়ে ওর পিঠে সেঁকা দিয়ে দিতেন।

মলিনা। কাকা, চাবিগুলো আপনিই রেখে দিন।

পরেশ। ওইটিই আমাকে বোলোনা মা, ওইটিই আমি পারব না।

ভারত। না, না, তোমাকে ওভার বইতে হবে না। আমাকে দাও। আমার অর্জ্জিত, আমার পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত সব কিছু সম্পদ যখের মত আমি আগলে রাখব। কাউকে নিতে দোব না, ছুঁতে দোব না।

ছোঁ মারিয়া চাবিগুলো কাড়িয়া লইলেন

মলিনা। আসি কাকা!

পরেশ। কিন্তু কোথায় চলেচ তাও কি বলে যাবে না? সুবোধের সঙ্গে?

মলিনা মাথা নাড়িয়া কহিল:

মলিনা। ওঁর জীবন-সঙ্গিনী হতে পারিনি, তা ত আপনি জানেন।

পরেশ। (বিজলীকে) তুমি! তুমি কি যাচ্ছ সুবোধের সঙ্গে?

বিজলী। লেফ্‌ট্যান্ট সেনের আর আমাদের পথ ঠিক উল্টো। উনি যাচ্ছেন পশ্চিমে আমরা যাচ্ছি পূবে।

পরেশ। পূবে!

বিজলী। হাঁ, চায়নায়।

ভারত। চায়নায়!

পরেশ। চায়নায় কেন যাচ্ছ?

বিজলী। স্বাধীনতার তীর্থ বলতে যদি কিছু বোঝা যায়, ত সে হচ্ছে চায়না! অত পুরোণো সভ্যতা, অতখানি বৈজ্ঞানিক মন, অত বিরাট লোক-সংখ্যা নিয়েও চায়না ধ্যানমগ্ন যোগীর মতই শান্ত থেকে পৃথিবীর নানা শক্তির উত্থান ও পতন দেখেচে। পৃথিবীর নানা জাতি তাকে নানা প্রলোভন দেখিয়েচে, কখনো লুব্ধ হয়ে সে কারু সম্পদ কেড়ে নেয়নি। আজ জ্ঞাতিশত্রু তার ধ্যান ভেঙে দিয়েচে, তাই চায়না আজ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেচে, আপন স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য সে প্রাণপণ সংগ্রাম করচে। স্বাধীনতার প্রতি প্রকৃত সম্মান চায়নাই দেখিয়েচে, তাই চায়না আমাদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেচে।

ভারত। ভারতীয় কৃষ্টির সাম্নে মাথা নত করে যে চায়না ভারতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েচে, সেই চায়না হোলো তোমাদের তীর্থ!

বিজলী। স্বাধীনতার সত্যিকারের মর্য্যাদা চায়নাই দিয়েচে—শক্তির দাপট প্রকাশ করে কাউকে স্বাধীনতা হারা করেনি তাই ভারতের বধূ, ভারতের কন্যা, সেবাব্রত নিয়ে চায়নাতেই যেতে চায়।

ভারত। স্বেচ্ছাচার আর কত প্রবল হতে পারে পরেশ!

সুবোধ। আমরা যে যার সত্যপথ বেঁছে নিয়ে চলিছি বলে দুঃখ তোমরা কোরোনা। জেনো, ভারতের পরিচয় তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না। বাবা, জয়-গৌরব নিয়ে আবার আমরা ফিরে আসব।

তাহারা বাহির হইয়া গেল

ভারত। নিয়ে গেল, নিয়ে গেল পরেশ, ভারতের সর্ব্বস্ব ওই রাক্ষসী নিয়ে গেল! সত্যিকরে বলত পরেশ, ওরা আমাদের গৌরব না লজ্জা।

পরেশ। গৌরব, দাদা।

ভারত। ওই হৃদয়হীন সন্তান, মায়াহীন বধূ কারু গৌরবের পাত্র হতে পারে? ওই উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে বিজলী কারু শ্রদ্ধা পেতে পারে!

পরেশ। ওরা সংসারের কথা ভাবলে না, স্বদেশের কথা ভাবলে না, নিজেদের স্বার্থের কথাও ভাবলে না। শুধু একটা আদর্শকে সত্য জেনে অনিশ্চিতের পথে যারা স্বচ্ছন্দে পা বাড়িয়ে দিলে—সংসার আর স্বার্থ আঁকড়ে পড়ে যারা রইলুম, তাদের থেকে তারা কি পৃথক প্রকৃতির নয়?

ভারত। উচ্ছৃঙ্খল গতির এই ত পরিণতি।

পরেশ। এই পরিণতির পথে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে বলেই জীবনে আজ সেই চঞ্চলতা, সেই ব্যাকুলতা বড় হয়ে উঠেচে যার প্রকাশকে তুমি বল উচ্ছৃঙ্খলতা। ঘরের মায়ায় যদি ওরা মজে থাকবে, তাহলে দেশে দেশে ভারতের পরিচয় বয়ে নিয়ে মানুষের মহামিলনের ক্ষেত্র রচনা করবে কে? এক দেশের মানুষের দাবী অন্য দেশের মানুষ কণ্ঠে তুলে না নিলে নতুন পৃথিবীত গড়ে উঠ্‌বে না!

ভারত। নতুন পৃথিবী, New order! thats a fool's paradise!

পরেশ। দাদা, তুমি কাঁপচ, তুমি বোস দাদা, ওরা আমাদের গৌরব, দাদা, দাদা···

ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল

ভারত। পরেশ আমি টলিনি, দেহ একটুখানি নড়েছিল কিন্তু হাত কেমন করে পাথর হয়ে গেল···ব্যস! ব্যস! এবার সত্যিই মৈনাকের মত পাথরের স্তূপ হয়ে থাকব।

পরেশ। একি! একি দাদা! সত্যিই যে হাত-পা শক্ত হয়ে যাচ্ছে, দাদা!

ভারত। ক্রমে কথাও কইতে পারব না, আঘাত থেকে পক্ষাঘাত!

পরেশ। কী সর্ব্বনাশ! দাশু! দাশু!

ভৃত্য দাশু ছুটিয়া প্রবেশ করিল

দৌড়ে যা দাশু! ওদের গিয়ে বল দাদা ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েচেন।

ভারত। না, না, শুভ কাজে চলেচে ওরা, পিছু ডেকে ওদের অমঙ্গল কোরোনা।

পরেশ। তুই থাক এখানে দাশু। তুই ধরতে পারবিনে। আমি একখানা ট্যাক্‌সী নিয়ে ওদের ফিরিয়ে আনি।

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

ভারত। দাশু!

দাশু। বলুন কত্তা।

ভারত। সেদিন তোর হাতের জল খেতে চাইনি…

দাশু। জল এনে দোব কত্তা?

ভারত। সেদিন যাদের সেবা পাবার দম্ভ নিয়ে তোকে ব্যথা দিয়েছিলুম, আজ তারাই আমাকে ফেলে চলে গেল—রইলি কাছে তুই। আজ থেকে আমার সব কাজই যে তোকে করতে হবে দাশু।

দাশু। আপনার সব কাজ আমি করব বাবু।

ভারত। হুঁ। করতেই হবে। তোর দেয়া জল ফিরিয়ে দিয়েছিলুম, তাই শেষ সময়ে তোরই হাতের গঙ্গাজল হয়ে রইল আমার পাওনা!

দাশু। তা হবে না। দাদাবাবু ফিরে আসবেন!

ভারত। আসবে দাশু? পরেশ যদি ফিরিয়ে আনতে পারে তাহলে ভালো হয়। আর একবার ভালো করে দেখতে ইচ্ছে করে।

দাশু। ওই ওনারা এসেচেন কত্তা।

সুবোধ ও মলিনা। বাবা! বাবা!

ভারত। সামলে নিয়েচি পরেশ, ওদের কেন ফিরিয়ে আনলে!

সুবোধ। আমার যে আর ছুটি নেই বাবা।

ভারত। জানি, তোমাকে যেতেই হবে।

মলিনা। বাবা! আপনাকে এ-ভাবে ফেলে রেখে কেমন করে যাব, বাবা।

ভারত। কী করবে মা, তীর্থ-দেবতা যে তোমায় ডাকচেন!

মলিনা। আমি যাব না, বাবা, আপনাকে এভাবে ফেলে রেখে আমি যেতে পারব না।

সুবোধ। তুমি যাবে না মলিনা?

মলিনা। না। চীন যদি হয় তীর্থ, এ আমার মহাতীর্থ।

সুবোধ। তুমি আমায় বাঁচালে মলিনা। ফিরে এসে এই মহাতীর্থেই হবে তোমাতে আমাতে মিলন।

ভারত। পরেশ! পরেশ! আমি হাত তুলতে পারচি না; তুই ওদের মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ কর ভাই, আশীর্ব্বাদ কর।

পরেশ ভারতচন্দ্রের হাত তুলিয়া লইয়া উহাদের মাথায় রাখিলেন

শচীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটক

গৈরিক পতাকা—মনোমোহনে অভিনীত	...	১॥০
সিরাজদ্দৌলা—নাট্যনিকেতনে অভিনীত	...	১।০
ঝড়ের রাতে—নাট্যনিকেতনে অভিনীত	...	১।০
সতীতীর্থ—নাট্যনিকেতনে অভিনীত	...	১।০
জননী—নাট্যনিকেতনে অভিনীত	...	১॥০
দেশের দাবী—নব-নাট্যমন্দিরে অভিনীত	...	১৲
আবুলহাসান—রূপমহলে অভিনীত	...	১॥০
প্রলয়—রঙ্‌মহলে অভিনীত	...	১৲
তটিনীর বিচার—নাট্যভারতীতে অভিনীত	...	১।০
স্বামী-স্ত্রী—রঙ্‌মহলে অভিনীত	...	১৲
সংগ্রাম ও শান্তি—নাট্যভারতীতে অভিনীত	...	১।০
নার্সিং হোম—নাট্যভারতীতে অভিনীত	...	১।০
হরপার্ব্বতী—মিনার্ভায় অভিনীত	...	১।০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা